بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র

ইলমে গায়েব ও হাযির-নাযির

এবং

বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির খণ্ডন

গ্রন্থনা ও সংকলনে

মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জিহাদী

গ্রন্থনা ও সংকলনেঃ
মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জিহাদী
খাদেম: বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।
মোবাইল ঃ ০১৭২৩-৫১১২৫৩

সম্পাদনা পরিষদ
সুলতানুল মুনাজেরীন, আল্লামা মুফতী আবু নাছের জেহাদী ছাহেব।
মুফতী মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক উছমানী ছাহেব, নেত্রকোনা।
মুফতী মাওলানা আবুল কাশেম জেহাদী ছাহেব, ঢাকা।
মুফতী মাওলানা মাসুদুর রহমান হামিদী, ঠাকুরগাঁও।
মুফতী মাওলানা জহিরুল ইসলাম ফরিদী, ফরিদপুর।
মুফতি শহিদুল্লাহ বাহাদুর, প্রকাশক, সাকলাইন প্রকাশন, বাংলাদেশ।

পৃষ্ঠপোষকতাঃ ইঞ্জিনিয়ার সিপাহিদ খাঁন মানিক, প্রতিষ্ঠাতা, আবতাহী ফাউন্ডেশন, বাংলাদেম।
গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রথম প্রকাশঃ ১৫ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ।
দ্বিতীয় সংস্করণ: ১ জুন, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।
প্রকাশনায়ঃ সাকলাইন প্রকাশন, চট্টগ্রাম। 01723-933396-01973-933396
পরিবেশনায়ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রিসার্চ সেন্টার, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

শুভেচ্ছা মূল্য ২৪০/= টাকা

যোগাযোগঃ দেশ-বিদেশের যে কোনো স্থানে বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে কিতাবটি সংগ্রহ করতে মোবাইল: 01723-511253

উৎসর্গ

আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, মুজাদ্দেদে জামান,

বিশ্বওলী, আমার দয়াল পীর, দস্তগীর,

খাজাবাবা শাহ্সূফী হযরত মাওলানা

ফরিদপুরী নকশ্বন্দী মুজাদ্দেদী (কুঃ ছেঃ আঃ) ছাহেবের—

দস্ত মোবারকে।

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সকল প্রসংশা আল্লাহর যিনি সমস্ত ভূ-মন্ডলে মালিক ও মহান স্রষ্টা। সালাত ও সালাম প্রিয় নবীজি রাসূলে পাক (ﷺ)-এর প্রতি যিনি আল্লাহ তা'য়ালার একান্ত বন্ধু এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের রহমত ও শেষ নবী। এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), আহলে বাইত, খোলাফায়ে রাশেদীন, উম্মাহাতুল মুমিনীন, শোহাদায়ে কেরাম তামামের প্রতিও।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং আমরা শান্তিকামী মুসলিম জনতা। এই শান্তি প্রিয় মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তির ও অশান্তির উদ্দেশ্যে তথাকথিত এক শ্রেণির নামধারী কথিত উলামারা বলে বেড়াচ্ছে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) গায়েব জানতেন না ও তিনি হাযির-নাযির নন। কিন্তু কোরআন সুন্নাহ'র দৃষ্টিতে রাসূলে পাক (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত্ব ইলমে গায়েব জানতেন ও উম্মতের যাবতীয় বিষয় দেখেন এবং যেখানে খুশি সেখানে হাযির হতে পারেন। এটিই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জা'মাতের ফুরুঈ আকিদা।

তাই সরলমনা সুন্নী মুসলমানদের ঈমান রক্ষার সহযোগী হিসেবে আমি ছহীহ্ তথা বিশুদ্ধ বর্ণনা সহকারে প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর ইলমে গায়েব ও হাযির-নাযির হওয়ার পক্ষে এই বই খানার দ্বিতীয় সংস্করণ লিখলাম। এর নাম রাখলাম "প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র ইলমে গায়েব ও হাযির-নাযির।" এ বিষয়ে বহু সংখ্যক দলিল বাকী রয়ে গেছে। সংক্ষেপের জন্য সকল দলিল দেওয়া সম্ভব হয়নি।

মুদ্রণের ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব নির্ভূল করার চেষ্টা করেছি। এর পরও ভুল থাকাটা স্বাভাবিক। মহৎ পাঠকগণ ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, ইহাই আশা করি। কোন ভুল-ত্রুটি কারো দৃষ্টি গোচর হলে আমাকে অথবা সাকলাইন প্রকাশনের প্রকাশক

মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর সাহেবকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করবো ইনশা আল্লাহ। সকলের মঙ্গল কামনায়-
ইতিঃ- মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জিহাদী।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়:

প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র ইলমে গায়েব:

প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর ইলম সম্পর্কে দুটি কথা/
'গায়েব' (اَلْغَيْبُ) এর অর্থ/
গায়েবের প্রকারভেদ/
আল্লাহর মনোনিত রাসূলকে গায়েব জানানো হয়েছে/
রাসূলগণের যাকে খুশি তাকে আল্লাহ পাক গায়েব জানান/
'নবীজিকে জানানোর পূর্বে গায়েব ছিল না' এই কথার ব্যাখ্যা/
প্রিয় নবীজি (ﷺ) কে সকল অজানা বিদ্যা জানিয়েছেন/
কোরআনের জাহেরী ও বাতেনী বিদ্যা নবীজি (ﷺ) জানতেন/
কোরআনের মাধ্যমে প্রিয় নবীজি (ﷺ) সকল কিছুই জানেন/
আসমান জমীনের সকল গায়েব প্রিয় নবীজি (ﷺ) জানেন/
প্রিয় নবীজি (ﷺ) অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যত জানতেন/
প্রিয় নবীজি (ﷺ) গায়েব প্রকাশে কৃপণ নন/
হযরত খিজির (আঃ) কে ইলমে গায়েব দেওয়া হয়েছে/
উম্মত কি খেয়েছে ও সঞ্চয় করেছে তাও নবীজি (ﷺ) জানেন/
প্রিয় নবীজিকে আওয়াল আখের ইলম দেওয়া হয়েছে/
নবী শব্দের ব্যাখ্যা/
জান্নাতী/জাহান্নামির পরিচয় ও শেষ গন্তব্য ও নবীজি সাঃ জানেন/
কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সবই নবীজি (ﷺ) জানেন/
প্রিয় নবীজি (ﷺ) মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত দেখেন/
গোটা দুনিয়াটা দয়াল নবীজি সাঃ'র কাছে হাতের তালুর মত/
প্রিয় নবীজি (ﷺ) আসমান যমিনের সবই জানেন/
কেয়ামত পর্যন্ত সকল ফিতনাকারীদের নবীজি (ﷺ) চিনেন/
৫টি জিনিস ছাড়া সকল কিছুর চাবীসমূহ নবীজিকে দেয়া হয়েছে/
আকাশে পাখির ডানা কতবার নড়ে তাও নবীজি জানেন/

দূরবর্তী স্থানে কে কোথায় আছেন ও কি করেন তাও দয়াল নবীজি জানেন/
কার কি সন্তান হবে তাও বলেছেন/
সকলের পিতার নাম, পরকালের ঠিকানা ও কেয়ামত পর্যন্ত সবই দয়াল নবীজি জানেন/
কার আমল নামায় কত নেকী সবই নবীজি (ﷺ) জানেন/
উম্মতের আমল সম্পর্কে প্রিয় নবীজি (ﷺ) অবগত/
নবীজি (ﷺ) জান্নাত জাহান্নাম সহ সবই দেখেন/
কার ইন্তেকাল কিভাবে হবে তাও নবীজি (ﷺ) বলেছেন/
আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ)'র শহিদী ইন্তিকালে খবর/
কে কোথায় মারা যাবে তাও নবীজি (ﷺ) বলেছেন/
আগামীকাল কি হবে তাও বলেছেন/
কোন দেশের মানুষের কিরুপ আচরন তাও জানেন/
ভবিষ্যতে মুসলমানদের কি অবস্থা হবে তাও বলেছেন/
ইমাম হুসাইন (রাঃ) কোথায় কিভাবে শহিদ হবে তাও বলেছেন/
জালিম ইয়াজিদ সম্পর্কে স্পষ্ট ভবিষ্যতবাণী/
হযরত ঈসা (আঃ) আমাদের নবীর যিয়ারতের খবর/
হুরুফে মুকাত্তায়াত সম্পর্কে প্রিয় নবীজি (ﷺ) অবগত/
কয়েকটি আকলী দলিল/
ফোকাহা ও মুজতাহিদগণের অভিমত/
শারিহে বুখারী ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রহঃ) এর অভিমত/
শারিহে বুখারী ইমাম কাসতালানী (রহঃ)এর বক্তব্য/
শায়েখ আহমদ সিরহেন্দী মুজাদ্দেদ আফেসানী (রহঃ)এর মত/
আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহঃ এর বক্তব্য/
শারিহে আবি দাউদ মাওঃ আজিমাবাদীর বক্তব্য/
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর আকিদা/
আল্লামা হাসকাফী হানাফী (রহঃ)বলেন/
দেওবন্দী আলিমদের দৃষ্টিতে ইলমে গায়েব/
কিছু আয়াতের সঠিক তাফছির/
সূরা আনআম ৫০ নং আয়াত/
সূরা আরাফের ১৮৮ নং আয়াত/
সূরা আনআমের ৫৯ নং ও সূরা নামলের ৬৫ নং আয়াত/
সূরা আহক্বাফ ৯ নং আয়াত/
কিছু হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা/

মা আয়েশা (রাঃ) এর নামে অপবাদ রটানোর ঘটনা/
কাউসারের নিকট ফিরিশতা কর্তৃক ‘আপনিতো জানেন না’ কথার ব্যাখ্যা/
নবীজি গায়েব জানলে উহুদ যুদ্ধে ও তায়েফে গেলেন কেন?/
‘নবীজি আগামীকাল কি হবে জানেন’ বলতে নিষেধ করলেন কেনো?/

দ্বিতীয় অধ্যায়

কোরআন-সুন্নাহ’র দৃষ্টিতে

প্রিয় নবীজি (ﷺ) হাযির-নাযির

পৃথিবীতে আগমন করার পূর্বেও নবীজি (ﷺ) সব দেখতেন/
প্রিয় নবীজি (ﷺ) শাহিদ ও ইহার তাফসির/
পবিত্র কোরআন ও হাদিস থেকে শাহিদ অর্থ হাযির/
শাহিদ শব্দ নিয়ে বাতেলদের ধোঁকা নং ১/
শাহিদ শব্দ নিয়ে বাতেলদের ধোঁকা নং ২/
শাহিদ শব্দ নিয়ে বাতেলদের ধোঁকা নং ৩/
শাহিদ শব্দ নিয়ে বাতেলদের ধোঁকা নং ৪/
শাহিদ শব্দ নিয়ে বাতেলদের ধোঁকা নং ৫/
না দেখা সত্ত্বেও হযরত খুজাইমা (রাঃ)’র সাক্ষী গ্রহণ করা হল কে?/
প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কাছে সকলের আমল জাহের/
মুহুর্তের মধ্যে সারা পৃথিবী ভ্রমন করা/
প্রিয় নবীজি (ﷺ) মুমিনের জানের চেয়ে নিকটে/
উম্মত কি খেয়েছে ও সঞ্চয় করেছে নবীজি (ﷺ) তাও জানেন/
সব কিছুকে নবীজি (ﷺ) রহমত হিসেবে বেষ্টন করে আছেন/
প্রিয় নবীজি (ﷺ) দুনিয়ার সব কিছু দেখেন/
হাতের তালুর মতই সবকিছু প্রিয় নবীজি (ﷺ) দেখেন/
মুমিনে কামিলগণ রুহানীভাবে বিচরণ করতে পারে/
প্রিয় নবীজি (ﷺ) যমিন থেকেই হাউজে কাউসার দেখেন/
প্রিয় নবীজি (ﷺ) রাতের গভীর অন্ধকারেও দিনের মতই দেখেন/
হাতের তালুর মতই সবকিছু প্রিয় নবীজি (ﷺ) দেখেন/
প্রিয় নবীজি (ﷺ) মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্তও দেখেন/
নবীজি (ﷺ) সামনে যেমন দেখেন পিছনে তেমনি দেখেন/
প্রিয় নবীজি (ﷺ)’র ইলম জিবদ্দশার মতই এখনো বিদ্যমান/
প্রিয় নবীজি (ﷺ) দূরবর্তী স্থানে কি হয় তাও দেখেন/

কারবালার ময়দানে প্রিয় নবীজি সাঃ হাযির হয়েছেন/
নবী-রাসূলগণ এখনো হজ্বের সময় হাযির হন/
নবী করিম (ﷺ) সকল মানুষের কবরে ও হাযির হন/
আজরাইল (আঃ) এর কাছে দুনিয়াটা থালার পিঠের মত/
নবী পাক (ﷺ) প্রত্যেক মুমিনের ঘরে হাযির/
নবী করিম (ﷺ) সকল মসজিদে হাযির/
নবীজি (ﷺ) আরশ, জান্নাত-জাহান্নাম সবই দেখতে পান/
ইমাম কাসতালানী (রহঃ)'র অভিমত/
ইমাম ইবনুল হাজ্ব আল-মালেকী (রহঃ)'র অভিমত/
আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রঃ) এর ফাতওয়া/
ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)এর ফাতওয়া/
ইমাম গায্যালী (রহঃ)এর ফাতওয়া ও আক্বিদা/
ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহঃ)'র ফাতওয়া/
ইমাম শারফুদ্দিন হুছাইন আত-ত্বীবী (রহঃ)এর ফাতওয়া/
শায়েখ আব্দুল হাক্ব মুহাদ্দেছ দেহলভী (রহঃ)'র অভিমত/
হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ)এর অভিমত/
প্রশ্নোত্তর পর্ব/
নবীজি সাঃ হাযির নাযির হলে দেখি না কেনো?/
নবীজি (ﷺ) যদি সব জায়গায় হাযির-নাযির হন, তাহলে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন কেনো?/
নবী পাক (ﷺ) যদি সব জায়গায় হাযির-নাযির হন তাহলে ফিরিশতারা মদিনায় দরূদ পৌঁছানো লাগে কেনো?/
আল্লাহ হাযির-নাযির আবার নবীজি (ﷺ) হাযির নাযির তাহলে শিরিক হবে না?/
"আপনি সেখানে ছিলেন না যখন কলম ছুরে ফেলে" এই কথার ব্যাখ্যা কি?/
রাসূল (ﷺ) কিভাবে রওজা থেকে বের হয়ে হাযির-নাযির হন?/

প্রথম অধ্যায়

প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর ইলমে গায়ব

প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর ইলম সম্পর্কে দুটি কথা

উলামায়ে আহ্‌লে সুন্নাতের আকিদা হচ্ছে, মহান আল্লাহ পাক অপার ও অসীম জ্ঞানের মালিক, তাঁর জ্ঞানের কোন পরিধি নেই। সমস্ত জ্ঞানের তিনিই আধার। তিনি বে-মেছাল, বে-নজির ও বে-নেওয়াজ, সর্বশক্তিমান মহা-পরাক্রমশালী আল্লাহ। জগতের সকল জ্ঞান আল্লাহ পাকেরই দান। যেমন কোরআন পাকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন-

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ

-"তিনিই আল্লাহ তা'য়ালা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য জানেন, অসীম দয়ালু।" (সূরা হাশর: ২২ নং আয়াত)

সৃষ্টি জগতে সকল ইলম আল্লাহ তা'য়ালার দানকৃত। সৃষ্টি জগতের সকলের ইলিমকে আল্লাহ তা'য়ালা সামান্য বলেছেন[১]। যেমন তিনি বলেন:

وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً

-"আর তোমাদেরকে সামান্য ব্যতীত ইলম দান করা হয়নি।" (সূরা বনী ইসরাইল: ৮৫)

জগতের সকলের ব্যাপারে '**قَلِيلاً** কালিলান বা সামান্য' বলা হলেও রাসূলে পাক (ﷺ) এর ইলম মুবারককে আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি জগতের তুলনায় অসীম বলে ইশারা করেছেন। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ পাক বলেছেন,

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً

-"আর আপনার উপর আমি কিতাব নাজিল করেছি ও হিকমত দান করেছি। আর আপনার যা কিছু অজানা ছিল তা সবই আপনাকে শিক্ষা দিয়েছি। আর এটি আপনার উপর আপনার প্রভূর বিশাল মহিমা।" (সূরা নিসা: ১১৩ নং আয়াত)

উক্ত আয়াতের রাসূলে পাক (ﷺ) এর দুইটি বিষয় ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি হলো স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব (ﷺ) কে যে ইলম শিক্ষা দিয়েছেন তা

---

১. তবে আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) ও আল্লাহর বিশেষ কিছু বান্দা ব্যতীত।

সৃষ্টি জগতের তুলনায় অসীম। কেননা مَا (মা) শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহঃ)এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন,

(وأنزل الله عليك الكتاب) القرآن (والحكمة) ما فيه من الاحكام (وعلمك ما لم تكن تعلم) من الاحكام والغيب

-"আপনার উপর কিতাব তথা কোরআন নাজিল করেছি, আর হিকমত যার মাঝে আহকাম সমূহ রয়েছে তা নাজিল করেছি। আহকাম ও গায়েবের যা কিছু আছে তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছি।" (তাফসিরে জালালাইন, সূরা নিসার ১১৩ নং আয়াতের তাফসিরে)

অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের সকলের ইলমকে আল্লাহ তা'য়ালা '**قَلِيلاً** কালিলান বা সামান্য' বলেছেন, আর আল্লাহর হাবীব রাসূলে পাক (ﷺ) এর ইলম মুবারক কে **ما** (মা) শব্দ ব্যবহার করে সৃষ্টি জগতের তুলনায় অসীম বলেছেন। (সুবহানাল্লাহ)

দ্বিতীয়ত, গোটা সৃষ্টি জগতের সকলের ইলমের দিকে ইশারা করে আল্লাহ তা'য়ালা '**قَلِيلاً** কালিলান বা সামান্য' বলেছেন, কিন্তু রাসূলে পাক (ﷺ) এর প্রতি আল্লাহ পাকের মহিমা বা করুনা বুঝিয়েছেন **عَظِيماً** শব্দ দ্বারা। (সুবহানাল্লাহ)

তৃতীয়ত, প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর চরিত্র মুবারকের বিষয় আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন: **وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ**-"আর আপনার মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" (সূরা নামল: ৪ নং আয়াত)

সৃষ্টি জগতে সকলের ইলমকে '**قَلِيلاً** কালিলান বা সামান্য' বলেছেন, আর রাসূলে পাক (ﷺ) এর পবিত্র চরিত্র মুবারক কে **عَظِيمٍ** বলা হয়েছে। (সুবহানাল্লাহ)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর শানে ইরশাদ করেন,

وَكانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً -"আপনার উপর আপনার প্রভূর বিশাল মহিমা।" (সূরা নিসা: ১১৩নং আয়াত)

এখানেও প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর উপর আল্লাহ তা'য়ালার মহিমা বা করুনা বুঝিয়েছেন **عَظِيماً** শব্দ দ্বারা। (সুবহানাল্লাহ)

সৃষ্টি জগতে রাসূলে পাক (ﷺ) এর বিষয়টি তুলনাহীন। সৃষ্টি জগতের বে'মেছাল মানব ও নবী, রাহমাতুল্লিল আলামিন, হযরত রাসূলে করিম (ﷺ) কে আল্লাহ পাক আ'তায়ী দানকৃত **الْغَيْب** 'ইলমে গায়েব' দান করেছেন। তার সীমানা কতটুকু ইহা আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন। (সুবহানাল্লাহ)

'গায়েব' الْغَيْب এর অর্থ

গায়েব (**الْغَيْب**) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে: অদৃশ্য, অনপুস্থিতি, অন্তর্ধান। এর পারিভাষিক অর্থ প্রসঙ্গে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রঃ), আল্লামা কাজী নাছিরুদ্দিন

বায়জাবী (রঃ) ও ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ)সহ জমহুর আইম্মায়ে কেরাম বলেছেন,

وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ الْغَيْبَ هُوَ الَّذِي يَكُونُ غَائِبًا عَنِ الْحَاسَّةِ

-"অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কেরাম এর বক্তব্য হল, নিশ্চয় গায়েব হচ্ছে এমন বিষয় যা ইন্দ্রিয় সমূহ হতে অদৃশ্য।"[২]

এ সম্পর্কে আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রঃ) তদীয় তাফসিরে বলেন,

وهو ما غاب عن الحس والعقل

-"আর 'গায়েব' হচ্ছে যা ইন্দ্রিয় সমূহ ও আকল দ্বারা অনুধাবন করা যায়না।"[৩]

অর্থাৎ মানুষের ইন্দ্রিয় হচ্ছে ৫টি। যথা ১. নাক, ২. কান, ৩. চোখ, ৪. জিহ্বা এবং ৫. তক্ব।

এই পাঁচটি ইন্দ্রিয় ও আকল দ্বারা যা অনুধাবণ করা যায় না তাকেই বলা হয় 'গায়েব'। অর্থাৎ যা স্বীয় অবস্থান থেকে চোখে দেখা যায় না, যার ঘ্রাণ স্বীয় অবস্থান থেকে সংগ্রহ করা যায় না, যার কথার আওয়াজ স্বীয় অবস্থান থেকে শোনা যায় না, যার স্বাদ স্বীয় অবস্থান থেকে গ্রহণ করা যায় না; যার অনুভূতি স্বীয় অবস্থান থেকে অনুভব করা যায় না, তাকেই বলা হয় **الْغَيْب** 'গায়েব'। এজন্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে সবচেয়ে বড় গায়েব বলা হয়।

গায়েবের প্রকারভেদ

গায়েব এর প্রকারভেদ সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম অভিমত হচ্ছে, **إِنَّ الْغَيْب الْغَيْب قسمان** অর্থাৎ নিশ্চয় গায়েব ২ প্রকার। যথা: গায়েবে জাতি এবং গায়েবে আ'তায়ী। যেমন এ সম্পর্কে আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী হানাফী (রঃ) {ওফাত ১১২৭ হিজরী} তদীয় কিতাবে বলেন:

وهو قسمان قسم لا دليل عليه.... وقسم نصب عليه دليل

-"আর ইহা (গায়েব) ২ প্রকার, এক প্রকারের যুক্তি-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।..... আরেক প্রকারের কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই।"[৪]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রহঃ){ওফাত ৬০৬ হিজরী} বলেন:

هَذَا الْغَيْبُ يَنْقَسِمُ إِلَى مَا عَلَيْهِ دَلِيلٌ، وَإِلَى مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ.

-"গায়েবের এক প্রকারের যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে, আরেক প্রকারের কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই।"[৫]

---

২. তাফসিরে কাবীর, ২য় খণ্ড, ৩১ পৃ:;

৩. তাফসিরে রুহুল বয়ান, ১ম খণ্ড, ৩২ পৃ:;

৪. তাফসিরে রুহুল বয়ান, ১ম খণ্ড, ৩২ পৃ:;

৫. তাফসিরে কাবীর, ২য় খণ্ড, ৩১ পৃ:;

সুতরাং যে প্রকারের গায়েব এর যুক্তি-প্রমাণ বিদ্যমান নেই ঐ ধরণের গায়েবকে বলা হয় 'গায়েবে জাতি' যা আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া কেউ জ্ঞাত নন। আর যে গায়েব এর যুক্তি-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে তাকে বলা হয় 'গায়েবে আ'তায়ী'। এই ধরণের গায়েব আল্লাহ পাক যাকে খুশি তাকে দান করেন। যে ধরণের গায়েব আল্লাহ ছাড়া কেউ জ্ঞাত নন, তথা 'গায়েবে জাতি' সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে যেসব আয়াত উল্লেখ হয়েছে সে গুলো হল:

وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ- "আমি গায়েব জানি না।" অথবা

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ......- "যদি আমি গায়েব জানতাম.....।" অথবা **وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ**- "আর তারই কাছে রয়েছে গায়েবের চাবি কাঠি, তিনি ছাড়া ইহা কেউ জানেন না।" অথবা

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ

-"বলুন! আসমান ও জমীনের গায়েব আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না।" আর যে সকল 'গায়েব' নবী করিম (ﷺ) কে জানানো হয়েছে, সে সম্পর্কেও পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ আছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী অংশে আসছে। (ইনশাআল্লাহ)

পবিত্র কোরআনের একাধিক স্থানে রাসূলে পাক (ﷺ) এর ইলমে গায়েব এর কথা স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর সীমানা কতটুকু শভ আল্লাহ পাক ছাড়া কেউ জানে না। যেমন নিচের দলিল গুলো লক্ষ্য করুন।

আল্লাহর মনোনিত রাসূলকে গায়েব জানানো হয়েছে

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মনোনিত রাসূলগণকে ইলমে গায়েব জানান। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে একাধিক আয়াত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেছেন:

عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ

-"তিনি 'আলিমুল গায়েব' আর তিনি (আল্লাহ) গায়েব কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তবে তার মনোনিত রাসূলগণের কাছে গায়েব প্রকাশ করেন।" (সূরা জ্বিন: ২৬-২৭ নং আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা সরাসরি প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'য়ালা তার মনোনিত রাসূলগণের কাছে ইলমে গায়েব প্রকাশ করেছেন। এখানে **رَسُولٍ** (রাসূল) শব্দটি নাকেরা। সুতরাং সকল মনোনিত সকল রাসূলগণ এর আওতায় আসবে।

আমাদের নবী (ﷺ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই এরশাদ করেন, **وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ** -"আর আপনি রাসূলগণের একজন।" (সূরা বাকারা: ২৫২ ও সূরা ইয়াছিন: ৩ নং আয়াত)

শুধু তাই নয়, আল্লাহর হাবীব আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ) হচ্ছেন **سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ** (ছায়্যিদুল মুরছালিন) অর্থাৎ, সকল রাসূলগণেরও সর্দার। সুতরাং তিনি গায়েব জানবেন না-তো আর কে জানবেন?

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতের তাফসিরে 'আল্লামা আলাউদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম (রঃ)' {ওফাত ৭৪১ হি.} ও মহিউস সুন্নাহ ইমাম বাগভী (রঃ) ওফাত ৫১৬ হিজরী তদীয় স্ব স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

من يصطفيه لرسالته ونبوته فيظهره على ما يشاء من الغيب

-"যাকে আল্লাহ পাক রেছালত ও নবুয়াত দ্বারা মনোনিত করেছেন তাদের মধ্যে যাকে খুশি ইলমে গায়েব প্রকাশ করেন।"[৬]

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুফাস্‌সির, আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী হানাফী (রঃ) {ওফাত ১১২৭} বলেছেন-

قال ابن الشيخ انه تعالى لا يطلع على الغيب الذي يختص به علمه الا المرتضى الذي يكون رسولا وما لا يختص به يطلع عليه غير الرسول

-"ইবনে শায়েখ (রঃ) বলেন: আল্লাহর মনোনিত ব্যতীত কারো কাছে খাছ ইলমে গায়েব প্রকাশ করেন না, যাদের কাছে প্রকাশ করেন তাঁরা হলেন মনোনিত রাসূলগণ। রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কেউ খাছ ইলমে গায়েব জানেন না।"[৭]

এ বিষয়ে ইমাম কুরতবী (রঃ) {ওফাত ৬৭১ হিজরী} বলেন,

فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً. إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يُظْهِرُهُ على ما يشاء من غيبه،

-"আল্লাহ কারো কাছে গায়েব প্রকাশ করেন না, তবে তাঁর মনোনিত রাসূল ব্যতীত। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে খুশি ইলমে গায়েব প্রকাশ করে থাকেন।"[৮]

এ সম্পর্কে আল্লামা আবু জাফর ইবনে জারির আত-তাবারী (রঃ) {ওফাত ৩১০ হিজরী} ও ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রঃ) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন,

حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، **عَنْ قَتَادَةَ {إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} فَإِنَّهُ يُظْهِرُهُ مِنَ الْغَيْبِ عَلَى مَا شَاءَ إِذَا ارْتَضَاهُ**

-"হযরত কাতাদা (রহঃ)হতে বর্ণিত, "তবে মনোনিত রাসূলগণ ব্যতীত" অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর মনোনিত যাকে খুশি তার কাছে ইলমে গায়েব প্রকাশ করে থাকেন।"[৯]

---

৬. তাফসিরে খাযেন, ৪র্থ খণ্ড, ৩৫৩ পৃ:; তাফসিরে বাগবী, ৫ম খণ্ড, ২৮৮;

৭. তাফসিরে রুহুল বয়ান, ১০ম খণ্ড ২৩৩ পৃ.

৮. তাফসিরে কুরতবী, ১৯তম খণ্ড, ২২ পৃ.

৯. তাফসিরে তাবারী, ২৯তম খণ্ড, ১২৮ পৃ:; তাফসিরে দুররুল মানসুর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৭৩;

এ সম্পর্কে আল্লামা আবু জাফর ইবনে জারির আত-তাবারী (রঃ) {ওফাত ৩১০ হিজরী} তদীয় কিতাবে আরো উল্লেখ করেন,

حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ:**قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: {فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} قَالَ: يُنْزِلُ مِنْ غَيْبِهِ مَا شَاءَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ**

-"হযরত ইবনে জায়েদ (রঃ) বলেন: 'আল্লাহ কারো কাছে গায়েব প্রকাশ করেন না, তবে তাঁর মনোনিত রাসূল ব্যতীত"। ইবনে জায়েদ (রঃ) বলেন, নবীদের মধ্যে যাকে খুশি তার কাছে ইলমে গায়েব প্রেরণ করেন।"[১০]

অতএব, পবিত্র কোরআনের আয়াত ও প্রসিদ্ধ তাফছির দ্বারা স্পষ্ট জানা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা মনোনিত রাসূলগণকে 'ইলমে গায়েব' দান করেন। আর আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর আকিদাও এই যে, আল্লাহর নবী (ﷺ) কে ইলমে গায়েব দান করা হয়েছে। ইহাও আল্লাহ পাকের একটি অপার মহিমা।

রাসূলগণের যাকে খুশি তাকে আল্লাহ পাক গায়েব জানান

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিতে আল্লাহ পাক তাঁর নবী-রাসূলগণকে ইলমে গায়েব দান করেছেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে একাধিক আয়াত রয়েছে। যেমন পবিত্র কোরআনের আরেকটি আয়াত লক্ষ্য করুন,

وَما كانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ

-"ইহা আল্লাহর শান নয় যে, তিনি তোমাদেরকে ইলমে গায়েব দান করবেন, তবে হ্যাঁ! রাসূলগণের মধ্যে যাকে খুশি তাকে ইলমে গায়েব দান করেন।" (সূরা আলে ইমরান: ১৭৯ নং আয়াত)

এই আয়াতের তাফসিরে 'আল্লামা আলাউদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম (রঃ)' {ওফাত ৭৪১ হি.} তদীয় তাফসিরের কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

يعني إلا من يصطفيه لرسالته ونبوته فيظهره على ما يشاء من الغيب

-"এর অর্থ হচ্ছে, যাকে রেসালত ও নবুয়াত দ্বারা মনোনিত করেছেন তাঁর কাছে যতটুকু খুশি গায়েব প্রকাশ করেন।"[১১]

এই আয়াতের তাফছির প্রসঙ্গে কাজী নাছিরুদ্দিন বায়জাবী (রঃ) {ওফাত ৬৮৫ হিজরী} তদীয় কিতাবে বলেন,

ولكن الله يجتبي لرسالته من يشاء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات،

-"কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা যাকে রিসালাত দ্বারা মনোনিত করেছেন তাঁদের যাকে খুশি ওহী কিংবা খবরের মাধ্যমে কিছু গায়েব দান করেন।"[১২]

---

১০. তাফসিরে তাবারী, ২৯তম খণ্ড, ১২৮ পৃ:

১১. তাফসিরে খাজেন, ৪র্থ খণ্ড, ৩৫৩ পৃ:;

আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ) {ওফাত ৬০৬ হি.} বলেন:

فَأَمَّا مَعْرِفَةُ ذٰلِكَ عَلَى سَبِيلِ الِاطِّلَاعِ مِنَ الْغَيْبِ فَهُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْأَنْبِيَاءِ،

-"আল্লাহ প্রদত্ত্ব ওহী ও ইলহাম দ্বারা গায়েব জেনে নেওয়া নবীগণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।"[১৩]

হাফিজুল হাদিস, আল্লামা ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রঃ) {ওফাত ৯১১ হি.} তদীয় কিতাবে বলেছেন,

وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِي يَخْتَار مِنْ رُسُله مَنْ يَشَاء فَيُطْلِعهُ عَلَى غَيْبه

-"আল্লাহ তা'য়ালা রাসূলগণের মধ্যে যাদেরকে রিসালত দ্বারা মনোনিত করেছেন তাঁদের যাকে খুশি ইলমে গায়েব দান করেন।"[১৪]

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুফাস্‌সির, আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী হানাফী (রঃ) {ওফাত ১১২৭ হি.} বলেছেন,

وما لا يختص به يطلع عليه غير الرسول اما بتوسط الأنبياء....

-"কেননা রাসূল (ﷺ) মাধ্যম ব্যতীত অথবা নবীগণের মাধ্যম ব্যতীত কেউ গোপন রহস্যাদী অবগত হতে পারে না।"[১৫]

অতএব, পবিত্র কোরআন ও প্রসিদ্ধ তাফসিরের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানা গেল আল্লাহ পাক তাঁর মনোনিত রাসূলগণের যাকে খুশি তাঁকে 'ইলমে গায়েব' দান করেন। ইহা'ই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর আকিদা। যারা বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) গায়েব জানেনা তাদের দাবী পবিত্র কোরআন অনুযায়ী ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হল।

'নবীজিকে জানানোর পূর্বে গায়েব ছিল না' এই কথার ব্যাখ্যা কেউ কেউ কেউ বলে থাকেন, আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (ﷺ) কে গায়েব জানানোর পূর্বে ইহা **الْغَيْبُ** 'গায়েব' ছিল, কিন্তু রাসূল (ﷺ) কে জানানোর পরে এটি আর 'গায়েব' থাকেনি।

আমি বলবো, তাদের এরূপ ধারণাও ভুল ও ভ্রান্ত। কেননা তারা **الْغَيْبُ** 'গায়েব' এর সংজ্ঞা'ই বুঝে না। কারণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাহিরে যা কিছু আছে তা জানতে পারাকে'ই বলা হয় 'ইলমে গায়েব'। যেমন- হযরত ইউসুফ (আঃ) এর ঘটনা পৃথিবীতেই কোন এক সময় প্রকাশ্যে ঘটেছে বা পৃথিবীতে জাহের বা প্রকাশিত হয়েছে। আর সেই ঘটনাকে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে প্রকাশিত হওয়ার পরেও

---

১২. তাফসিরে বায়জাবী, ১ম খণ্ড, ২৪৭; তাফসিরে রুহুল বয়ান, ২য় খণ্ড, ১৫৪ পৃ:;

১৩. তাফসিরে কাবীর, ৯ম খণ্ড, ৯৬ পৃ:;

১৪. তাফসিরে জালালাইন;

১৫. তাফসিরে রুহুল বয়ান , ১০ম খণ্ড, ২৩৩ পৃ:;

الْغَيْبُ 'গায়েব' এর অন্তর্ভূক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ-"এ কিছু অদৃশ্যের (গায়েবের) সংবাদ, যা আপনার প্রতি ওহী করেছি।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত নং-১০২)

এমনকি বিবি মরিয়ম (আঃ) এর ঘটনাও তৎকালে সকলের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু আমাদের জন্য ইহা পৃথিবীতে প্রকাশিত হওয়ার পরেও 'গায়েব' এর অন্তর্ভূক্ত। কেননা মহান আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন,

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ-"এ কিছু অদৃশ্যের (গায়েবের) সংবাদ, যা আপনার প্রতি ওহী করেছি।" (সূরা আলে-ইমরান: ৪৪ নং আয়াত)

এমনকি হযরত নূহ (আঃ) এর ঘটনাও ঐ সময় পৃথিবীতে সকলের কাছে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু আমাদের কাছে ঐ ঘটনা 'গায়েব' এর অন্তর্ভূক্ত। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন, **تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا** -"ইহা গায়েবের সংবাদ যা আপনার কাছে ওহী করা হচ্ছে।" (সূরা হুদ: ৪৯ নং আয়াত)

লক্ষ্য করুন! পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষের কাছে প্রকাশিত হওয়ার পরেও ঐ ঘটনাকে আল্লাহ পাক আমাদের জন্য 'গায়েব' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাহলে শুধু রাসূল (ﷺ) এর কাছে প্রকাশ করলে ইহা গায়েব থাকবেনা কেন? অতএব, যা কিছু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরে রয়েছে তা সবই **الْغَيْبُ** 'ইলমে গায়েব' এর অন্তর্ভূক্ত।

প্রিয় নবীজি (ﷺ) কে সকল অজানা বিদ্যা জানিয়েছেন

আল্লাহ পাক তিনার হাবীব আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ) কে সৃষ্টি জগতের তুলনায় অফুরন্ত ইলিম দান করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন,

وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

-"আমি আপনার উপর কিতাব ও ইহা বুঝার গভীর জ্ঞান দান করেছি, আর আপনার যা অজানা ছিল তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছি।" (সূরা নিছা, আয়াত নং-১১৩)

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে **مَا** (মা) শব্দটি হচ্ছে **عَامُ** (আম) বা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীবকে এমন ব্যাপক ইলিম দান করেছেন যে তার অনির্দিষ্টতার সীমানা বুঝানোর জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা **مَا** (মা) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর সীমানা মহান আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এই আয়াতের তাফসিরে হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ) {ওফাত ৬০৬ হি.} তদীয় কিতাবে বলেন:

أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَطْلَعَكَ عَلَى أَسْرَارِهِمَا وَأَوْقَفَكَ عَلَى حَقَائِقِهِمَا

-"আল্লাহ পাক আপনার উপর কোরআন ও হিকমত নাজিল করেছেন এবং উহাদের গুপ্তভেদ সমূহ উদ্ভাসিত করেছেন এবং উহাদের হাকিকত সমূহ আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন।"[১৬]

এই আয়াতের তাফসিরে আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি হানাফী নক্সবন্দী (রঃ) ওফাত ১২২৫ হিজরী বলেছেন,

وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ اى القران وَالْحِكْمَةَ اى العلوم الحقة بالوحى الغير المتلوّ وَعَلَّمَكَ العلوم بالاسرار والمغيبات

-"আপনার উপর কিতাব নাজিল করেছেন অর্থাৎ কোরআন নাজিল করেছেন, হিকমত দান করেছেন অর্থাৎ মূল ইলম যা ওহীয়ে গাইরে মাতলূ। আর আপনাকে বাতেনী ইলম ও গায়েব শিক্ষা দান করেছেন।"[১৭]

হাফিজুল হাদিস, ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেছেন,

(وأنزل الله عليك الكتاب) القرآن (والحكمة) ما فيه من الاحكام (وعلمك ما لم تكن تعلم) من الاحكام والغيب

-"আপনার উপর কিতাব তথা কোরআন নাজিল করেছি, আর হিকমত যার মাঝে আহকাম সমূহ রয়েছে তা নাজিল করেছি। আহকাম ও গায়েবের যা কিছু আছে তা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছি।"[১৮]

যেমন এই আয়াতের তাফসিরে 'আল্লামা আলাউদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম (রঃ)' {ওফাত ৭৪১ হি.} তদীয় কিতাবে উল্লেখ আছে,

علمك من علم الغيب ما لم تكن تعلم وقيل معناه وعلمك من خفيات الأمور وأطلعك على ضمائر القلوب وعلمك من أحوال المنافقين وكيدهم

-"আপনাকে **ইলমে গায়েব** এর অন্তর্ভূক্ত সকল কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনার অজানা ছিল। কেউ কেউ বলেন: আপনাকে গোপন রহস্য ও অন্তরে লুকাইত বিষয় সমূহ এবং মোনাফেকদের ধোকাবাজী ও ভাওতাবাজী সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।"[১৯]

দেখুন আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে ইলমে গায়েব ও অন্তরের লুকাইত বিষয় সমূহ পর্যন্ত জানিয়েছেন। এমনকি মোনাফেকদের গোপন ধোঁকাবাজী সম্পর্কেও

---

১৬. তাফসিরে কাবীর, ১১তম খণ্ড, ২১৭ পৃ:;
১৭. তাফসিরে মাজহারী, ২য় খণ্ড, ২৩৪ পৃ:;
১৮. তাফসিরে জালালাইন;
১৯. তাফসিরে খাজেন, ১ম খণ্ড, ৪২৬ পৃ:;

জানিয়েছেন (সুবহানাল্লাহ)। এ সম্পর্কে আল্লামা আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ আন-নাসাফী (রঃ) {ওফাত ৭১০ হি.} তদীয় তাফসিরে বলেন,

من أمور الدين والشرائع أو من خفيات الأمور وضمائر القلوب

-"দ্বীন-শরিয়তের বিষয় সমূহ, গোপনীয় বিষয়াদী ও মানুষের অন্তরে লুকাইত বিষয় সমূহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছি।"[২০]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক তার হাবীবকে কত প্রকার ও কত গভীর ইলম দান করেছেন। এর পরেও যারা রাসূলে পাকের ইলম নিয়ে সমালোচনা করবে এরা ওহাবীদের দালাল বৈ কিছুই নয়।

কোরআনের জাহেরী ও বাতেনী বিদ্যা নবীজি (ﷺ) জানতেন

পবিত্র কোরআনের প্রতিটি আয়াতে ২ প্রকার বিদ্যা রয়েছে। একটি হল জাহেরী বিদ্যা আরেকটি হল বাতেনী বিদ্যা বা ইলমে গায়েব। যেমন এ মর্মে ছহীহ্ হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، **عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, পবিত্র কোরআন সাত হরফে নাজিল করা হয়েছে, আর ইহার প্রত্যেকটি আয়াতের জাহেরী ও বাতেনী দিক রয়েছে।"[২১]

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম নূরুদ্দিন হায়ছামী (রঃ) বলেন:

وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا ثِقَاتٌ. -"এর একটি সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত।"[২২]

অতঃপর তিনি এই হাদিস সম্পর্কে অন্যত্র আরো বলেন:

فَرِجَالُ الْبَزَّارِ أَيْضًا ثِقَاتٌ. -"আর মুসনাদে বায্যার এর রাবীগণ অনুরূপ বিশ্বস্ত।"[২৩]

---

২০. তাফসিরে মাদারেক, ১ম খণ্ড, ২৯১ পৃ:;

২১. ইমাম তাহাবী: শরহে মুশকিলুল আছার, হাদিস নং ৩০৭৭ ও ৩০৯৫; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৭৫; মুসনাদু বাজ্জার, হাদিস নং ২০৮১; ইমাম বাগভী: মাসাবিহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, ৪১ পৃ: হাদিস নং ১৭৩; ইমাম তাবারানী তাঁর আওছাতে, হাদিস নং ৭৭৩; মিশকাত শরীফ, ৩৫ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মিশকাত, ১ম খণ্ড, ৪৫০ পৃ:; ইমাম সুয়ূতি: জামেউছ ছগীর, ১ম জি: ১৬৩ পৃ: হাদিস নং ২৭২৭;

২২. ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১১৫৭৯;

২৩. ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১১৫৭৯;

অতএব, আল্লাহর নবী (ﷺ) কে পবিত্র কোরআনের জাহেরী ও বাতেনী বিদ্যা স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা শিক্ষা দান করেছেন। যেমন আল্লামা আলাউদ্দিন খাজেন (রঃ) তদীয় তাফসিরে লিখেন:

فقال تعالى الرّحمن علم القرآن يعني علّم محمدا القرآن

-"আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: দয়াময় যিনি মুহাম্মাদ (ﷺ) কে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।"[২৪]

আল্লামা আবুল কাশেম বুরহানুদ্দিন কিরমানী (রঃ) ওফাত ৫০৫ হিজরী তদীয় তাফসিরে বলেন, **أي عَلَّم محمداً القرآن،** -"অর্থাৎ মুহাম্মদ (ﷺ) কে কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।"[২৫]

আল্লামা আহমদ ইবনে মুস্তফা মারাগী (রঃ) তদীয় তাফসিরে বলেন,

أي الله سبحانه علم محمدا ﷺ القرآن،

-"অর্থাৎ আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা মুহাম্মদ (ﷺ) কে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।"[২৬]

সুতরাং কোরআনের মাধ্যমে সকল জাহেরী ও বাতেনী বিদ্যা মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রিয় নবীজি (ﷺ) কে জানিয়েছেন। আর সকলেই অবগত আছেন সেই বাতেনী বিদ্যাই হচ্ছে 'ইলমে গায়েব'।

কোরআনের মাধ্যমে প্রিয় নবীজি (ﷺ) সকল কিছুই জানেন

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মধ্যেই রয়েছে পৃথিবীর সকল প্রকার বিদ্যা। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

-"এই কিতাবে (কোরআনে) কোন কিছুই বাদ পড়েনি।" (সূরা আনআম: ৩৮ নং আয়াত)।

এই আয়াতের তাফসিরে 'আল্লামা আলাউদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম (রঃ)' {ওফাত ৭৪১ হি.} তদীয় কিতাবে উল্লেখ আছে, **أن القرآن مشتمل على جميع الأحوال**-"পবিত্র কোরআন মজিদে সমস্ত অবস্থার বিবরণ রয়েছে।"[২৭] এ বিষয়ে অপর জায়গায় উল্লেখ আছে,

---

২৪. তাফসিরে খাজেন, ৪র্থ খণ্ড, ২২৫ পৃঃ;
২৫. গারাইবুত তাফছির, ২য় খণ্ড, ১১৬৭ পৃ:;
২৬. তাফসিরে মারাগী, ২৭তম খণ্ড, ১০৬ পৃ:;
২৭. তাফসিরে খাজেন, ২য় খণ্ড, ১১১ পৃ.

اى ما فرطنا فى الكتاب ذكر احد من الخلق لكن لا يبصر ذكره فى الكتاب الا المؤيدون بانوار المعرفة

-"এই কিতাবে সৃষ্টিকূলের কোন কিছুই বাদ রাখা হয়নি, কিন্তু মা'রিফাতের আলোকে মদদ পুষ্ট ব্যক্তি ছাড়া ইহা কারো দৃষ্টি গোচর হয় না।"[২৮] এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আরেক আয়াতে বলেন,

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

-"জলে-স্থলে সব কিছুই তিনি জানেন, একটি পাতাও ঝরেনা তাঁর অজ্ঞাতে, জমীনের ভিতর শস্য দানা, রসযুক্ত ও শুষ্ক বস্তুর বর্ণনা সু-স্পষ্ট কিতাবে রয়েছে।" (সূরা আনআম: ৫৯ নং আয়াত)

এ বিষয়ে অপর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

-"আর আমি আপনার উপর কিতাব নাজিল করেছি প্রত্যেক বস্তুর ব্যাখ্যা হিসেবে।" (সূরা নাহল: ৮৯ নং আয়াত)

যেমন আল্লামা আলাউদ্দিন খাজেন (রঃ) তদীয় তাফসিরে লিখেন:

فقال تعالى الرّحمن علم القرآن يعني علّم محمدا القرآن

-"আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: দয়াময় যিনি মুহাম্মাদ (ﷺ) কে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।"[২৯]

উল্লেখিত আয়াত দু'টিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সাত আসমান ও সাত জমীনের সকল কিছুর কথা সু-স্পষ্ট কিতাব তথা পবিত্র কোরআনে রয়েছে। এর মধ্যে কোন কিছুর কথা বাদ পরেনি। আর সেই কোরআন কার উপর নাজিল হয়েছে? বলুন! নবী করিম (ﷺ) কি কোরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন না? তাই আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ) কোরআনের মাধ্যমে আসমান জমীনের সকল কিছুই জানতেন। আর প্রিয় নবীজি (ﷺ) ঐ কিতাবের সকল বিদ্যা জানতেন এবং জগৎবাসীকে ঐ বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। অতএব, সৃষ্টি জগতের সকল কিছুর হাকিকত ও গোপনীয় দিক আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে বাতেনীভাবে বর্ণনা করেছেন। এক কথায় আসমান ও জমীনের সকল ইলমে গায়েব পবিত্র কোরআনের মধ্যে রয়েছে।

আসমান জমীনের সকল গায়েব প্রিয় নবীজি (ﷺ) জানেন

২৮. তাফসিরে আরাইছুল বয়ান

২৯. তাফসিরে খাজেন, ৪র্থ খণ্ড, ২২৫ পৃঃ;

আল্লাহর হাবীব রাসূলে পাক (ﷺ) পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে আসমান ও জমীনের গায়েব জানেন। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন,

وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ

-"আসমান ও জমীনের সকল ইলমে গায়েব এই সু-স্পষ্ট কিতাব-এ রয়েছে।" (সূরা নামল, আয়াত ৭৫)

সুতরাং আসমান-জমীনের সকল ইলমে গায়েব আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর পবিত্র কোরআনে রেখেছেন। আর সকলেই অবগত আছে সেই কোরআন নবী করিম (ﷺ) কে শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা। যেমন অপর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন:

الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ

-"তিনি দয়াময়, যিনি আপনাকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, ইনছান সৃষ্টি করেছেন ও আপনাকে বয়ান শিক্ষা দিয়েছেন।" (সূরা আর রহমান: ১-৪ নং আয়াত)

এই আয়াতের তাফসিরে 'আল্লামা আলাউদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম (রঃ)' {ওফাত ৭৪১ হি.} তদীয় তাফসিরের কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

فقال تعالى الرّحمن علم القرآن يعني علّم محمدا القرآن

-"আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: দয়াময় যিনি মুহাম্মাদ (ﷺ) কে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।"[৩০]

আল্লামা আবুল কাশেম বুরহানুদ্দিন কিরমানী (রঃ) ওফাত ৫০৫ হিজরী তদীয় তাফসিরে বলেন, أي علّم محمداً القرآن، -"অর্থাৎ মুহাম্মদ (ﷺ) কে কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।"[৩১]

আল্লামা আহমদ ইবনে মুস্তফা মারাগী (রঃ) তদীয় তাফসিরে বলেন,

أي الله سبحانه علم محمدا ﷺ القرآن،

-"অর্থাৎ আল্লাহু সুবহানাহু মুহাম্মদ (ﷺ) কে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।"[৩২]

আর সেই আসমান জমীনের গায়েব সম্বলীত কোরআন স্বয়ং দয়াল নবীজি (ﷺ) মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন:

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ -"আর তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন।" (সূরা বাকারা: ১২৯ নং আয়াত)

অতএব, প্রিয় নবীজি (ﷺ) কোরআনের সকল বিদ্যা জানতেন এবং ঐ অনুযায়ী সকল মানুষকে শিক্ষা দিতেন। সুতরাং পবিত্র কোরআনের আয়াত থেকেই স্পষ্ট

৩০. তাফসিরে খাজেন, ৪র্থ খণ্ড, ২২৫ পৃঃ;
৩১. গারাইবুত তাফসির, ২য় খণ্ড, ১১৬৭ পৃ:;
৩২. তাফসিরে মারাগী, ২৭তম খণ্ড, ১০৬ পৃ:;

প্রমাণিত হল, যে কোরআনে আসমান-জমীনের সকল বাতেনী বিদ্যা ও ইলমে গায়েব রয়েছে। সেই কোরআন স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা (ﷺ) কে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই প্রিয় নবীজি (ﷺ) আল্লাহর শিক্ষা দেওয়া মোতাবেক আসমান ও জমীনের সকল বাতেনী বিদ্যা ও ইলমে গায়েব অর্জন করেছেন।

প্রিয় নবীজি (ﷺ) অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যত জানতেন

আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (ﷺ) অতীত-বর্তমান সকল জ্ঞান জানতেন। স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজেই ইহা প্রিয় হাবীবকে জানিয়েছেন। যেমন নিচের দলিল গুলো লক্ষ্য করুন,

خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ-"মানুষ সৃষ্টি করলেন ও বয়ান শিক্ষা দিলেন।" (সূরা আর-রহমান, ৩-৪ নং আয়াত)

সূরা আর রহমানের ৩য় ও ৪র্থ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম খাজেন (রঃ) ও ইমাম বাগভী (রঃ) স্ব স্ব তাফসিরে বলেন,

خَلَقَ الْإِنْسَانَ يَعْنِي: مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ يَعْنِي بَيَانَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ

-"এখানে 'ইনছান' দ্বারা অর্থ হল হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এবং 'বয়ান' দ্বারা অর্থ হচ্ছে অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান।"[৩৩]

এই আয়াতের তাফসিরে আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম ছালাভী (রঃ) ওফাত ৪২৭ হিজরী তদীয় তাফসিরে বলেন,

عَلَّمَهُ الْبَيانَ يعني بيان ما كان وما يكون لأنه كان يبيّن عن الأولين والآخرين وعن يوم الدين.

-"তাকে বয়ান শিক্ষা দিলেন' অর্থাৎ অতীতে যা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু হবে ঐসব বয়ান শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা নবী পাক (ﷺ) আওয়াল আখের ও শেষ দিন পর্যন্ত সকল কিছুই বয়ান করতেন।"[৩৪]

আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রঃ) তদীয় তাফসিরে বলেন,

خلق الإنسان يعنى محمدا ﷺ علمه البيان يعنى القران فيه بيان ما كان وما يكون من الأزل الى الابد

---

৩৩. তাফসিরে খাজেন, ৪র্থ খণ্ড, ২২৫ পৃ:; তাফসিরে হুছাইনী; তাফসিরে মায়ালিমুত তানযিল, ৫ম খণ্ড, ১৬৮ পৃ.

৩৪. আল কাশফু ওয়াল বায়ান আন তাফসিরিল কোরআন, ৯ম খণ্ড, ১৭৭ পৃ:;

-“মানুষ সৃষ্টি করলেন’ অর্থাৎ মুহাম্মদ (ﷺ) কে সৃষ্টি করলেন। তাঁকে বয়ান শিক্ষা দিলেন অর্থাৎ কোরআন শিক্ষা দিলেন, যার মধ্যে অতীত ও ভবিষ্যতের তথা রোজে আযল থেকে শেষ পর্যন্ত জ্ঞান রয়েছে।”[৩৫]

ইমাম কুরতবী (রঃ) তদীয় তাফসিরে উল্লেখ করেন,

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا وَابْنِ كَيْسَانَ: الْإِنْسَانُ هَاهُنَا يُرَادُ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْبَيَانُ بَيَانُ الْحَلَالِ مِنَ الْحَرَامِ، وَالْهُدَى مِنَ الضَّلَالِ. وَقِيلَ: مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، لِأَنَّهُ بَيَّنَ عَنِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَيَوْمِ الدِّينِ.

-“হযরত ইবনেআব্বাস (রাঃ) ও ইবনে কাইছান (রঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, এখানে ইনছান দ্বারা অর্থ হল মুহাম্মাদ (ﷺ)। আর বয়ান হল হালাল, হারাম, হেদায়েত ও গোমরাহীর জ্ঞান। কেউ কেউ বলেন, বয়ান হল যা অতীত হয়েছে ও যা ভবিষ্যতে সংঘঠিত হবে ঐ সকল জ্ঞান।”[৩৬]

এজন্যেই জঙ্গলের বাঘ প্রিয় নবীজি রাসূলে করিম (ﷺ) সম্পর্কে বলেছিল:

يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَى وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ بعدكم

-“তিনি তোমাদের মাঝে যা যা অতীত কালে হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে সব বলে দিতেছেন।”[৩৭] সনদ ছহীহ্।

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হায়ছামী (রঃ) বলেন: **وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ**-“এর সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত।”[৩৮]

অতএব, আল্লাহর হাবীব হযরত রাসূলে পাক (ﷺ) অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের সকল বিদ্যা অবগত আছে। এমনকি সাত আসমান ও জমীনের সকল ইলমে গায়েব তিনি পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে অবগত ছিলেন, যা স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাই তাঁকে শিক্ষা দান করেছেন (সুবহানাল্লাহ)।

প্রিয় নবীজি (ﷺ) গায়েব প্রকাশে কৃপণ নন

প্রিয় নবীজি রাসূলে আকরাম (ﷺ) এঁর ইলমে গায়েব প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন,

---

৩৫. তাফসিরে মাযহারী, ৯ম খণ্ড, ১৪৫ পৃ.

৩৬. তাফসিরে কুরতবী, ১৭তম খণ্ড, ১৫২ পৃ.

৩৭. জামেউ মা'মার ইবনে রাশিদ, হাদিস নং ২০৮০৮; ইমাম বাগভীঃ শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৪২৮২; মিশকাত শরীফ, ৫৪১ পৃঃ; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৮০৪৯; ইবনে কাছিরঃ আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খণ্ড, ৩১৯ পৃঃ; ইমাম হায়ছামীঃ মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১৪০৮৩;

৩৮. ইমাম হায়ছামীঃ মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১৪০৮৩;

وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ-"আর তিনি গায়েব প্রকাশ করতে কৃপণতা করেন না।" (সূরা তাকবীরঃ ২৩ নং আয়াত)
পবিত্র কোরআনের এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আল্লাহর নবী (ﷺ) এর কাছে গায়েবী ইলিম আসত এবং তিনি ইহা মানুষের কাছে প্রকাশ করতে কৃপণতা করতেন না। যেমন এই আয়াতের তাফসিরে 'আল্লামা আলাউদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম (রঃ)' {ওফাত ৭৪১ হি.} তদীয় কিতাবে উল্লেখ আছে,

إنه يأتيه علم الغيب، ولا يبخل به عليكم، ويخبركم به

-"নিশ্চয় নবী পাক (ﷺ) এর নিকট ইলমে গায়েব আসে এবং তিনি তোমাদের কাছে সংবাদ পেশ করতে কৃপণতা করেন না।"[৩৯]
অপর জায়গায় ইমাম আবু মুহাম্মদ হুছাইন ইবনে মাসউদ বাগভী (রঃ) {ওফাত ৫১৬ হি.} বলেনঃ

إِنَّهُ يَأْتِيهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَبْخَلُ بِهِ عَلَيْكُمْ بَلْ يُعَلِّمُكُمْ وَيُخْبِرُكُمْ بِهِ،

-"নিশ্চয় নবী করিম (ﷺ) নিকট ইলমে গায়েব আসে, আর তিনি তা শিক্ষা দিতে কৃপণতা করেন না।"[৪০]
সুতরাং স্বয়ং আল্লাহর তরফ থেকেই নবী পাক (ﷺ) এর নিকট ইলমে গায়েব আসে এবং প্রিয় নবীজি (ﷺ) ইহা মানুষের কাছে প্রকাশ করতে কৃপণতা করেন না। ইহাই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর আকিদা। আল্লাহ পাক যাকে খুশি ইলমে গায়েব জানাতে পারেন, যেমন জানিয়েছেন হযরত খাজা খিজির (আঃ) এর নিকট।

হযরত খিজির (আঃ) কে ইলমে গায়েব দেওয়া হয়েছেঃ

হযরত খিজির (আঃ) এর ইলমে গায়েব সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন,
آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا-"আমার পক্ষ থেকে তাঁকে বিশেষ রহমত দান করেছি এবং আমি তাঁকে (খিজিরকে) ইলমে লাদুন্নি দান করেছি।" (সূরা কাহাফঃ ৬৫ নং আয়াত)

এই আয়াতের তাফসিরে আল্লামা কাজী নাছিরুদ্দিন বায়জাবী (রহঃ){ওফাত ৬৮৫ হি.} বলেনঃ

---

৩৯. তাফসিরে খাজেন, ৪র্থ খণ্ড, ৩৯৯ পৃঃ;
৪০. তাফসিরে মাআলিমুত্তানজিল, ৫ম খণ্ড, ৩২৯ পৃঃ;

مما يختص بنا ولا يعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب- "আমি খিজির (আঃ) কে এমন কিছু শিখিয়ে দিয়েছি যা আমিই অবগত, আমি না জানালে কেউ ইহা জানতে পারেনা; আর ইহাই হল ইলমে গায়েব।"[৪১]

এ বিষয়ে রঈসুল মুফাসসিরীন ও ফকিহ্ সাহাবী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বক্তব্য হচ্ছে,

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, খিজির (আঃ) বলেছিলেনঃ তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। (ইহা বলার কারণ) তিনি ইলমে গায়েব অবগত ছিলেন।"[৪২]

এ বিষয়ে অপর তাফসিরে আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী হানাফী (রহঃ){ওফাত **১১২৭** হি.} বলেন,

هو علم الغيوب والاخبار عنها باذنه تعالى على ما ذهب اليه ابن عباس رضى الله عنهما او علم الباطن

-"ইহা ইলমে গায়েব, ইহার আল্লাহর ইচ্ছায় জানানো হয়, যেমনটি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন। অথবা ইহা ইলমে বাতেন।"[৪৩]

এই আয়াতের তাফসিরে 'আল্লামা আলাউদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম (রঃ)' {ওফাত ৭৪১ হি.} তদীয় কিতাবে উল্লেখ আছে, **أي علم الباطن إلهاما** - "ইহা ইলমে বাতেন, যা ইলহাম দ্বারা লাভ হয়।"[৪৪]

প্রিয় পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন! হযরত খাজা খিজির (আঃ) কোন নবী নন, বরং একজন নেক বান্দাহ্ ও আল্লাহর ওলী। তাঁকে যদি আল্লাহ তা'য়ালা ইলমে লাদুন্নি নামে ইলমে গায়েব দান করতে পারেন, তাহলে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে কি আল্লাহ পাক ইলমে গায়েব দান করতে পারেন না? তাই পবিত্র কোরআন এবং পূর্ব যুগের মাশাইখে এজামগণের সাথে একমত আমরাও এই আকিদা রাখি যে, আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা (ﷺ)-কে ওহীর মাধ্যমে ইলমে গায়েব দান করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনের অপর জায়গায় আছে,

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ- "এ কিছু অদৃশ্যের (গায়েবের) সংবাদ, যা আপনার প্রতি ওহী করেছি।" (সূরা আলে-ইমরানঃ ৪৪ এবং সূরা ইউছুফঃ ১০২ নং আয়াত)

---

৪১. তাফসিরে বায়জাবী, ২য় খণ্ড, ২১ পৃ:;
৪২. তাফসিরে তাবারী, ১৫তম খণ্ড, ২৭৯ পৃ:;
৪৩. তাফসিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খণ্ড, ৩০৯ পৃ:;
৪৪. তাফসিরে খাজেন, ৩য় খণ্ড, ১৭১ পৃ:;

পবিত্র কোরআনের এই আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, আল্লাহর নবী (ﷺ) কে ওহীর মাধ্যমে ইলমে গায়েব দান করেছেন। তাই ওহীর মাধ্যমে প্রিয় নবীজির ইলমে গায়েব অস্বীকার করা মূলত কোরআনকে অস্বীকার করা। আর কোরআন অস্বীকারকারী কাফের। এরূপ ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাঁর হাবীবকে ইলমে গায়েব দান করেছেন। তার সীমানা কতটুকু ইহা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। আর এর ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ مَا أَوْحى

-"অতঃপর তার বান্দার প্রতি যা ওহী করার ওহী করলেন।" (সূরা নাজম, আয়াত নং-১০)

এই আয়াতে **مَا** (মা) শব্দটি দ্বারা সীমাহীন ব্যাপকতা বুঝায়। অর্থাৎ আল্লাহ তার নবীকে ওহীর মাধ্যমে সীমাহীন জ্ঞান দান করেছেন। ইহার সীমানা কতটুকু আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

উম্মত কি খেয়েছে ও সঞ্চয় করেছে তাও নবীজি (ﷺ) জানেন

এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন,

وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ

-"আমি তোমাদেরকে বলে দিতে পারি তোমরা কি আহার করেছ এবং ঘরে কি সঞ্চয় করেছো।" (সূরা আলে-ইমরান: ৪৯ নং আয়াত)

লক্ষ্য করুন! হযরত ঈসা (আঃ) এর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাহিরে লোকেরা কি কি আহার করেছে এবং কি কি সঞ্চয় করেছে তিনি সব কিছু বলে দিতে পারেন। আর আমরা জানি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাহিরে যা আছে সবই **الْغَيْبُ** 'গায়েব' এর অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ) **الْغَيْبُ** গায়েব এর সংবাদ বলতে পারতেন। তাই বলা যায়, হযরত ঈসা (আঃ) যদি এরূপ গায়েবের খবর বলতে পারেন, তাহলে ঈসা নবীরও নবী, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (ﷺ) কেন গায়েবের খবর বলতে পারবে না?

প্রিয় নবীজিকে আওয়াল আখের ইলম দেওয়া হয়েছে

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব আমাদের প্রিয় রাসূলে পাক (ﷺ) কে আওয়াল আখেরের ইলম দান করেছেন। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُرَّةَ، **عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيُثَوِّرِ الْقُرْآنَ، فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ যাকে ইলম দেওয়ার ইচ্ছা করেন তাকে কোরআনের বাহক বানিয়ে দেন, কারণ কোরআনের মধ্যে আওয়াল ও আখেরের ইলম রয়েছে।"[৪৫]

এই হাদিস সম্পকের্ত ইমাম হায়ছামী (রঃ) বলেন:

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ أَحَدِهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.-"ইমাম তাবারানী (রঃ) একাধিক সনদে ইহা বর্ণনা করেছেন, এর একটি সনদের রাবীগণ বিশুদ্ধ।"[৪৬]

অর্থাৎ পবিত্রকোরআনের মাঝে আওয়াল আখেরের ইলম রয়েছে। এ ব্যাপারে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

عَنْ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جَمَعَ الله في هذا الكتاب عِلْمَ الأوَّلين والآخرين، وعلم ما كان، وعلم ما يكون،

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মহান আল্লাহ পাক এই কোরআনের আওয়াল ও আখেরের ইলম একত্রিত করেছেন। ঐ ইলম যা ইতোপূর্বে হয়েছে এবং যা পরবর্তীতে হবে।"[৪৭]

অতএব, পবিত্র কোরআনের সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ইলম বিদ্যমান, আর সেই কোরআনের ধারক ও বাহক হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)। স্বয়ং আল্লাহ পাক প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কোরআনের ইলম সম্পর্কে বলেন,

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ-"দয়াময় আল্লাহ যিনি আপনাকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" (সূরা আর রহমান, ১-২ নং আয়াত)

আল্লামা খাজেন (রঃ) স্বীয় তাফসিরে লিখেন:

فقال تعالى الرّحمن علم القرآن يعني علّم محمدا القرآن

-"আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, দয়াময় যিনি মুহাম্মাদ (ﷺ) কে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।"[৪৮]

সুতরাং আওয়াল ও আখেরের ইলম সমৃদ্ধ পবিত্র কোরআন প্রিয় নবীজি জানতেন, তাই তিনি ইলমুল আওয়াল ওয়াল আখেরের অধিকারী ছিলেন। ইমাম আবু

---

৪৫. ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীরে, হাদিস নং ৮৬৬৬; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ১৮০৮; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩০০১৮; ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১১৬৬৭;

৪৬. ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১১৬৬৭;

৪৭. জামেউল উছুল, ৮ম খণ্ড, ৪৬৪ পৃ: হাদিস নং ৬২৩৩; রজিন;

৪৮. তাফসিরে খাজেন, ৪র্থ খণ্ড, ২২৫ পৃঃ;

ফাতাহ শাফেয়ী (রঃ) (ওফাত ৪৯০ হিজরী) আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেন,

وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ السُّلَمِيُّ أنبا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الإِمَامُ، ثنا أبو مُحَمَّدٍ الْوَرْدُ ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ،**ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ يَقُولُ: كُنْتُ حَاجًّا فِي بَعْضِ السِّنِينَ فَأَتَيْتُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَقَدْ بَعَثَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ كِتَابًا مُسْتَقِيمًا أَعْلَمَكَ فِيهِ عِلْمَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ**

-"হযরত ইবনে আবী মারইয়াম (রঃ) বলেন, যখন কোন বছরে আমাদের কোন হাজত দেখা দিত ফলে আমরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর মসজিদে আসতাম। যখন আল্লাহর নবী (ﷺ) এর রওজা মোবারক নজরে পড়ত তখন বলতাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কদমে আমার পিতা-মাতা কুরবানী হোক। অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে সু-সংবাদ দাতা ও ভীতিপ্রদর্শন কারী রূপে প্রেরণ করেছেন। আপনার উপর আল্লাহ পাক সঠিক পথের দিশা হিসেবে কোরআন নাজিল করেছেন। আর আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন ইহাতে আওয়াল ও আখেরের ইলম।"[৪৯]

এই রেওয়ায়েত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আওয়াল ও আখেরের ইলম জানতেন আর স্বয়ং আল্লাহ পাক তাকে সেই ইলম দান করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন: **وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ** -"হাবীব আমি আপনার যা কিছু অজানা ছিল সব কিছু জানিয়ে দিয়েছি।" (সূরা নিসা: ১১৩ নং আয়াত)

ইমাম কুরতুবী (রঃ) এভাবে উল্লেখ করেন:

كَمَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلِمَ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ-"যেমনিভাবে আল্লাহর নবী (ﷺ) আওয়াল ও আখেরের ইলম অর্জন করেছেন।"[৫০] ইমাম মহিউদ্দিন তাবারী (রঃ) (ওফাত ৬৯৪ হিজরী) তিনি উল্লেখ করেছেন,

وَكَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَاتم النَّبِيين وَسيد الْمُرْسلين وَأَتَاهُ الله علم الْأَوَّلين والآخرين

---

৪৯. আমালী আবী ফাতাহ মাকদেছী, ১ম খণ্ড, ৫ পৃ:;

৫০. তাফসিরে কুরতুবী, ১৩তম খণ্ড, ৩৫২ পৃ:;

-"আল্লাহর নবী (ﷺ) ছিলেন শেষ নবী, সকল রাসূলগণের সর্দার। আল্লাহ পাক তাঁকে আওয়াল ও আখেরের ইলম দান করেছেন।"[৫১]

অতএব, আল্লাহর নবী (ﷺ) আওয়াল থেকে আখের পর্যন্ত ইলম জানতেন এটাই চূড়ান্ত কথা।

নবী نبي শব্দের ব্যাখ্যা

'নবী' (**نبي**) শব্দটি এক বচন, যার বহু বচন হল **الانبياء** (আল-আম্বিয়া)। 'নবী' (**نبي**) শব্দটি **نباء** (নুবাউন) অথবা **انباء** (আনবাউন) ধাতু থেকে আগত। যার বাংলা অর্থ হচ্ছে:

المخبر عن الغيب-"গায়েব এর সংবাদদাতা।"[৫২] অন্যান্য লুগাতের কিতাবে আছে, **والنَّبِيءُ: المُخْبِرُ عن الله تعالى**-"নবী" আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ হতে সংবাদদাতা।"[৫৩] এখানে **المُخْبِرُ** (আল মুখবির) শব্দটি **باب افعال** (বাবে ইফয়াল) থেকে **اسم فاعل** ইসমে ফায়েল তথা কর্তাবাচন শব্দ। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ প্রদানকারী। 'নবী' (**نبي**) শব্দের অর্থই হচ্ছে 'গায়েবের সংবাদ দেনে ওয়ালা'। সাধারণ অর্থে 'নবী' অর্থ 'সংবাদদাতা। তবে 'নবী' অর্থ শুধু সংবাদদাতা হবে না। কারণ শুধু সংবাদদাতাই যদি নবী হয়, তাহলে রেডিও, টেলিভিশনে ও পত্রিকার সকল সংবাদদাতা 'নবী' হয়ে যাবে (নাউজুবিল্লাহ)। যদি সংবাদদাতা বলতে ধর্মীয় সংবাদ বুজায়, তাহলে সকল ধর্মীয় আলেমগণ 'নবী' হয়ে যাবে (নাউজুবিল্লাহ)। সুতরাং 'নবী' হচ্ছে তিনি যিনি অজানা ও অদৃশ্যের সংবাদ স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে প্রদান করেছেন। তাই 'নবী' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'গায়েবের সংবাদ দাতা'।

এবার আমরা আলোচনা করব পবিত্র হাদিসের আলোকে রাসূলে করিম (ﷺ) এর **الْغَيْبُ** 'ইলমে গায়েব'। এমন অসংখ্য ছহীহ্ হাদিস রয়েছে যেগুলো দ্বারা প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর 'ইলমে গায়েব' প্রমাণিত হয়। ওহাবীরা এগুলো দেখেও দেখেনা। আমি এগুলো ধারাবাহিক আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ!

---

৫১. সিরাতে সায়্যেদুল বাশার, ১ম খণ্ড, ১০৫ পৃ:;

৫২. আল মুনজিদ;

৫৩. কামুছুল মুহীত, ৬৭ পৃ:; মুজামুল ওয়াছিত, ২য় খণ্ড, ৮৯৬ পৃ:; লিছানুল আরব, ১ম খণ্ড, ৩২০ পৃ:;

জান্নাতী/জাহান্নামীর পরিচয় ও শেষ গন্তব্য ও নবীজি জানেন

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের ঠিকানা এবং তাদের পরিচয় আল্লাহর হাবীব রাসূলে পাক (ﷺ) জানেন। যেমন ইমাম বুখারী ((রহঃ))সহ অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেন,

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رضى الله عنه يَقُولُ قَامَ فِينَا النَّبِىُّ ﷺ مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ،

-"আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর নবী (ﷺ) আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন, অতঃপর সৃষ্টির শুরু থেকে জানাতে শুরু করলেন। এমনকি কে কে জান্নাতে যাবে ও জান্নাতের কোন স্থানে থাকবেন এবং কে কে জাহান্নাতে যাবেন ও জাহান্নামের কোন স্থানে থাকবেন সব কিছুই তিনি বর্ণনা করলেন।"[৫৪]

দেখুন! আল্লাহর নবী (ﷺ) ইলমে গায়েবের অন্তর্ভূক্ত সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের অবস্থান সম্পর্কেও জানেন (সুবহানাল্লাহ)। আর ইহা'ই **الْغَيْبُ** ইলমে গায়েব যা আল্লাহ পাক প্রিয় নবীজি (ﷺ) কে দান করেছেন। এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন, ইমাম তিরমিজি ও ইমাম আহমদ (রঃ) অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ شُفَيِّ بْنِ مَاتِعٍ، **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَده كِتَابَانِ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الكتابان فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وقبائلهم ثُمَّ أجمل على آخِرهم فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاء آبَائِهِم وقبائلهم ثُمَّ أجمل على آخِرهم فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا**

---

৫৪. ছহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, ৪৫৩ পৃ: হাদিস নং ৩১৯২; মিশকাত শরীফ, ৫০৬ পৃ:; সুনানু আবী দাউদ শরীফ; মুসনাদে আহমদ, ৫ম খণ্ড, ৩৮৫ পৃ:; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৪২১৫; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মিশকাত, ১০ম খণ্ড, ৩৬৬ পৃ:; ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খণ্ড; জামেউল ফাওয়াইদ, হাদিস নং ৭১৯১; ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৯০ পৃ:; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী, ১৫তম খণ্ড, ১১০ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: এরশাদুছ ছারী, ৫ম খণ্ড, ২৫০ পৃ:; শরহে ত্বাবী, ১১তম খণ্ড, ৩৬০১ পৃ:; কাশ্মিরী: ফায়জুল বারী, ৪র্থ খণ্ড, ২৯৮ পৃ:;

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ﷺ) আমাদের কাছে বের হলেন এবং তাঁর হাঁতে দুইটি কিতাব ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান এই কিতাবদ্বয়ে কি লিখিত আছে? সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) বললেন, না ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে আপনি জানাইলে জানতে পারি। রাসূল (ﷺ) বললেন, আমার ডান হাতে যে কিতাবখানা রয়েছে তা সারা জাহানের রব আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এতে রয়েছে প্রত্যেক জান্নাতীদের নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম, তাদের গোত্র সমূহের নাম। এর মধ্যে একজনও বাড়ানো হবে না অথবা একজনও কমানো হবে না। বাম হাতের কিতাবখানিও সারা জাহানের রব আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রত্যেক জাহান্নামীদের নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম, তাদের গোত্র সমূহের নাম। এর মধ্যে একজনেরও নাম বাড়ানো হবে না কিংবা একজনেরও কমানোও হবে না।" [৫৫]

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযি (রহঃ)বলেন,

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيب

-"এ বিষয়ে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও হাদিস বর্ণিত আছে। এই হাদিস হাছান-ছহীহ্ গরীব।"[৫৬]

আহলে হাদিসদের ইমাম নাসিরুদ্দিন আলবানী 'মিশকাতুল মাসাবীহ' কিতাবের তাহকিকে এবং 'ছহীহ্ জামেউছ ছগীর ওয়া যিয়াদা' গ্রন্থে হাদিসটিকে **صَحِيحٌ** ছহীহ্ বলেছেন। **অতএব,** এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় প্রিয় নবীজি (ﷺ) সকল জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পরিচয় সবই জানতেন। এটা ইলমে গায়েব বৈ কিছুই নয়।

কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সবই নবীজি (ﷺ) জানেন

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব আমাদের প্রিয় নবীজি (ﷺ) কে অতীতে যা কিছু হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সবই অবগত করেছেন। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন, ইমাম মুসলিম (রঃ)সহ অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন:

---

৫৫. তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২১৪১; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৬৫৬৩; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ১৭ ও ১৪৬০১; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খণ্ড, ১৬৮ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: আল-কাদ্বায়ে ওয়াল ক্বাদরে, হাদিস নং ৫৭; মিশকাত শরীফ, হাদিস নং ৯৬;

৫৬. তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২১৪১;

وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، أَخْبَرَنَا عِلْبَاءُ بْنُ أَحْمَرَ **عَنْ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتْ الظُّهْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتْ الْعَصْرُ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ الى يوم القيامة**

-"হযরত আমর ইবনে আখতাব আল-আনছারী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নবী (ﷺ) আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন ও মিম্বরে আরোহন করলেন এবং বক্তব্য দেওয়া শুরু করলেন এমনকি জোহরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে নামলেন ও নামায আদায় করলেন এবং পুনরায় মিম্বরে আরোহন করলেন ও বক্তব্য দেওয়া শুরু করলেন। এমনকি আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল, ফলে তিনি নামায আদায় করলেন পুনরায় মিম্বরে আরোহন করলেন এবং বক্তব্য দেওয়া শুরু করলেন, এমনকি সূর্য অস্ত চলে গেল। ফলে আল্লাহর নবী (ﷺ) আমাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত যা যা হবে সব কিছুই বর্ণনা করলেন।"[৫৭]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর নবী (ﷺ) কে কত ইলম দান করেছেন। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত যা যা দুনিয়াতে হবে সবই তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছে বয়ান করেছেন। এগুলো সবই 'ইলমে গায়েব' এর অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং আল্লাহর নবী (ﷺ) এর কাছে ইলমে গায়েব ইলম রয়েছে। এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন,

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، **عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ،**

-"হযরত হুজায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। সেদিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কোন কিছুই তিনি বলতে বাদ রাখেননি।"[৫৮] এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন,

---

৫৭. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২৮৯২; সুনানে আবু দাউদ শরীফ; মুসনাদে আবু দাউদ তৃয়ালিছী, হাদিস নং ৪৩৪; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১১১৪৩; মিশকাত শরীফ, ৫৪৩ পৃ:; মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মিশকাত, ১১তম খণ্ড, ৮০ পৃ:; ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খণ্ড; মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩য় খণ্ড, ২১ পৃ:; মুসনাদে জামে' হাদিস নং ১০৭০০;

৫৮. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৬৬০৪; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২৮৯১; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ২৮৬২; সুনানে আবু দাউদ; মুস্তাদরাকে হাকেম, ৮ম খণ্ড, ৩০০৬ পৃ: হাদিস নং ৮৪৫৬; তিরমিজি শরীফ; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৩২৭৪ ও ২৩৩০৯; মিশকাত শরীফ,

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ هَاشِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، **عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا بِمَا يَكُونُ فِي أُمَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ**

-"হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তিনি বলেছেন, নবী পাক (ﷺ) আমাদের কাছে একটি স্থানে দাঁড়ালেন। অতঃপর আজ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা যা হবে সব কিছুর খবর দিলেন।"[৫৯] এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হায়ছামী (রঃ) বলেন:

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

-"ইমাম আহমদ (রহঃ) ও তাবারানী (রহঃ) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদের রাবীগণ সকলে বিশুদ্ধ, উমর ইবনে ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ' ব্যতীত, ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ)তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।"[৬০]

এছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন ইমাম তাকে দুর্বল আখ্যা দেননি। ইমাম বুখারী (রহঃ)তাঁর 'তারিখুল কাবীর' গ্রন্থে হাদিসটি উল্লেখ করে কোন সমালোচনা করেননি। সুতরাং হাদিসটি বিশুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য। ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে 'কিতাবুস সিক্বাত'-এ নির্ভরযোগ্য রাবীর তালিকায় উল্লেখ করেছেন। (রাবী নং ৯৫০৩)

এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَحَدَّثَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ**

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) আমাদের মাঝে একটি স্থানে দাঁড়ালেন, অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে তা সব কিছু বললেন।"[৬১]

এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، ثنا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، **عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي**

---

৪৬১ পৃঃ; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১১তম খণ্ড, ৩ পৃঃ; মুজামে ইবনে আসাকির, হাদিস নং ৪৪৮;

৫৯. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৮২২৪; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ১০৭৭; ইমাম বুখারী: তারিখুল কাবীর, হাদিস নং ১৯৫৮; ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদি নং ১৩৯৭২; ইবনে কাছির: জামেউল মাসাদিন ওয়াস সুনান, হাদিস নং ১০১৮১; গায়াতুল মাকছাত, হাদিস নং ১৭০;

৬০. ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১৩৯৭২;

৬১. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১১১৪৩; মুসনাদে জামে, হাদিস নং ৪৫৯৯;

مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ

-"হযরত ইয়াজিদ ইবনে আবী মারিয়াম তাঁর তির সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) আমাদের মাঝে একটি স্থানে দাঁড়ালেন, অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে তা সব কিছু বললেন।"[৬২]

উল্লেখিত হাদিস সমূহ দ্বারা আবারো প্রমাণিত হল, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কিয়ামত পর্যন্ত যা যা হবে সবই তিনি জানতেন। আর এগুলো সবই ইলমে গায়েব এর অন্তর্ভূক্ত। তাই ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত্ব ইলমে গায়েব জানতেন।

প্রিয় নবীজি (ﷺ) মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত দেখেন

প্রিয় নবীজি (ﷺ) মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত সবই দেখেন। এ মর্মে ছহীহ্ হাদিসে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন, ইমাম মুসলিম (রঃ)সহ অন্যান্য ইমামগণ বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، **عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا،**

-"হযরত ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়াটাকে আমার সামনে ছোট করে দিয়েছেন, ফলে আমি এর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখি।"[৬৩]

প্রিয় মুসলিম পাঠক সমাজ! লক্ষ্য করুন!! সমগ্র পৃথিবী আল্লাহর নবী (ﷺ) এর সামনে দৃশ্যমান। সুতরাং পৃথিবীর সব কিছুই তিনি স্ব-চক্ষে দেখছেন। তাইতো তিনি সকল সৃষ্টির সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শী হবেন। তাই যা আমাদের কাছে গায়েব

---

৬২. ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ৬০৩; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৫৪৮৩;

৬৩. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২৮৮৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, ২৯২ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২২৩৯৫; সুনানে আবু দাউদ, ৫৮৪ পৃ: হাদিস নং ৪২৫২; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২১৭৬; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৭২৩৮; হিলিয়াতুল আউলিয়া, ২য় খণ্ড, ২৮৯ পৃ:; মুসনাদে শিহাব, হাদিস নং ১১১৩; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৪০১৫; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ্, হাদিস নং ৩১৬৯৪; মিশকাত শরীফ, ৫১২ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: দালায়েলুন্নবুয়াত, ৪র্থ খণ্ড, ২৭৮ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মিশকাত, ১০ম খণ্ড, ৪২৯ পৃ:;

তা প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কাছে গায়েব নয়। সুতরাং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাহিরের সব কিছুই তিনি দেখেন।

إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا،

বালাগাতের কায়দা মোতাবেক এই জুমলাটি 'জুমলায়ে ইসমিয়া'। আর জুমলায়ে ইসমিয়ার মধ্যে ফেলে মুজারে থাকলে অনেক সময় না থাকলেও ইস্তেমরারের ফায়দা দেয়। অতএব, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত্ব ক্ষমতা বলে সব সময়ই দেখতে পান ও দেখতে পারেন। এটা ইস্তেমরার তথা চলমান অর্থে হবে।

গোটা দুনিয়াটা দয়াল নবীজির কাছে হাতের তালুর মত

গোটা দুনিয়াটা রাসূলে করিম (ﷺ) এর কাছে হাঁতের তালুর মতই। এ মর্মে নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَبِي شَجَرَةَ الْحَضْرَمِيِّ، **عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ،**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সারা দুনিয়াকে আমার সামনে তুলে ধরে রেখেছেন। ফলে আমি ইহা দেখতেছি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা যা হবে সব কিছু আমি আমার হাঁতের তালুর মতই দেখতে থাকব।"[৬৪]

এই হাদিসের সনদ তাহকিক করে দেখেছি হাদিসটি হাসান অথবা যঈফ হবে, কিন্তু জাল হবে না। আর প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর শান-মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে এরূপ সনদই যথেষ্ট। যেহেতু বিষয়টি কোন হুরমত ছাবিত করার জন্য নয়। সর্বোপরি ইমাম তাবারানীর সনদ দীর্ঘ হলেও

أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي

---

৬৪. ইমাম নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ: আল ফিতান, হাদিস নং ২; ইমাম তাবারানী তাঁর কবীরে, হাদিস নং ১৪১১২; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খণ্ড, ১৬ পৃ:; ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, ৮ম খণ্ড, ৫১০ পৃ: হাদিস নং ১৪০৬৭; ইমাম সুয়ূতি: জামেউল আহাদিস, হাদিস নং ৬৮৫৪; শরহে যুরকানী, ১০ম খণ্ড, ১২৩ পৃ:; ছানআনী: আত্তানভীর শরহে জামেউছ ছাগীর, ২য় খণ্ড, ২৯৯ পৃ:; ইমাম ইবনে শাহিন: আত্তারগীব ওয়াত্তারহব লি কাওয়াইমুস সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, ২১১ পৃ:, হাদিস নং ১৪৫৬; ইমাম সুয়ূতি: ফাতহুল কাবীর, ১ম খণ্ড, ৩১৬ পৃ:; হাদিস নং ৩৩৯৭; হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, ২৪৭ পৃ:, হাদিস নং ৩১৮১০ ও ৩১৯৭১; ইমাম সুয়ূতি: খাছাইছুল কোবরা, ২য় খণ্ড, ১৯৮ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ৩য় খণ্ড, ৫৫৯ পৃ:; দ্বায়িফু জামেউছ ছাগীর, ১ম খণ্ড, ২৩৫ পৃ:, হাদিস নং ১৬২; মু'ছুয়াতু ফি ছাহিহী সিরাতে নববিয়্যা, ১ম খণ্ড, ৩৬ পৃ:;

-“ইমাম আবু আব্দিল্লাহ নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ ইবনে মুয়াবিয়া আল খাজাঈ আল-মারুজী (রহ.) ওফাত ২২৮ হিজরী” এর সনদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর, যা তাবারানীর সনদের চেয়ে আরো উত্তম। “আল ফিতান লি’নাঈম ইবনে হাম্মাদ” এর সনদটি নিচে লক্ষ্য করুন:-

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَبِي شَجَرَةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:

-“হাকাম ইবনে নাফে বর্ণনা করেছেন ‘সাঈদ ইবনে সিনান’ থেকে। তিনি বর্ণনা করেছেন ‘আবু জাহিরিয়্যা’ থেকে। তিনি বিশিষ্ট তাবেঈ কাছির ইবনে মুর্‌রা (রঃ) থেকে। তিনি হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে।”..... তাবারানীর মুজামুল কবীরের সনদটি হচ্ছে,

حدثنا بكرُ بن سَهْل، ثنا نُعَيم بن حمَّاد المَرْوَزي، ثنا بَقِيَّة، عن سعيد بن سِنان ثنا أبو الزاهريَّة، عن كَثير بن مُرَّة، عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا..

-“বকর ইবনে সাহল নাঈম ইবনে হাম্মাদ হতে, তিনি বাক্বিয়া থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে সিনান হতে, তিনি আবু জাহিরিয়্যা হতে, তিনি কাছির ইবনে মুর্‌রা হতে, তিনি হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন:....।”

তাবারানীর এই হাদিসের সনদে **سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، أَبُو مَهْدِيٍّ الْحِمْصِيُّ** “সাঈদ ইবনে সিনান আবু মাহদী আল হিমছী” নামক একজন রাবী রয়েছে, যাকে বাতিল পন্থিরা ‘দূষী রাবী’ বলতে চায়। অথচ এই রাবী সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত শুনুনঃ- ইমাম আবু হাতিম রাজী (রঃ) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন,

أبو مهدي سعيد بن سنان مؤذن أهل حمص وكان ثقة-“আবু মাহদী সাঈদ ইবনে সিনান তিনি হাম্‌ছ বাসীর মুয়াজ্জিন ছিলেন, আর তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত।”[৬৫]

ইমাম মিযযী (রঃ) উল্লেখ করেন,

وَقَال أَبُو بَكْر بْن أَبِي خَيْثَمَة: حَدَّثَنِي صاحب لي من بني تميم قال: قال أَبُو مسهر: حَدَّثَنَا صَدَقَة بْن خَالِد، قال: حدثني أَبُو مهدي سَعِيد بْن سنان مؤذن أهل حمص وكان ثقة

-“ইমাম আবু বকর ইবনে আবী হায়ছামা বলেন, বনী তামিমের আমাদের সাথী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবু মিছয়ার বলেন, ছাদাকা ইবনে খালেদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আবু মাহদী সাঈদ ইবনে সিনান আহলে হিম্‌ছ এর মুয়াজ্জিন হাদিস বর্ণনা করেছেন আর তিনি বিশ্বস্ত।”[৬৬]

---

৬৫. ইমাম আবু হাতিম: জারাহ ওয়া তা’দিল, ৪র্থ খণ্ড, ২৮ পৃ: রাবী নং ১১৪;

৬৬. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ২২৯৫;

عن الدارقطني في رواية: هو ثقة.-"ইমাম দারাকুতনী (রঃ) থেকে আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে সে বিশ্বস্ত রাবী।"[৬৭]

قال أحمد ضعيف وقال ابن معين ليس بثقة- "ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন: সে দুর্বল রাবী। ইবনে মাঈন (রহঃ) বলেন: সে বিশ্বস্ত নয়।"[৬৮] **وقال البخاري منكر الحديث**- "ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন: সে মুনকার।"[৬৯]

অতএব, এই রাবীর উপর নির্ভর করে হাদিসটিকে জাল বলার কোন সুযোগ নেই। তার ব্যাপারে সিকাহ ও গাইরে সিকাহ উভয় মন্তব্য রয়েছে, তবে কেউ তাকে কাজ্জাব বা মিথ্যাবাদী বলেননি। তাই নিশ্চয় এই হাদিস মধ্যম পন্থায় 'হাসান' পর্যায়ের হবে। তাবারানীর সনদে এই হাদিসে আরেকজন রাবী হল:

بَقِيَّةُ بنُ الوَلِيْدِ بنِ صَائِدِ بنِ كَعْبِ بنِ حَرِيْزٍ الحِمْيَرِيُّ "বাক্বিয়া ইবনে ওয়ালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে হারিজ হিময়ারী"। তবে তাবারানীর সনদে 'বাকিয়া' থাকলেও ইমাম নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ' এর সনদে সে নেই। **بَقِيَّة** 'বাকিয়া' মূলত ছহীহ্ মুসলিমের রাবী এবং ইমাম বুখারী (রহঃ)তার ব্যাপারে ভাল সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। যার সম্পর্কে ইমামগণের উক্তি লক্ষ্য করুন:

عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، قَالَ: بَقِيَّةُ كَانَ صَدُوقاً -"ইমাম ইবনে মোবারক (রহঃ)বলেছেন, সে সত্যবাদী।"[৭০]

ইমাম ইয়াইয়া ইবনে মাঈন (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল,

وَسُئِلَ أَيُّمَا أَثْبَتُ: هُوَ أَوْ إِسْمَاعِيْلُ؟-"জিজ্ঞাসা করা হল, কে অধিক প্রমাণিত সে (বাক্বিয়া) নাকি ইসমাঈল?

قَالَ: كِلاَهُمَا صَالِحَانِ.-"উত্তরে তিনি বলেন, তারা দুই জনেই নেক বান্দাহ।"[৭১]

قَالَ يَعْقُوْبُ بنُ شَيْبَةَ: بَقِيَّةُ: ثِقَةٌ، حَسَنُ الحَدِيْثِ-"ইমাম ইয়াকুব (রঃ) বলেন: বাক্বিয়া বিশ্বস্ত ও তার হাদিস উত্তম।"[৭২]

وَقَال مُحَمَّد بْن سعد: كان ثقة -"মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (রঃ) বলেন: সে বিশ্বস্ত।"[৭৩]

وَقَال أَحْمَد بْن عَبْد اللَّهِ العجلي: ثقة -"আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আজলী (রঃ) বলেন: সে বিশ্বস্ত।"[৭৪]

---

৬৭. ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ১৯৮৮;
৬৮. ইমাম আবু হাতিম: জারহ ওয়া তা'দিল, ৪র্থ খণ্ড, ২৮ পৃ: রাবী নং ১১৪;
৬৯. ইমাম আবু হাতিম: জারাহ্ ওয়া তা'দিল, ৪র্থ খণ্ড, ২৮ পৃ: রাবী নং ১১৪;
৭০. ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৪৯;
৭১. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৭৩৮;
৭২. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৭৩৮;
৭৩. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৭৩৮;

عثمان الدارميّ، عَنِ ابن مَعِين: بقيّة ثقة. قلت لَهُ: هُوَ أحبّ إليك أو محمد بْن حرب؟ فقال: ثقة وثقة.
-"উছমান ইবনে দারেমী (রঃ) হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রঃ) হতে বর্ণনা করেন, বাক্বিয়া বিশ্বস্ত। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কাছে কে বেশী পছন্দনীয় বাক্বিয়া নাকি মুহাম্মদ ইবনে হারব? তিনি বলেন: সে বিশ্বস্ত এবং সেও বিশ্বস্ত।"[৭৫]

وقال ابن عَدِيّ: ولبقيّة حديث صالح،- "ইমাম ইবনে আদী (রঃ) বলেন: বাক্বিয়া হাদিস বর্ণনায় নেক।"[৭৬]

وروى له مسلم حديثا واحدا- "ইমাম মুসলিম (রঃ) তার থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।"[৭৭]

استشهد به البخاري في الصحيح-"ইমাম বুখারী (রঃ) তার ছহীহ্ গ্রন্থে তার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।"[৭৮]

وقال الحاكم في سؤالات مسعود: بقية ثقة مأمون :ইমাম হাকেম (রঃ) মাসউদ এর ছওয়ালে বলেন: বাক্বিয়া বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য।"[৭৯]

আশ্চর্যের বিষয় হলো! ইমামগণ তার সম্পর্কে এরূপ ভাল মন্তব্য করার পরেও কাঠমিস্ত্রী নাছিরুদ্দিন আলবানী তার বর্ণিত হাদিসকে জাল বলার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। সুতরাং ইমামগণের অভিমত দ্বারা প্রমাণিত হয়, তার বর্ণিত হাদিসের মর্যাদা হবে 'ছহীহ্ অথবা হাসান'। উল্লেখ্য যে, নাঈম ইবনে হাম্মাদ (রঃ) এর সনদে 'বাক্বিয়া' নামক রাবী নেই।

তাবারানীর সনদে **نعيم بن حمّاد بن معاوية"নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ"** নামক আরেকজন রাবী রয়েছে। তিনি তো নিজেই নির্ভরযোগ্য ইমাম। যার সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত হল:

وقال الخطيب: يقال: نُعَيْم أوّل من جمع المُسْنَد وصنَّف.-"খতিবে বাগদাদী (রঃ) বলেন: নুয়াইম সর্বপ্রথম সনদ একত্রিত করেন এবং কিতাব প্রনয়ণ করেন।"[৮০]

قال أبو زكريا نعيم بن حماد صدوق ثقة-"ইমাম আবু জাকারিয়া (রঃ) বলেছেন: 'নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ' সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত।"[৮১]

---

৭৪. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৭৩৮;
৭৫. ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৪৯;
৭৬. ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৪৯;
৭৭. ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, ১ম খণ্ড, ৪৭২-৭৩ পৃ:;
৭৮. ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৪৯;
৭৯. ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, ১ম খণ্ড, ৪৭২-৭৩ পৃ:;
৮০. ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৪৪৭;

وقال العِجْلِيّ: صَدُوق ثقة.-"ইমাম আজলী (রঃ) বলেন: বিশ্বস্ত।"[৮২]
وقال أبو حاتم: محله الصدق.-"ইমাম আবু হাতিম রাঃ বলেন, সে মূলত সত্যবাদী।"[৮৩]
وقال مسلمة بن قاسم في كتاب الصلة: كان صدوقا-"ইমাম মাসলামাহ ইবনে কাশেম তার 'কিতাবুস সিলাহ' এর মধ্যে বলেন, সে সত্যবাদী।"[৮৪] ইমাম আহমদ (রহঃ) ও ইমাম ইবনে মাঈন (রহঃ)তাকে **ثقة** বিশ্বস্ত বলেছেন।[৮৫] **وذكره بن حبان في الثقات** -"ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ)তাকে 'কিতাবুছ ছিকাত'-এ উল্লেখ করেছেন।"[৮৬]
সর্বোপরি সে ছহীহ্ বুখারীর রাবী ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার মুকাদ্দমায় 'নুয়াইম' থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, ওহাবীরা এই রাবীকে নিয়েও সমালোচনা করার অপচেষ্টা করেন। অথচ তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন: ইমাম বুখারী (রহঃ), ইমাম দারেমী রহঃ, ইমাম আবু হাতিম (রহঃ), ইমাম ইবনে মাঈন (রহঃ) প্রমুখ ইমামগণ। এই রাবী সম্পর্কে ইমামগণের এরূপ ভাল মন্তব্য ও ইমাম বুখারী, দারেমী, আবু হাতিম এবং ইবনে মাঈন (রহঃ) তার হাদিস গ্রহণ করার দ্বারা প্রমাণিত হয়, তার বর্ণিত হাদিসের মর্যাদা 'ছহীহ্ বা বিশুদ্ধ'।
ইমাম তাবারানীর সনদে আরেকজন রাবী রয়েছে, তার নাম হল: **بكر بن سهل الدمياطي أبو محمد مولى بني هاشم"বাকর ইবনে সাহল"** নামক আরেকজন রাবী রয়েছে। যার থেকে বিশ্ব নন্দিত ইমাম তাহাবী (রহঃ), ইমাম তাবারানী (রহঃ), ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ), ইমাম আছেম (রহঃ) প্রমূখ হাদিস বর্ণনা করে কোন প্রকার সমালোচনা করেননি। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ), ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রহঃ) ও ইমাম যাহাবী (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেন: **حمل الناس عنه وهو مقارب الحال** -"লোকেরা তার হাদিস গ্রহণ করেছেন এবং তার অবস্থা গ্রহণযোগ্য।"[৮৭]

---

৮১. ইমাম আসকালানী: তাহজিবুত তাহজিব, রাবী নং ৮৩১;
৮২. ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৪৪৭;
৮৩. ইমাম যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৪৪৭; ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৬৪৫১;
৮৪. ইমাম মুগলতাঈ: ইকমালু তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৪৮৫০;
৮৫. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৬৪৫১;
৮৬. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৬৪৫১;
৮৭. ইমাম আসকালানী: লিছানুল মিযান, ২য় খণ্ড, ২৪২ পৃ: রাবী নং ১৯৫; ইমাম যাহাবী: মিযানুল এ'তেদাল, রাবী নং ১২৮৪; ইমাম আইনী: মাগানিল আখইয়ার, রাবী নং ২৩৩;

ইমাম দাওদী মালেকী (রঃ) বলেছেন: **وهو مقارب الحديث** -"তার অবস্থা গ্রহণযোগ্য।[৮৮]

ইমাম হাকেম (রঃ) তার রেওয়াতকে ইমাম মুসলিম (রঃ) এর শর্তে ছহীহ্ বলেছেন।[৮৯]

ইমাম যাহাবী (রঃ) তার রেওয়াতকে ছহীহ্ বলেছেন।[৯০]

উল্লেখ্য যে, ইমাম নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ (রঃ) এর সনদে এই রাবী নেই। সুতরাং মুহাদ্দিসগণ যার বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করেছেন ও তার ব্যাপারে ভাল মন্তব্য করেছেন, তার বর্ণিত হাদিস জাল হতে পারে না। ইমাম তাহাবী রহঃ, ইমাম তাবারানী রহঃ, ইমাম বায়হাক্বী রহঃ ও ইমাম আসেম (রহঃ) প্রমুখ তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন এবং কোন প্রকার সমালোচনা করেননি। যদি রাবী সমালোচিত হতেন তাহলে উল্লেখিত ইমামগণ ইহা উল্লেখ করতেন। তাই তার বর্ণিত হাদিস ছহীহ্ অথবা হাছান। ইমাম হায়ছামী (রহঃ)বর্ণনাকারী 'সাঈদ ইবনে ছিনান' ব্যতীত সকল রাবীদের সিক্বাহ বা বিশ্বস্ত বলেছেন। তিনি এর সনদ সম্পর্কে বলেন,

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُهُ وُثِّقُوا عَلَى ضَعْفٍ كَثِيرٍ فِي سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الرَّهَاوِيِّ.

-"ইমাম তাবারানী (রঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন, এর সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত তবে 'সাঈদ ইবনে সিনান' এর উপর অনেক দুর্বলতার অভিযোগ রয়েছে।"[৯১]

আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি 'সাঈদ ইবনে সিনান' সম্পর্কে বিশ্বস্ত হওয়ার অভিমতও রয়েছে। ইমাম হায়ছামীর দৃষ্টিতেও হাদিসটি জাল নয়। এমনকি কুখ্যাত তাহকিক কারী নাছিরুদ্দিন আলবানী তার 'সিলসিলাতুল আহাদিসিদ দ্বঈফাহ' গ্রন্থের ৯৫৭ নং হাদিসে এক পর্যায়ে হাদিসটিকে **ضعيف** যঈফ বলেছেন। সুতরাং এই হাদিস অবশ্যই নির্ভরযোগ্য **حَسَنٌ** 'হাসান' স্তরের হাদিস। অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে অথবা মনের ভিতরে রাসূলে পাক (ﷺ) এর প্রতি দুশমনি থাকার কারণে অনেকে এই হাদিস নিয়ে সমালোচনা করার অপচেষ্টা করে থাকেন। সুতরাং আবারো প্রমাণিত হল, আল্লাহর নবী (ﷺ) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাইরে বিষয় দেখতেন। আর পঞ্চ ইন্দ্রিয় এর বাইরের বিষয় গুলোই 'ইলমে গায়েব'। অথচ রাসূলে করিম (ﷺ) সারা পৃথিবীটাকে হাঁতের তালুর মত দেখতেন। (সুবহানাল্লাহ)

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল:

৮৮. তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন, রাবী নং ১১১;

৮৯. মুস্তাদরাক, হাদিস নং ১৪৭১, ১৬৩৭, ২২৩৭, ২৬৭৭;

৯০. মুস্তাদরাক, হাদিস নং ৭২৭৯, ৮৭৭৬, ৮৭৮৫;

৯১. মাযমাউয যাওয়াইদ;

প্রথমত. বালাগাতের কায়দা মোতাবেক এই জুমলাটি ‘জুমলায়ে ইসমিয়া’। আর জুমলায়ে ইসমিয়ার মধ্যে ফেলে মুজারে থাকলে, অনেক সময় না থাকলেও ইস্তেমরারের ফায়দা দেয়। অতএব, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত্ব ক্ষমতাবলে সব সময়ই দেখতে পান ও দেখতে পারেন। এটা ইস্তেমরার তথা চলমান অর্থে হবে।

দ্বিতীয়ত. আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, **فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا** আমি ইহার প্রতি দেখতেছি ও দেখতে থাকবো। এখানে **أَنْظُرُ** (আনজুরু) শব্দটি মুজারে এর ‘ওয়াহিতে মুতাকাল্লিম’ এর ছিগাহ, যা বর্তমান ও ভবিষ্যতের অর্থ দেয়। অর্থাৎ আমি বর্তমানে দেখছি ও ভবিষ্যতে দেখতে থাকব। (সুবহানাল্লাহ)

প্রিয় নবীজি (ﷺ) আসমান জমীনের সবই জানেন

মহান আল্লাহ পাক স্বীয় হাবীবকে আসমান ও জমীনের সকল কিছুই জানিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বহু সংখ্যক হাদিস বর্ণিত রয়েছে। যেমন নিচের হাদিস গুলো লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ مَرْثَدٍ الطَّبَرَانِيُّ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ اللَّجْلَاجِ،**عنعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَائِشٍ الْحَضْرَمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَبِّيَ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ مَرَّتَيْنِ، قُلْتُ: أَنْتَ أَعْلَمُ يَا رَبِّ، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،**

-“হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আয়েশ (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, আমি আমার রবকে উত্তম সূরতে দেখেছি। তিনি তাঁর দুই কদরতী হাঁত আমার দুই কাঁধে রাখলেন, ফলে আমি ঠান্ডা অনুভব করলাম। অতঃপর আসমান-জমিনের সকল ইলম আমি জেনে গেলাম।”[৯২] সনদ ছহীহ্।

এই সম্পর্কে ৩টি হাদিস উল্লেখ করে ইমাম হায়ছামী (রহঃ)বলেন,

رَوَاهُ كُلَّهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِقَاتٌ، وَكَذَلِكَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى،

---

৯২. ইমাম তাবারানী: আদ্-দোয়া, হাদিস নং ১৪১৮; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৩২১০; তাফসিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খণ্ড, ২৯৫ পৃ:; ইমাম দারেমী তাঁর সুনানে; ইমাম তিরমিজি তা’লিক রূপে; মিশকাত শরীফ, ৬৯ পৃ:; মেরকাত শরহে মিশকাত, ২য় খণ্ড, ৩৯৯ পৃ: হাদিস নং ২২৫; তাফসিরে কাবীর, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃ:; ইবনে কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াছ সুনান, ৮ম খণ্ড, ২২২৫ পৃ:; ইমাম দারে কুতনী: রইয়াতুল্লাহি, হাদিস নং ২৩৩ ও ২৪০;

-“প্রত্যেকটি রেওয়ায়েত ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন, ‘আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের দিকে বের হয়ে আসলেন..’ এই হাদিসের সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত যেমনটি প্রথম রেওয়ায়েতটি।”[৯৩]

এই হাদিস সম্পর্কে নাছিরুদ্দিন আলবানী পর্যন্ত **صحيحٌ** ছহীহ্ বলতে বাধ্য হয়েছেন। দেখুন ‘সিলসিলাতুল আহাসিস সহীহাহ’ (হাদিস নং ৩১৬৯)

এই হাদিসে **عَبْدِ الرَّحْمِنْ بْنَ عَائِشٍ الْحَضْرَمِيِّ** ‘আব্দুর রহমান ইবনে আইশ রা:’ প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর সাহাবী ছিলেন। যেমন আল্লামা হাফিজ ইবনে কাছির (রঃ) বলেছেন,

ذكره الصحابة: محمد بن سعد والبخاري وابن حبان وابو زرعة الدمشقى والبغوي وابن السكن وابو زرعة الخراني وغيرهم.

অর্থাৎ ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ), ইবনে সাকান (রঃ), ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সা’দ (রঃ), ইমাম আবু জুরা’আহ দামেস্কী (রঃ), ইমাম বাগভী (রঃ) ও ইমাম আবু জুরা’আ খার্‌রানী (রঃ) প্রমুখ তাঁকে সাহাবী বলেই স্ব স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন[৯৪] ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) বলেন, **عَبْد الرَّحْمَن بْن عائش الْحَضْرَمِيّ لَهُ صُحْبَة**-“আব্দুর রহমান ইবনে আইশ (রাঃ) ছিলেন সাহাবী।”[৯৫] আল্লামা ইমাম ইবনে আসাকির (রঃ) বলেন,

عبد الرحمن بن عائش الحضرمي له صحبة وقيل لا صحبة له

-“আব্দুর রহমান ইবনে আইশ হাদ্বরামী (রাঃ) ছিলেন সাহাবী, কেউ কেউ বলেছেন তিনি সাহাবী নন।”[৯৬]

ইমাম ইবনে আসাকির (রঃ) ‘সাহাবী নন’ এই কথাকে **قيل** (ক্বিলা) শব্দ প্রয়োগ করে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এই রাবী সম্পর্কে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানী (রঃ) বলেন,

وقال ابن السكن: يقال له صحبة.وذكره في الصحابة محمد بن سعد، والبخاري، وأبو زرعة الدمشقيّ، وأبو الحسن بن سميع، وأبو القاسم البغوي، وأبو زرعة الحرّاني وغيرهم.

-“ইবনে সুকান (রঃ) বলেন, তিনি সাহাবী ছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সা’দ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম আবু যুরাআ দামেস্কী (রঃ), আবুল হাছান ইবনে

---

৯৩. ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১১৭৪১;

৯৪. ইবনে কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াছ সুনান, ৮ম জি: ২২২৫ পৃ:;

৯৫. ইমাম ইবনে হিব্বান: কিতাবুছ ছিক্বাত, রাবী নং ৮৩৮;

৯৬. ইমাম ইবনে আসাকির: তারিখে দামেস্ক, রাবী নং ৩৮৪২;

সামী (রঃ), ইমাম আবুল কাশেম বাগভী (রঃ), ইমাম আবু যুরাআ হার্‌রানী (রঃ) ও অন্যান্যরা তাকে সাহাবী বলেছেন।”[৯৭]

সুতরাং মারফূ্ মুত্তাসিল ও ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হল, আল্লাহর নবী (ﷺ) সাত আসমান ও সাত জমীনের সকল বিদ্যা জানতেন, যেহেতু আল্লাহ পাক তাঁকে দান করেছেন। আর এরূপ বিদ্যা অবশ্যই ‘ইলমে গায়েব’ এর অন্তর্ভূক্ত, কেননা ইহা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাহিরে। এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي سَعِيدُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، **عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ وَأَجْمَلِهَا، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَبِّ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي يَا رَبِّ، فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعَلِمْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ**

-“হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, আমি আমার রবকে উত্তম সূরতে দেখেছি। তিনি বললেন, ওহে মুহাম্মদ! আমি বললাম, হে রব! আমি হাযির। উর্ধ্ব জগতে কি হচ্ছে তা কি জান? আমি বললাম, না হে প্রতিপালক! অতঃপর তাঁর কুদরতী হাঁত আমার বুকের উর রাখলেন ফলে আমার বুকে ঠান্ডা অনুভব করলাম। অতঃপর আমি সকল কিছু জেনে গেলাম।”[৯৮]

এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَا يَا رَبِّ. فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعَلِمْتُ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ**

-“হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, আমি আমার রবকে উত্তম সুরতে দেখেছি। তিনি বললেন, ওহে মুহাম্মদ! আমি বললাম, হে রব! আমি হাযির। উর্ধ্ব জগতে কি হচ্ছে তা কি জান? আমি বললাম, না হে প্রতিপালক! অতঃপর তাঁর কুদরতী হাঁত আমার বুকের উর রাখলেন ফলে আমার

---

৯৭. ইমাম আসকালানী: আল ইছাবা ফি তামিজিয ছাহাবা, রাবী নং ৫১৬৪;

৯৮. ইমাম দারে কুতনী: রুইয়াতুল্লাহ, হাদিস নং ২২৮; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ১১৫৪;

বুকে ঠান্ডা অনুভব করলাম। অতঃপর সকল কিছু আমি জেনে গেলাম যা আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়।”[৯৯]

অতএব, এই হাদিস গুলোতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আল্লাহর নবী (ﷺ) আসমান-জমীনের সকল ইলম জানতেন। যেমন- প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন: **فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ** অর্থাৎ, অতঃপর আসমান-যমিনের সকল ইলম আমি জেনে গেলাম। আসমান-যমিনের সকল ইলমই আমাদের জন্য গায়েব, সুতরাং তিনি ইলমে গায়েব জানতেন।

কিয়ামত পর্যন্ত সকল ফিতনাকারীদের নবীজি (ﷺ) চিনেন

মহান আল্লাহ পাক স্বীয় হাবীবকে যমিনের সকল ফিতনাকারীদের চিনেন ও তাদের নাম, তাদের বাপ দাদার নাম ও গোত্রের নামসহ জানেন এবং তাদের ব্যাপারে সাহাবীদের কাছে বলে গেছেন। এ ব্যাপারে নিচের হাদিসটির দিকে লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ فَرُّوخَ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنٌ لِقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:.... وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ، إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا، يَبْلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلَاثَ مِائَةٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهِ، وَاسْمِ أَبِيهِ، وَاسْمِ قَبِيلَتِهِ**

-“হযরত হুজায়ফা (রাঃ) বলেন, ... হুজুর (ﷺ) কিয়ামত পর্যন্ত কোন ফিতনাকারীর নাম বলতে বাদ দেননি। যাদের সংখ্যা ৩০০ কিংবা ততোধিক হবে। এমনকি তিনি তাদের নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম, তাদের গোত্রের নাম পর্যন্ত বলেছেন।”[১০০] সনদ ছহীহ্।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর হাবীব (ﷺ) এর জ্ঞানের পরিধি কত গভীর ছিল। বলুন! ভবিষ্যতে কে কে ফিতনা করবে তাদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পূর্ব থেকেই বলে দেওয়া কি ইলমে গায়েব নয়? যদি না হয় তাহলে আল্লাহ বিবি মরিয়মের কাহিনীকে ‘গায়েব’ বললেন কেন?

৫টি জিনিস ছাড়া সকল কিছুর চাবীসমূহ নবীজিকে দেয়া হয়েছে

---

৯৯. ইমাম দারে কুতনী: রুইয়াতুল্লাহি, হাদিস নং ২৫৭;

১০০. সুনানে আবু দাউদ, ৫৮২ পৃ: হাদিস নং ৪২৪৩; মিশকাত শরীফ, ৪৬৩ পৃ: হাদিস নং ৫৩৯৩; ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১১তম খণ্ড, ৪৯৬ পৃ:; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১০ম খণ্ড, ২০ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত; জামেউল উছুল, হাদিস নং ৭৪৮৩; জামেউল ফাওয়াইদ, হাদিস নং ৯৮২০;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُ، **عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْخَمْسُ**

-"হযরত ইবনে উমর (রাঃ) নবী করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে সকল কিছুর চাবিকাঠি দান করেছেন, শুধু পাঁচটি ব্যতীত।"[১০১]

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হায়ছামী (রহঃ)বলেন:

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.-"ইমাম তাবারানী ও আহমদ (রঃ) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ (রঃ) এর সনদ ছহীহ্।"[১০২]

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ،**عَنْ عَبْدِ اللَّهِيعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: أُوتِيَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ غَيْرَ الْخَمْسِ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, তোমাদের নবী (ﷺ) কে সকল কিছুর চাবিকাঠি দেওয়া হয়েছে, পাঁচটি ব্যতীত।"[১০৩]

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হায়ছামী (রহঃ)বলেন,

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.-"ইমাম আহমদ ও আবী ইয়ালা (রঃ) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। দুই জনের'ই সনদের রাবীগণ বিশুদ্ধ।"[১০৪]

আকাশে পাখির ডানা কতবার নড়ে তাও নবীজি জানেন

আকাশে পাখি উড়ার সময় তার ডানা কতবার নড়ে আল্লাহর হাবীব রাসূলে করীম (ﷺ) ইহা জানেন। (সুবহানাল্লাহ) যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: لَقَدْ تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي السَّمَاءِ طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا ذَكَّرَنَا مِنْهُ عِلْمًا.

"নবী করিম (ﷺ) আমাদেরকে এমনভাবে অবহিত করেছেন যে, আকাশে একটা পাখির ডানা নড়ার কথাও পর্যন্ত বাদ দেননি।"[১০৫] এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম হায়ছামী (রহঃ)বলেন,

---

১০১. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৫৫৭৯; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ১৩৩৪৪; ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, ১৩৯৬৮;

১০২. ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৩৯৬৮;

১০৩. মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৫১৫৩; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৩৬৫৯ ও ৪১৬৭; ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১৩৯৬৯;

১০৪. মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, হাদিস নং ১৩৯৬৯;

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.-"ইমাম তাবারানী ইহা বর্ণনা করেছেন, এর রাবীগণ সকলেই বিশুদ্ধ।"[১০৬]

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُنْذِرٍ، حَدَّثَنَا أَشْيَاخٌ، مِنَ التَّيْمِ، قَالُوا: **قَالَ أَبُو ذَرٍّ: لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا**

-"হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ﷺ) আমাদেরকে এমনভাবে অবহিত করেছেন যে, একটা পাখির ডানা নড়ার কথাও পর্যন্ত বাদ দেননি।"[১০৭] সনদ ছহীহ্।

এই হাদিসের সনদ প্রসঙ্গে ইমাম হায়ছামী (রহঃ)বলেন-

وَرِجَالُ الطَّبَرَانِيِّ رِجَالُ الصَّحِيحِ، غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئِ وَهُوَ ثِقَةٌ،

-"ইমাম তাবারানীর সকল বর্ণনাকারী বিশুদ্ধ, তবে 'মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ আল মুকরী' ব্যতীত আর তিনি বিশ্বস্ত।"[১০৮]

উল্লেখ্য এই রাবী মক্কার মসজিদুল হারামের ইমাম ছিলেন। এই রাবী সম্পর্কে 'তাহজিবুল কামাল' গ্রন্থে আছে-

وَقَال أَبُو دَاوُد: صدوق،-"ইমাম আবু দাউদ (রহঃ)বলেছেন: সে সত্যবাদী।"

وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس.-"ইমাম নাসাঈ (রহঃ)বলেছেন, তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।"

وَقَال أبو أَحْمَد بْن عدي: حسن الْحَدِيث،-"ইমাম আবু আহমদ ইবনে আদী (রহঃ)বলেন: তার বর্ণিত হাদিস সুন্দর।"

ورأيت الشَّافِعِيّ كثير الرواية عنه، كتب عنه بمكة عَنِ ابْن جُرَيْج، والقاسم بْن معن،وغيرهما، وهُوَ عندي صدوق، لا بأس بِهِ، مقبول الحديث.

-"ইমাম মিজ্জী (রহঃ) বলেন: আমি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তার থেকে প্রচুর রেওয়ায়েত করতে দেখেছি। মক্কায় ইবনে জুরাইজ (রহঃ), কাশেম ইবনে মুঈন (রহঃ) ছাড়াও অন্যান্যরা তার থকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। সে আমার কাছে সত্যবাদী এবং তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। তার বর্ণিত হাদিস মকবুল বা গ্রহণযোগ্য।"[১০৯]

---

১০৫. তাবারানী; ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১৩৯৭৩;

১০৬. ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১৩৯৭৩;

১০৭. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২১৩৬১; ইমাম তাবারানী তাঁর কবীরে, হাদিস নং ১৬৪৭; ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১৩৯৭১;

১০৮. মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১৩৯৭১;

১০৯. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, ১০ম খণ্ড, ৪৫৬ পৃ:;

তাই ইহা সম্পূর্ণ ছহীহ্ হাদিস। লক্ষ্য করুন! নবী করিম (ﷺ) এর জ্ঞানের পরিধি কত বিশাল ছিল। পৃথিবীতে কি কি হবে এমনকি একটি পাখির ডানা কতবার নড়বে সেটাও নবী পাক (ﷺ) জানেন। বলুন! ইহা ইলমে গায়েব নয় কি?

দূরবর্তী স্থানে কে কোথায় আছেন ও কি করেন তাও দয়াল নবীজি জানেন:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا مَرْثَدٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَكُلُّنَا فَارِسٌ، وَقَالَ انْطَلَقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: الْكِتَابُ؟ فَقَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَأَنَخْنَاهَا فَالْتَمَسْنَا فَلَمْ نَرَ كِتَابًا، فَقُلْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِدَنَّكِ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ أَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحتَجِزةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتْهُ،

-"হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) আমাকে ও যুবায়ের ইবনে আওয়াম এবং মিকদাদ (রাঃ) কে প্রেরণ করলেন এবং বললেন, তোমরা মহিলাটির পিছনে ধাওয়া কর। মহিলাটিকে তোমরা 'রওজায়ে খাখ' নামক স্থানে উটের উপর সওয়ারী অবস্থায় পাবে। তার নিকট একটি পত্র আছে। তিনি বলেন, আমরা দ্রুত উট চালিয়ে মহিলাটির পশ্চাদ্ধাবন করলাম এবং 'রওজায়ে খাখ' নামক স্থানে তাকে পেলাম। আমরা বললাম, হয় পত্রটি বের কর নয়ত তোমাকে বিবস্ত্র করে ফেলব। অবশেষে মহিলাটি তার চুলের খোপার ভিতর থেকে পত্রটি বের করলো।"[১১০] ছহীহ্ হাদিস।

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিজি (রহঃ)বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.-"এই হাদিস হাসান, ছহীহ্।" সর্বোপরি ইহা ছহীহ্ বুখারী ও মুসলিম এর রেওয়ায়েত তাই ইহার সনদ নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি না।

দেখুন! আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মহিলাটিকে কোথায় পাওয়া যাবে, কিসের উপর পাওয়া যাবে এবং তার কাছে পত্র আছে বিস্তারিত পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাহিরে থাকা স্বত্ত্বেও বলে দিলেন। একেই বলা হয় ইলমে গায়েব!!!

---

১১০. মুসনাদে শাফেয়ী, হাদিস নং ৭০১; মুসনাদে হুমাইদী, হাদিস নং ৪৯; ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৩৯৮৩ ও ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ১৬১; সুনানে ইবনে মাজাহ; আবু দাউদ, হাদিস নং ২৬৫০; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৩০৫; তাফসিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খণ্ড, ৪১১ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৬০০ ও ১০৮৩; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৫৩০; নাসাঈ সুনানে কুবরা, হাদিস নং ১১৫২১; শরহে মুশকীলুল আছার, হাদিস নং ৪৪৩৭; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৬৪৯৯; শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ২৭১০; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৩৯৪; মারেফাতু সুনানি ওয়াল আছার, ১৮৪৪৭; বায়হাক্বী শরীফ, হাদিস নং ১৮৪৩৪;

কার কি সন্তান হবে তাও বলেছেন

একাধিক সময়ে আল্লাহ হাবীব রাসূলে পাক (ﷺ) কার সন্তান কি হবে সে ব্যাপারে আগাম সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন নিচে এ ব্যাপারে হাদিস গুলো লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ الْحَوْطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الْقَرْقَسَانِيُّ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، **عَنْ أمِّ الْفضل بنت الْحَارِث..... تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْشَاءَ اللهُ غُلَامًا يَكُونُ فِي حِجْرِكِ**

-"উম্মে ফাদ্বল বিনতে হারেছ (রাঃ) বর্ণনা করেন,.....রাসূল (ﷺ) বললেন, ফাতেমার ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম হবে এবং তোমার কোলেই পালিত হবে।"[১১১]

এই হাদিস উল্লেখ করে ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রঃ) বলেছেন,

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ،-"এই হাদিস ইমাম মুসলীমের শর্তে ছহীহ্।"[১১২]

লা-মাযহাবী নাছিরুদ্দিন আলবানী তার 'সিলসিলাতুল আহাসিস সহীহার' মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেন, **له شواهد** হাদিসটির শাওয়াহেদ রয়েছে বিধায় ছহীহ্।[১১৩]

লক্ষ্য করুন! হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর পুত্র ইমাম হাসান (রাঃ) এর জন্মের পূর্বেই প্রিয় নবীজি (ﷺ) উম্মে ফাজল (রাঃ) কে তা স্পষ্ট করে বলে দিলেন। বলুন! ইহা কি ইলমে গায়েব নয়?

সকলের পিতার নাম, পরকালের ঠিকানা ও কিয়ামত পর্যন্ত সবই দয়াল নবীজি জানেন:

وقال السدي قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: عرضت على أمتي في صورها في الطين كما عرضت على آدم وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر بي فبلغ ذلك المنافقين فقالوا استهزاء زعم محمدا أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ممن لم يخلق بعد ونحن معه وما يعرفنا فبلغ ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقام على المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام طعنوا في علمي لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة إلّا نبأتكم به فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي يا رسول الله فقال حذافة......

---

১১১. ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীরে, হাদিস নং ৪২; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৪৮১৮; মিশকাত শরীফ, ৫৭২ পৃ: হাদিস নং ৬১৮০; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১১তম খণ্ড, ৩২৪ পৃ:; বায়হাক্বী তাঁর দালায়েলুন্নবুয়াত; আশিয়াতুল লুমআত; জামেউল উছুল, হাদিস নং ৭৪৮৩; ইবনে কাছির: জামেউল মাসানিদ ওয়াস সুনান, হাদিস নং ২২৫১;

১১২. মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৪৮১৮;

১১৩. ছিলছিলাতু আহাদিছিছ ছাহিহা, হাদিস নং ৮২১;

-“হযরত সূদ্দী (রহঃ)বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, আমার সামনে আমার উম্মতের সুরত পেশ করা হয়েছে যেমনিভাবে আদম (আঃ) এর সামনে পেশ করা হয়েছিল। আমি জানি কে আমার প্রতি ঈমান আনবে এবং কূফুরী করবে। এই কথা মোনাফেকরা জানার পর বললো, মুহাম্মদ এর নাক মলিন হোক! তিনি জানেন যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে ও যারা কূফুরী করবে অথচ তাদেরকে এখনো সৃষ্টিই করা হয়নি। আর আমরা তাঁর সাথেই আছি অথচ তিনি আমাদেরকে চিনেন না।

এই কথা রাসূল (ﷺ) জেনে মিম্বরে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমাদের কি হল যে, আমার জ্ঞান নিয়ে সমালোচনা করছো! তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করো এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা যা হবে সব কিছু বলে দিব। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাইফা আস-সাহ্মী (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমার পিতা কে? প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, তোমার পিতা হুজায়ফা......।”[১১৪]

দেখুন! আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কার পিতার নাম কি তাও বলতে পারেন এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত কি কি হবে সবই তাঁর জ্ঞানের ভিতর আছে। একমাত্র মুনাফিকরাই ইহা মানতে চায় না। এ সমর্থনে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। যেমন:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ، قَالَ: ثنا أَسْبَاطٌ، **عَنِ السُّدِّيِّقَالَ: غَضبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: سَلُونِي فَإِنَّكُمْ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي سَهْمٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ، وَكَانَ يُطْعَنُ فِيهِ، قَالَ: فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِي؟ قَالَ: أَبُوكَ فُلَانٌوفى رواى قيل يا رسول الله! اين مدخلى؟ قال فى النار**

-“হযরত সূদ্দী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একদিন রাগান্বিত হলেন এবং বক্তব্য রেখে বললেন, তোমরা আমাকে যেকোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো আমি তোমাদেরকে সবকিছু বলে দিব। তখন কুরাইশ বংশের বনী ছাহম গোত্রে এক ব্যক্তি দাঁড়ালেন যাতে আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাইফা বলা হয়, তিনি বললেন, আমার পিতা কে? প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, তোমার পিতা অমুক। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পরকালে কোথায় যাবো? প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, জাহান্নামে।”[১১৫]

ইহা ছহীহ্ হাদিস এবং এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, কার পিতার নাম কি এবং পরকালে কে জান্নাতে যাবে এবং কে জাহান্নামে যাবে সবই রাসূলে পাক (ﷺ) এর

---

১১৪. তাফসিরে খাজেন, ১ম খণ্ড, ৩২৪ পৃ:; তাফসিরে সিরাজুম মুনীর, ১ম খণ্ড, ২৬৪ পৃ: সূরা আলে ইমরানে; আল লুভাবু ফি উলুমিল কিতাব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭৯ পৃ:

১১৫. তাফসিরে তাবারী, ৭ম খণ্ড, ৮৯ পৃ:; ছহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, ২০ পৃ:; ফাতহুল বারী;

জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাইফা (রাঃ) এর পিতা কে ছিল এ নিয়ে লোকেরা সমালোচনা করতো এবং তখন তার মা মৃত ছিল, ফলে সে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হয়। আর ইহাই হল, আল্লাহ প্রদত্ত্ব রাসূল (ﷺ) এর ইলমে গায়েব। এ সমর্থনে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। যেমন:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، **عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ**

-"হযরত আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কে কয়েকটি পছন্দনীয় বিষয়ে প্রশ্ন করা হল। প্রশ্নের সংখ্যা যখন বেশী হয়ে গেল তখন প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলতে লাগলেন, তোমরা আমার কাছে যা ইচ্ছা প্রশ্ন করো। তখন এক ব্যক্তি বললো, আমার পিতা কে? প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, তোমার পিতা হুযাফা। আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, আমার পিতা কে? প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, তোমার পিতা শায়বার মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) সালিম। তখন উমর (রাঃ) রাসূলে পাক (ﷺ) এর চেহারার অবস্থা দেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আল্লাহর দরবারে তাওবা করছি।"[১১৬]

এ সমর্থনে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। যেমন:

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: **أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا فَسَكَتَ**

-"হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলে পাক (ﷺ) বের হলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা দাঁড়িয়ে বললেন, আমার পিতা কে? প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, তোমার পিতা হুযাফা। অতঃপর তিনি বারবার বলতে লাগলেন, তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন করো, তোমরা আমার কাছে প্রশ্ন করো। হযরত উমর (রাঃ) তখন হাটু গেড়ে বসে বললেন, আমরা আল্লাহকে রব হিসেবে এবং হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ

---

১১৬. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৯২;

করে নিয়েছি। তিনি এ কথা তিনবার বললেন। তখন রাসূল (ﷺ) নীরব হলেন।"[১১৭] ছহীহ্ বুখারীর আরেক জায়গায় আছে,

فَقَالَ أَنَسٌ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: النَّارُ

-"অতঃপর হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর নবীর প্রতি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (পরকালে) কোথায় প্রবেশ করবো? প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[১১৮]

এই হাদিসগুলো দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কার পিতার নাম কি এবং পরকালে কে জান্নাতী কে জাহান্নামী তাও জানতেন। (সুবহানাল্লাহ)

কার আমল নামায় কত নেকী সবই নবীজি (ﷺ) জানেন:

বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায়, আল্লাহর হাবীব রাসূলে পাক (ﷺ) উম্মতের আমল নামার খবর জানেন। ইহা আল্লাহর হাবীবের একটি বিশেষ মর্যাদা। এ বিষয়ে নিচের হাদিস গুলো লক্ষ্য করুন,

وَعَن عَائِشَةَ قَالَتْ: بَيْنَا رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حجري لَيْلَةٍ ضَاحِيَةٍ إِذْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ عُمَرُ. قُلْتُ: فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: إِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ رَوَاهُ رزين

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা এক চাঁদনী রাতে যখন রাসূল (ﷺ)'র মাথা মোবারক আমার কোলে ছিল, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আকাশে যতগুলো নক্ষত্র আছে ততগুলো নেকী কারো আছে কি? প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ! হযরত উমরের নেকী এই পরিমাণ। আমি বললাম, তবে আবু বকরের নেকী কোথায়? রাসূল (ﷺ) বললেন, উমরের সমস্ত নেকী আবু বকরের একটি নেকীর সমান।"[১১৯]

এই হাদিসটি 'রাজিন' কিতাবে রয়েছে। 'রাজিন' কিতাবটি লিখেছেন **أَبو الْحَسَنِ رَزِينِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَبْدَرِيّ**، ইমাম আবুল হাছান রাজিন ইবনে মুয়াবিয়া আব্দারী (রঃ) এর লিখিত, যিনি হেরেম শরীফের মালেকী মাজহাবের ইমাম ছিলেন। তিনি ৫৩৫ হিজরীতে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন বড় মাপের ইমাম ও মুছাদ্দিস ছিলেন। 'রাজিন' কিতাবটির মূল নাম হলো:

---

১১৭. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৯৩;

১১৮. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৭২৯৪;

১১৯. মিশকাত শরীফ, ৫৬০ পৃ: হাদিস নং ৬০৬৮; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১১তম খণ্ড, ২১৭ পৃ:; রাজিন; শরহে ত্বীবী, ১২তম খণ্ড, ৩৮৭২ পৃ:, হাদিস নং ৬০৬৮; জামেউল অছুল, হাদিস নং ৬৪৬৬;

كِتَاب التَّجْرِيد فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصِّحَاحِ (কিতাবুত তাজরিদ ফি জাম'ঈ বাইনা সিহাহ্)। লেখকের নামে ইহাকে সংক্ষেপে 'রাজিন' বলা হয়।[১২০]

হাদিসটি সনদ সহকারে খতিবে বাগদাদী (রঃ) তার তারিখে ও ইবনে আসাকির (রঃ) স্বীয় তারিখে এভাবে উল্লেখ করেছেন:-

أَخْبَرَنَا أَخُو الْخَلاَلِ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ بُرَيْهُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُرَيْهٍ الْبَغْدَادِيُّ الْبَيِّعُ بِجُرْجَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ لَيْلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ضَمَّنِي وَإِيَّاهُ الْفِرَاشُ نَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ، فَرَأَيْتُ النُّجُومَ مُشْتَبِكَةً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا رَجُلٌ لَهُ حَسَنَاتٌ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: عُمَرُ، وَإِنَّهُ لَحَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ أَبِيكِ**

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমার কাছে ছিল। যখন রাত্র গভীর হল ও আকাশে কোন আবরণ ছিল না ফলে আমি আকাশের দিকে তাকালাম। অতঃপর দেখলাম তারকারাজী আকাশে বিন্যস্ত অবস্থায়। ফলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই পৃথিবীতে এমন কেউ কি আছে যার নেকী সমূহ আকাশের তারকার সমতুল্য? প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, কে? প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, হযরত উমর (রাঃ)। আর নিশ্চয় তার সকল নেকী সমূহ তোমার পিতার একটি নেকীর মতই।"[১২১] এই হাদিস সম্পর্কে খতিবে বাগদাদী (রঃ) বলেন:

وَفِي كِتَابِهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ مُنْكَرَةُ الْمُتُونِ جِدًّا

-"এই কিতাবের এই হাদিসটি ত্রুটিপূর্ণ, হাদিস সমূহের মতন স্পষ্ট আপত্তি জনক।"[১২২]

কারণ এর সনদে **بريه بن محمد بن بريه أبو القاسم** (বারদাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে বারদাহ আবুল কাশেম) নামক সমালোচিত রাবী রয়েছে। তাই এই হাদিস যঈফ সনদের, তবে ফযিলতের ক্ষেত্রে এরূপ হাদিস বর্ণনা করা যেতে পারে। এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, কার আমলনামায় কয়টি নেকী আছে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাও জানেন। এমনকি তিনি আকাশের তারকারাজীর সংখ্যা পর্যন্ত জানেন।

---

১২০. মেরকাত; সিয়ারে আ'লামী নুবালা;

১২১. খতিবে বাগদাদী: তারিখে বাগদাদ, ৭ম খণ্ড, ৬৪৩ পৃ: ৩৫৩১ নং রাবীর ব্যাখ্যায়; ইবনে আসাকির: তারিখে দামেস্ক, ৩০তম খণ্ড, ১২৪ পৃ:; সুয়ূতি: আল লাআলী মাসনুয়া, ৩য় খণ্ড, ৩৭৮ পৃ:; যাহাবী: তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ৩৫৩১ নং রাবীর ব্যাখ্যায়;

১২২. তারিখে বাগদাদ, ৭ম খণ্ড, ৬৪৩ পৃ: ৩৫৩১ নং রাবীর ব্যাখ্যায়;

আর এ কারণেই হযরত উমর (রাঃ) এর আমল সমূহের তুলনা তারকারাজীর সাথে দিয়েছেন।

উম্মতের আমল সম্পর্কে প্রিয় নবীজি (ﷺ) অবগত

উম্মতের আমল সমূহ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) অবগত আছে এবং প্রতিনিয়ত উম্মতের জন্য মাগফেরাত কামনা করেন আমাদের প্রিয় রাসূল। যেমন নিচের হাদিস লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، **عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَرَأَيْتُ مِنَ أَحْسَنِ أَعْمَالِهِمُ الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ،**

-"হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মতের সকল ভাল আল সমূহ এবং মন্দ আমল সমূহ আমার সামনে পেশ করা হয়েছে। এমনকি আমি তাদের নেক আমল সমূহের মধ্যে 'রাস্তা থেকে সংক্রিট সরাতেও দেখেছি'।"[১২৩]

অন্য হাদিসে আছে হযরত আবু যার (রাঃ) বর্ণনা করেন,

عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي بِأَعْمَالِهَا حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ، فَرَأَيْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا

-"রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: আমার উম্মতকে আমার কাছে তাদের আমলসহ পেশ করা হয়েছে। ফলে আমি তাদের উত্তম আমল সমূহ দেখেছি।"[১২৪]

ইহা ছহীহ্ হাদিস সুতরাং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) উম্মতের আমলনামায় কয়টি নেকী আছে এবং কয়টি গোনাহ্ আছে প্রিয় নবীজি (ﷺ) তাও জানেন ও দেখেন। আর ইহাই হচ্ছে রাসূলে পাক (ﷺ) এর ইলমে গায়েব।

নবীজি (ﷺ) জান্নাত জাহান্নাম সহ সবই দেখেন

১২৩. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৫৫৩ এবং ৫৭; মিশকাত শরীফ, ৬৯ পৃ:; মেরকাত শরহে মিশকাত, ২য় খণ্ড, ৩৮৬ পৃ:; মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালুছী, হাদিস নং ৪৮৫; আশিয়াতুল লুমআত; মুসনাদে আহমদ, ৫ম খণ্ড, ১৭৮ পৃ: হাদিস নং ২১৫৪৯; বুখারী: আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ২৩০; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৩৯১৬; ছহীহ্ ইবনে খুজাইমা, হাদিস নং ১৩০৮; মুস্তাখরাজে আবী আওয়ানা, হাদিস নং ১২১১; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ১৬৪২ ও ১৬৪১; ইমাম বায়হাক্বী: আল আদাব, হাদিস নং ৩৭২; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ১০৬৫৯; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৪৮৯; বায়হাক্বী শরীফ, হাদিস নং ৩৫৯০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৬৮৩; ছহীহ্ ইবনে খুজাইমা, ২য় খণ্ড, ৫৬২ পৃ:;

১২৪. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২১৫৫০;

জমীন থেকেই আল্লাহর হাবীব জান্নাত জাহান্নাম ও হাউজে কাউছার দেখেন। যেমন নিচের হাদিস গুলো লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ هُوَ ابْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُوَرِّقٍ،**عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ،**

-"হযরত আবু জার গিফারী (রা.) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না এবং আমি যা শুনি তোমরা তা শুনো না।"[১২৫]

ইমাম হাকেম (রহঃ)হাদিসটিকে **صَحِيحٌ** সহীহ্ বলেছেন। ইমাম তিরমিজি (রঃ) হাদিসটিকে **حَسَنٌ** হাসান বলেছেন। এমনকি স্বয়ং নাছিরুদ্দিন আলবানী হাদিসটিকে **حَسَنٌ** হাসান বলেছেন।"[১২৬]

ইমাম আবু ঈসা তিরমিজি (রঃ) বলেছেন:

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ.

-"এ বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত আনাস (রাঃ) থেকেও হাদিস বর্ণিত আছে।"[১২৭]

অতএব, আমরা যা কিছু দেখিনা প্রিয় নবীজি (ﷺ) তা দেখতে পান এবং আমরা যা কিছু শুনিনা প্রিয় নবীজি (ﷺ) তা শুনতেও পান। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে, সৃষ্টি জগতের সকল কিছু রাসূল (ﷺ) দেখেন ও শুনেন। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ،.... ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ،

-"হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমি একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কাছে গেলাম। তখন সূর্য গ্রহণ লেগেছিল। দেখলাম সব মানুষ দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন।..... অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেন, যা কিছু হবে তন্মধ্যে এমন

---

১২৫. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২১৫১৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪১৯০; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২৩১২; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৩৮৮৩; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ২য় খণ্ড, ২৩৬ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বীঃ শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৭৬৪; ইমাম বাগভীঃ শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৪১৭২; মুসনাদে বাজ্জার, হদিস নং ৩৯২৫; বায়হাক্বী সুনানে কুবরা, হাদিস নং ১৩৩৩৭; জামেউল উছুল, হাদিস নং ১৯৮৫; তুহফাতুল আশরাফ, ১১৯৮৬; ইমাম সুয়ূতিঃ ফাতহুল কাবীর, হাদিস নং ৪৫১৭; জামেউল ফাওয়াইদ, হাদিস নং ৯৬৬০;

১২৬. ছাহীহ্ জামেউছ ছাগীর ওয়া যিয়াদা, হাদিস নং ১১২৭;

১২৭. তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২৩১২;

কোন বস্তু নেই যা আমি এই স্থান থেকে দেখিনি, এমনকি জান্নাত ও জাহান্নামও দেখেছি।"[১২৮]

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহর নবী (ﷺ) সকল কিছুই দেখেন, এমনকি জান্নাত ও জাহান্নাম পর্যন্ত দেখেন। প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর দৃষ্টি শক্তি কত শক্তিশালী ছিল। (সুবহানাল্লহ)।

কার ইন্তেকাল কিভাবে হবে তাও নবীজি (ﷺ) বলেছেন

বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায়, আল্লাহর হাবীব রাসূলে পাক (ﷺ) কার ইন্তিকাল কিভাবে হবে সে ব্যাপারে পূর্বেই বলেছেন। যেমন নিচের হাদিস গুলোর দিকে লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ،**عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُحُدًا، وَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اثْبُتْ أُحُدُ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، وَصِدِّيقٌ، وَشَهِيدَانِ**

-"হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত উসমান (রাঃ) উহুদ পাহাড়ে দাঁড়ালেন। ফলে উহুদ পাহাড় নড়ে উঠল। রাসূল (ﷺ) তাঁর পা মোবারক দ্বারা উহুদ পাহাড়ে আঘাত করলেন ও বললেন, থামো হে উহুদ! কেননা তোমার মাঝে একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও ২জন শহীদ রয়েছেন।"[১২৯]

এই হাদিস উল্লেখ করে ইমাম তিরমিজি (রঃ) বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. -"এই হাদিস হাছান-ছহীহ্।"

অতএব, এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, কোন ব্যক্তি কিভাবে মারা যাবে সে খবরও আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর কাছে রয়েছে। কারণ প্রিয় নবীজি (ﷺ) যখন এই কথা বলেছেন তখন হযরত উমর ও উছমান (রাঃ) উভয়ই জিবীত ছিলেন, অথচ তিনি দু'জনেরই শাহাদাতের খবর বলে দিলেন। অর্থাৎ, তাঁরা দু'জন যে

---

১২৮. মুয়াত্তা মালেক, হাদিস নং ২০১; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৬৯২৫; ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ১৮৪ ও ৯২২; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৯০৫; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৩১১৪; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ৩১৩; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ১১৩৭; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, ৬৩৬০; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩৭৫১০;

১২৯. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৩৬৭৫; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৬৯৭; বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৩৯০১; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৩১৯৬; আস সুন্নাহ লি ইবনে আছেম, হাদিস নং ১৪৩৮; মেসকাত শরীফ, ৫৬৩ পৃ:; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১১তম খণ্ড, ২৩৪ পৃ:; মুসনাদে আহমদ; ১৬তম খণ্ড, ৪৭২ পৃ:; সুনানে আবু দাউদ শরীফ;

শহীদ হবে ইহা নবীজি (ﷺ) পূর্বেই জানতেন। কে কোথায় কিভাবে মারা যাবে প্রিয় নবীজি (ﷺ) বহুবার বহু স্থানে বলেছেন। নিচের হাদিস গুলো লক্ষ্য করুন,
وَعَن أبي هريرةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ وَكَثُرَتْ بِهِ الْجِرَاحُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أَرَأيتَ الَّذِي تحدثت أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَشَدِّ الْقِتَالِ....
-"হযরত হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (ﷺ) এর সাথে হুনায়নের যুদ্ধের সময় ছিলাম। সেই যুদ্ধে তাঁর সাথে অংশ গ্রহণকারী ইসলামের দাবীদার জৈনিক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) সম্পর্কে বললেন, এই লোক জাহান্নামী! সে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে এখন মারাত্বকভাবে আহত অবস্থায় আছে। এইবারও তিনি বললেন, সে জাহান্নামী!! এই শুনে কারো কারো মনে সন্দেহের উদ্রেগ হল। এমতাবস্থায় লোকটি ভীষণভাবে জখমের যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে নিজের হাঁতখানা তীরদানের দিকে বের করে নিজের বক্ষের মধ্যে গাথিয়া দিলেন। এমতাবস্থায় মুসলমানের কিছু লোক দৌড়ে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'য়ালা আপনার কথাটি সত্য বলে পরিণত করেছেন। অমুক লোকটি নিজেই আত্মহত্যা করেছে।"[১৩০]
এই হাদিস দ্বারাও স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, কে জান্নাতী এবং কে জাহান্নামী তা আল্লাহর নবী (ﷺ) পূর্বে থেকেই আল্লাহর তরফ থেকে জানতেন। যেমন এই লোক সম্পর্কে পূর্বেই জানিয়েছেন। সুতরাং বিষয়টি স্পষ্টত যে, অতীত-ভবিষ্যত বিষয়ক ইলমে গায়েব জানতেন, আর পবিত্র কোরআনে অতীত-ভবিষ্যত বিষয়ক জ্ঞানকে গায়েব বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، **عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةً، فَقَالَ: يُقْتَلُ هذَا فِيهَا مَظْلُومًا لِعُثْمَانَ.**

১৩০. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৬৬০৬; মিশকাত শরীফ, ৫৩৪ পৃ:; মুসনাদে আহমদ; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ২৫২৬; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ১৬৮৩৪; সুনানে দারেমী শরীফ, ২য় খণ্ড, ৩১৪ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: মেরকাত শরহে মিশকাত, ১১তম খণ্ড, ৩০ পৃ:;

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ﷺ) ফেতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং হযরত উসমান (রাঃ) এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এই লোকটি উক্ত ফিতনায় মজলুম অবস্থায় শহীদ হবে।"[১৩১]

ইমাম তিরমিজি (রঃ) ও লা-মাযহাবী নাছিরুদ্দিন আলবানী হাদিসটিকে **حَسَنٌ** হাসান বলেছেন। লক্ষ্য করুন! আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হযরত উসমান (রাঃ) এর শহীদ হওয়ার সংবাদ পূর্বেই ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন এমনকি কিভাবে শহীদ হবেন তাও বলেছেন।

আম্মার ইবনে ইয়াছার (রাঃ)'র শহীদী ইন্তিকালের খবর

সাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাঃ) কাফের কর্তৃক শহীদ হবেন এই খবর রাসূলে পাক (ﷺ) পূর্বে থেকেই বলেছেন। এ বিষয়ে নিচের রেওয়ায়েত গুলো উল্লেখ করা যায়,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو قَتَادَةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ حِينَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأسه وَيَقُول: بؤس بن سميَّة تقتلك الفئة الباغية**

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমার চেয়ে উত্তম হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) আমার কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) খন্দক যুদ্ধের পরিখা খননের সময় হযরত আম্মার (রাঃ)'র মাথায় হাঁত বুলিয়ে বলেছিলেন, সুমাইয়ার পুত্রের উপর কত কঠিন সময় আগত, বিদ্রোহী দলটি তাঁকে হত্যা করবে।"[১৩২]

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, কার মৃত্যু কিভাবে হবে তাও আল্লাহর নবী (ﷺ) জানতেন। আর এ কারণেই হযরত আম্মার (রাঃ) এর শাহাদাতের অবস্থা পূর্বেই বর্ণনা করেছেন। আর ইহাই হল রাসূল (ﷺ) ইলমে গায়েব। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

---

১৩১. মিশকাত শরীফ, ৫৬২ পৃ: হাদিস নং ৬০৭৮; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৭০৮; মুসনাদে মাওজুয়ী, ২য় খণ্ড, ৬৯ পৃ:; শরহে ত্বাবী, ১২তম খণ্ড, ৩৮৭৭ পৃ:, হাদিস নং ৬০৭৮; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১১তম খণ্ড, ২২৯ পৃ:; ইমাম আহমদ: ফাদ্বাইলে সাহাবা, হাদিস নং ৭২৪; মু'জামে ইবনে আরাবী, হাদিস নং ৪৯৪;

১৩২. ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ১৬৭৮৯; মিশকাত শরীফ, ৫৩২ পৃ: হাদিস নং ৫৮৭৮; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১১তম খণ্ড, ১৭ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত; মিনহাজ শরহে মুসলীম, ১৮তম খণ্ড, ৪০ পৃ:;

وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ عُقْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ**عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ: تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ**

-"হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আম্মার (রাঃ) কে বলেছেন, বিদ্রোহী দলটি তোমাকে হত্যা করবে।"[১৩৩] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ: تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ**

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) আম্মার (রাঃ) কে বললেন, বিদ্রোহী দলটি তোমাকে হত্যা (শহীদ) করবে।"[১৩৪] এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে,

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْشِرْ يَا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ الفِئَةُ البَاغِيَةُ: وَفِي البَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي اليَسَرِ، وَحُذَيْفَةَ وهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, হে আম্মার (রাঃ) তোমার জন্য সু-সংবাদ! বিদ্রোহী দলটি তোমাকে শহীদ করবে। এ বিষয়ে উম্মে সালামা (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ), আবী ইয়াছার (রাঃ), হুজাইফা (রাঃ) থেকেও হাদিস বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিজি (রঃ) বলেন, এই হাদিস হাসান-ছহীহ্।"[১৩৫]

তিরমিজির তাহকিকে নাছিরুদ্দিন আলবানী হাদিসটিকে ছহীহ্ বলেছেন। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

---

১৩৩. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২৯১৬; মুসনাদে ইবনে জা'দ, হাদিস নং ১১৭৫; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৮২১৭; ইমাম ইবনে রজব: ফাতহুল বারী, ৩য় খণ্ড, ৩০৯ পৃ:; মুসনাদে আবু দাউদ ত্বায়ালুছী, হাদিস নং ১৭০৩; মুসনাদে ইবনে জা'দ, হাদিস নং ১১৭৫; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৬৫৬৩; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খণ্ড, ১৯৭ পৃ:; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৩৯৫২;

১৩৪. মুসনাদে আবী দাউদ ত্বায়ালিছী, হাদিস নং ৬৩৭; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৮৪৯৪; ইমাম ইবনে রজব: ফাতহুল বারী, ৩য় খণ্ড, ৩০৬ পৃ:; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী, ১ম খণ্ড, ৪৪২ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১১২২১; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খণ্ড, ১৯৭ পৃ:;

১৩৫. তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৮০০; মুবারকপুরী: তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩৮০০ এর ব্যখ্যায়;

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: إِنِّي لَأَسِيرُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي مُنْصَرَفِهِ مِنْ صِفِّينَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: فَقَالَ**عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: يَا أَبَتِ، مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَمَّارٍ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ سُمَيَّةَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ**

-"আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, হে পিতা!! আমি রাসূল (ﷺ) কে আম্মার (রাঃ) কে বলতে শুনেছি: হে সুমাইয়ার পুত্র!! তোমার জন্য সু-সংবাদ! বিদ্রোহীরা তোমাকে শহীদ করবে।"[১৩৬] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ**عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ**

-"হযরত আম্মার (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন, বিদ্রোহী দলটি তোমাকে হত্যা করবে।"[১৩৭]

এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করে ইমাম হায়ছামী (রঃ) বলেন:

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرِجَالُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ زِيَادٍ مَوْلَى عَمْرٍو وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

-"ইমাম তাবারানী ইহা বর্ণনা করেছেন। এর সকল রাবীগণ বিশুদ্ধ, তবে 'যিয়াদ মাওলা আমর' ব্যতীত। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহঃ)তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।"[১৩৮]

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ،**عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ**

-"মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে রাফে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলছেন, হযরত আম্মার (রাঃ) বললেন, বিদ্রোহী দলটি তোমাকে শহীদ করবে।"[১৩৯]

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

---

১৩৬. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৬৪৯৯; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ১৪৩০০;

১৩৭. মুসনাদে হারেছ, হাদিস নং ১০১৭; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ১৪২৮; ইমাম তাবারানী: মুজামুল আওছাত, হাদিস নং ৭৫২৬; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৩৬১ পৃ:;

১৩৮. ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১৫৬২৬;

১৩৯. ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ৯৫৪;

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، **عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُونَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمَّارٍ: تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেছ ইবনে নাওফেল (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আমর ইবনে আ'স (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ও হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সূফিয়ান (রাঃ) কে বলতে শুনেছি: বিদ্রোহী দলটি আম্মারকে শহীদ করবে।"[১৪০]

সুতরাং সাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াছার (রাঃ) কাফেরদের কাছে শহীদ হবেন ইহা দয়াল নবীজি (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত্ব ইলমে পূর্ব থেকেই জানেন। (সুবহানাল্লাহ)

কে কোথায় মারা যাবে তাও নবীজি (ﷺ) বলেছেন

কে কোথায় মারা যাবে আল্লাহর হাবীব রাসূলে করীম (ﷺ) এ ব্যাপারেও পূর্ব থেকে বলেছেন। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، **عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ....... قَالَ أَنَسٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا. وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا. وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، وَهَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا. وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا جَاوَزَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ مَوْضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَمَرَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخِذَ بِأَرْجُلِهِمْ فَسُحِبُوا فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ**

-"হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত,...... হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, (বদরের যুদ্ধের আগের দিন) প্রিয় নবীজি (ﷺ) যুদ্ধের মাঠে গিয়ে জমীনে হাঁত রেখে বললেন, আগামীকাল এই জায়গায় অমুক (ওতবা) মারা যাবে। আরেকটি জায়গায় হাঁত রেখে বললেন, আগামীকাল এই জায়গায় অমুক (শায়বাহ) মারা যাবে। আরেকটি জায়গায় হাঁত রেখে বললেন, আগামীকাল এই জায়গায় অমুক (আবু জাহেল) মারা যাবে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ঐ সত্ত্বার কসম! যার হাঁতে আমার প্রাণ, প্রিয় নবীজি (ﷺ) যেখানে হাঁত

১৪০. ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ৭৫৯;

রেখে যার নাম বলেছেন, ঠিক সেখান থেকেই ঐ ব্যক্তির লাশ যুদ্ধের পরে টেনে নিয়েছিলাম।"[১৪১]

সুবহানাল্লাহ! এই হাদিসের দিকে ভাল করে নজর করুন, বদরের যুদ্ধের আগের দিন কে কোথায় মারা যাবে তা আল্লাহর হাবীব (ﷺ) সাহাবীদেরকে বলে দিলেন। পূর্বের হাদিস সমূহ দ্বারা আমরা জেনেছি, কে কিভাবে মারা যাবে তাদের অবস্থা প্রিয় নবীজি (ﷺ) পূর্বেই বর্ণনা করেছেন। আর এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, কে কোথায় মারা যাবে আল্লাহ পাক প্রিয় নবীজিকে তাও জানিয়েছেন।

আগামীকাল কি হবে তাও বলেছেন

আগামীকাল কি হবে এ সম্পর্কে রাসূলে পাক (ﷺ) পূর্ব থেকেই সংবাদ দিয়েছেন। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

-"আবু হাজেম হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) খায়বার যুদ্ধের আগের দিন বলেছেন, আমি আগামীকাল এমন একজনের হাঁতে পতাকা দিব যার হাঁতে খায়বার বিজয় নিশ্চিত। তিনি এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাকে ভালবাসেন।"[১৪২]

---

১৪১. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ১৭৭৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৬৮১ জিহাদ অধ্যায়; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ১৮৪৩৮; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৮২; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ২২২; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৪৭২২; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল আওছাত, হাদিস নং ৮৪৫৩; ইমাম তাবারানী: মু'জামুছ ছাগীর, হাদিস নং ১০৮৫; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩৬৭০৯; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৫৮৭১; মেরকাত শরহে মিশকাত, হাদিস নং ৫৮৭১; ইমাম হিন্দী: কানজল উম্মাল, হাদিস নং ২৯৯৩৮;

১৪২. মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ১১৪; ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৪২১০; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২৪০৬; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৮০৯৩; আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, ৬২ পৃ:; বায়হাক্বী: আসমা ওয়া ছিফাত, হাদিস নং ১০৪২; ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল: ফাদ্বাইলে ছাহাবা, হাদিস নং ১০৩৭; মিশকাত শরীফ, ৫৬৩ পৃ: হাদিস নং ৬০৮৯; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৩৯০৬; মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, ৩৩১ পৃ:, হাদিস নং ২২৮২১; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১১তম খণ্ড, ২৪৩ পৃ:;

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আগামীকাল যুদ্ধে জয়/পরাজয় সবই জানতেন, এবং কার মাধ্যমে যুদ্ধে বিজয় আসবে তাও নবীজি (ﷺ) জানতেন। যেমন হযরত আলী (রাঃ) এর হাঁতে পতাকা দেওয়ার সময় এই কথা গুলো বলেছেন।

কোন দেশের মানুষের কিরুপ আচরন তাও জানেন

কোন মানুষের কিরুপ আচরণ সে সম্পর্কেও আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন। যেমন নিচের হাদিস লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ،**عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا، فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، أَوْ قَالَ: ذِمَّةً وَصِهْرًا،**

-"হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, অচিরেই তোমরা মিশর জয় করবে। ইহা এমন একটি দেশ যেখানে কিরাত (মুদ্রার নাম) ব্যবহার করা হবে। তুমি ইহা জয় করলে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। কেননা তাদের সাথে সৌহার্দ্য ও আত্মীয়তার অথবা তিনি বলেছেন সৌহার্দ্য ও শশুরাত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে।"[১৪৩]

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণ হয়, হযরত উমর (রাঃ) এর যুগে মিশর জয় হবে ইহা রাসূল (ﷺ) আগেই জানতেন। এমনকি তারা কি ধরণের মুদ্রা ব্যবহার করেন তাও নবীজি (ﷺ) জানতেন (সুবহানাল্লাহ)।

ভবিষ্যতে মুসলমানদের কি অবস্থা হবে তাও বলেছেন

ভবিষ্যতে ফিতনার সময় কার মাধ্যমে নিরসন হবে তাও প্রিয় নবীজি (ﷺ) পূর্ব থেকেই বলেছেন। যেমন নিচের হাদিস লক্ষ্য করুন,

وَعَن أبي بكرَة قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

-"হযরত আবু বাকরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইমাম হাসান (রাঃ) কে কোলে নিয়ে মিম্বরে বসা ছিলেন। হঠাৎ প্রিয় নবীজি

---

১৪৩. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২১৫২০; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২৫৪৩; মিশকাত শরীফ, ৫৩৯ পৃ: হাদিস নং ৫৯১৬; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১১তম খণ্ড, ৬০ পৃ:; আশিয়াতুল লুমআত;

(ﷺ) বললেন, আর এই সায়্যেদ! নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা ইমাম হাসান (রাঃ) এর মাধ্যমে মুসলমানদের বিরাট দু'টি বাহিনীকে একত্রিত করে দিবেন।"[১৪৪]
এই হাদিসেও ইমাম হাসান (রাঃ) এর মাধ্যমে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর বাহিনীর মধ্যে সমঝোতা করার আগাম বার্তা প্রিয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন। এটিই রাসূলে পাক (ﷺ) এর ইলমে গায়েব।

ইমাম হুসাইন (রাঃ) কোথায় কিভাবে শহীদ হবে তাও বলেছেন

দয়াল নবীজি (ﷺ) এর কলিজার টুকরা হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ) কোথায় শহীদ হবেন, সে ব্যাপারে আল্লাহর হাবীব রাসূলে পাক (ﷺ) পূর্বে জানিয়েছেন। যেমন নিচের রেওয়ায়েত গুলো লক্ষ্য করুন,
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَوْثَرٍ ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ ثنا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، **عَنْ أَنَسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا يُقْتَلُ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ**
-"হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আমার এই বৎস! এমন এক স্থানে শহীদ হবে যার নাম 'ইরাক'।"[১৪৫]
এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইমাম হুছাইন (রাঃ) কারবালায় শহীদ হবেন এই খবর আল্লাহর নবী পূর্বেই বলেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে: **أَنَّهُ يُقْتَلُ بِكَرْبَلَاءَ** - "নিশ্চয় তিনি কারবালা নামক স্থানে শহিদ হবে।"[১৪৬] ইহাই আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর ইলমে গায়েব।

জালিম ইয়াজিদ সম্পর্কে স্পষ্ট ভবিষ্যতবাণী

আল্লাহর হাবীব রাসূলে পাক (ﷺ) এর সুন্নাত বিনষ্টকারী মালাউন ইয়াজিদ সম্পর্কে পূর্ব থেকেই আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন। যেমন নিচের হাদিস গুলো লক্ষ্য করুন,

---

১৪৪. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ২৭০৪; ইমাম তাবারানীঃ মুজামুছ ছাগীর, হাদিস নং ৭৬৬; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৪৮১০; ইমাম বাগভীঃ শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৩৯৩৪; মিশকাত শরীফ, ৫৬৯ পৃঃ হাদিস নং ৬১৪৪; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২০৪৯৯; আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং ৪৬৬২; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১১তম খণ্ড, ২৯৮ পৃঃ; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৭৭৩; মেরআত;

১৪৫. ইমাম আবু নুয়াইমঃ দালায়েলুন্নাবুয়াত, হাদিস নং ৪৯৩; ইবনে আসাকির; ইমাম সুয়ূতিঃ খাছাইছুল কুবরা, ২য় খণ্ড, ২১৩ পৃঃ; ইমাম ইবনে ছালেহ শামীঃ সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১১তম খণ্ড, ৭৫ পৃঃ; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া;

১৪৬. ইমাম আবু নুয়াইমঃ দালায়েলুন্নাবুয়াত, হাদিস নং ৪৯২;

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ مَكْحُولٍ،**عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ قَائِمًا بِالْقِسْطِ حَتَّى يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَثْلُمُهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ**

-"হযরত উবাদাহ ইবনে জার্‌রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, আমার পর উম্মতের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের মাধ্যমে খেলাফত চলবে। কিন্তু উমাইয়া গোত্রের একটি লোক তা নষ্ট করে দিবে।"[১৪৭] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ قَالَ: أَنْبَأَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَنْبَأَ عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، **عَنْ رُفَيْعٍ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ**

-"হযরত রুফাঈ আবী আলিয়া (রাঃ) বলেন, হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেছেন: আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় বনী উমাইয়ার এক লোক প্রথম আমার সুন্নাতকে পরিবর্তন করবে।"[১৪৮] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ **عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِي قَائِمًا بِالْقِسْطِ حَتَّى يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَثْلِمُهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ يُقَالُ لَهُ: يَزِيدُ**

-"হযরত উবাদাহ ইবনে জার্‌রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, আমার পর উম্মতের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের মাধ্যমে খেলাফত চলবে। কিন্তু উমাইয়া গোত্রের একটি লোক তা নষ্ট করে দিবে, তার নাম 'ইয়াজিদ'।"[১৪৯]

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَاهَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ**عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ**

১৪৭. মুসনাদে হারেছ, হাদিস নং ৬১৬, মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৮৭১; মুছান্নাফু ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩৫৮৭৭; ইমাম নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ: আল ফিতান, হাদিস নং ৮১৭ ও ৮২৪; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া; খাছাইছুল কোবরা ২য় খণ্ড, ২৩৬ পৃ:; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১০ম খণ্ড, ৮৯ পৃ:; সিরাতে হলভিয়া, ১ম খণ্ড, ২৪০ পৃ:;

১৪৮. ইমাম দুলাভী: আল কুনা ওয়াল আসমা, হাদিস নং ৯২২; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ১২৮৪;

১৪৯. মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৮৭১; মুসনাদে হারেছ, হাদিস নং ৬১৬; ইমাম সুয়ূতি: খাছাইছুল কুবরা, ২য় খণ্ড, ২৩৬ পৃ:;

-"হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে পাক (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, বনী উমাইয়্যার এক ব্যক্তি (ইয়াজিদ) সর্বপ্রথম আমার সুন্নাতকে পরিবর্তন করবে।"[১৫০]সনদ ছহীহ্। ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রঃ) রেওয়ায়েতটি এরূপ উল্লেখ করেছেন,

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَأَبُو يعلى وَالْبَيْهَقِيّ وَعَن أبي ذَر وَأَبُو نعيم **أبي عُبَيْدَة بن الْجراح قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يزَال هَذَا الْأَمر معتدلا بِالْقِسْطِ حَتَّى يثلمه رجل من بني أُميَّة يُقَال لَهُ يزِيد**

-"ইমাম ইবনে আবী শাবাহ্ (রহঃ), ইমাম আবু ই'য়ালা (রহ)ঃ এবং ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) থেকে এবং ইমাম আবু নুয়াইম (রহঃ) হযরত উবাইদা ইবনে জার্‌রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তাঁরা বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, আমার পর উম্মতের মাঝে ন্যায় ও ইনছাফের মাধ্যমে খেলাফত চলবে। কিন্তু উমাইয়া গোত্রের একটি লোক তা নষ্ট করে দিবে, তার নাম 'ইয়াজিদ'।"[১৫১]

এই হাদিস গুলোতে স্পষ্ট করে ন্যায়-ইনছাফ ধ্বংসকারী এবং রাসূল (ﷺ) এর সুন্নাতকে পরিবর্তনকারী 'ইয়াজিদ' এর নাম প্রিয় নবীজি (ﷺ) পূর্বেই বলেছেন। তাই ভবিষ্যতে কে শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট করবে রাসূল (ﷺ) তাদেরকেও চিনেন। আর ইহাই ইলমে গায়েব এর অন্যতম নমুনা।

হযরত ঈসা (আঃ) আমাদের নবীর যিয়ারতের খবরঃ

শেষ যামানায় হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে আসবেন এবং আল্লাহর রাসূলের পবিত্র রওজা মুবারক যিয়ারত করার জন্য সিরিয়া থেকে মদিনায় গমন করবেন। এ বিষয়ে প্রিয় রাসূল (ﷺ) পূর্বেই জানিয়েছেন। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

أَخْبَرَنِي أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحِيرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، **عَنْ عَطَاءٍ، مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَهْبِطَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، وَإِمَامًا مُقْسِطًا وَلَيَسْلُكَنَّ فَجًّا حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ بِنِيَّتِهِمَا وَلَيَأْتِيَنَّ قَبْرِي حَتَّى يُسَلِّمَ وَلَأَرُدَّنَّ عَلَيْهِ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَيْ بَنِي أَخِي إِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَقُولُوا: أَبُو هُرَيْرَةَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ**

---

১৫০. মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩৫৮৭৭;

১৫১. ইমাম সুয়ূতি: খাছাইছুল কুবরা, ২য় খণ্ড, ২৩৬ পৃ:; ইবনে ছালেহ: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১০ম খণ্ড, ৮৯ পৃ:;

-“উম্মে হাবিবা (রাঃ) এর দাস আত্বা (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, অবশ্যই হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) ন্যায় পরায়ণ ও সৎ শাসক হিসেবে অবতরণ করবেন। আর তিনি হজ্ব অথবা উমরা অথবা উভয় পালনের উদ্দেশ্যে সিরিয়া হতে অনেক অলি-গলি পার হয়ে আসবেন। অবশ্যই তিনি আমার রওজা পাকে এসে সালাম পেশ করবেন এবং আমি তার সালামের জবাব প্রদান করবো।”[১৫২] ইমাম হাকেম (রঃ) ও ইমাম যাহাবী (রঃ) বলেন-

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ-“এই হাদিসের সনদ বিশুদ্ধ।” এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় শেষ যুগে হযরত ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করে রাসূলে পাক (ﷺ) এর পবিত্র রওজা মোবারক যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করবেন। ভবিষ্যতে ঘটিতব্য এই গায়েবের সংবাদ রাসূলে পাক (ﷺ) আমাদেরকে আগেই জানিয়ে দিয়েছে।

হুরুফে মুকাত্তায়াত সম্পর্কে প্রিয় নবীজি (ﷺ) অবগত

প্রিয় নবীজি (ﷺ) পবিত্র কোরআনের হুরুফে মুকাত্তায়াত ও আয়াতে মুতাশাবিহাত সম্পর্কে জানতেন। প্রখ্যাত মুফাস্‌সির, হারাম শরীফের ইমাম, আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী হানাফী (রঃ) উল্লেখ করেন,

روى فى الاخباران جبريل عليه السلام لما نزل بقوله تعالى كهيعص فلما قال كاف قال النبي عليه السلام علمت فقال ها فقال علمت فقال يا فقال علمت فقال عين فقال علمت فقال صاد فقال علمت فقال جبريل عليه السلام كيف علمت ما لم اعلم ؟

-“খবরে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় জিব্রাইল (আঃ) প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কাছে (কাফ, হা, ইয়া, আইন, চোয়াদ) নিয়ে আসলেন। যখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ‘কাফ’ নবীজি (ﷺ) বললেন, আমি ইহা পূর্ব থেকেই জানি। হযরত জিবরাঈল বললেন, ‘হা’ নবীজি (ﷺ) বললেন, ইহা আমি পূর্ব থেকেই জানি। হযরত জিবরাঈল বললেন, ‘ইয়া’ নবীজি (ﷺ) বললেন, ইহা আমি পূর্ব থেকেই জানি। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ‘আইন’ নবীজি (ﷺ) বললেন, ইহা আমি পূর্ব থেকেই জানি। হযরত জিবরাঈল (আঃ) বললেন, ‘ছোয়াদ’ নবীজি (ﷺ) বললেন, ইহাও আমি পূর্ব থেকেই জানি। হযরত জিবরাঈল (আঃ)

১৫২. মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৪১৬২;

বললেন, কিভাবে আপনি ইহার অর্থ জানলেন, অথচ আমিও ইহার অর্থ জানি না?"[১৫৩]

উল্লেখিত হাদিস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়, সৃষ্টি জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল প্রকার সমস্থ বিদ্যা বা ইলম স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত রাসূলে পাক (ﷺ) কে ওহী কিংবা বাতেনীভাবে দান করেছেন। আর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাহিরে সংগঠিত সকল কিছুই **الْغَيْبُ** 'ইলমে গায়েব' এর অন্তর্ভূক্ত বিধায় প্রিয় নবীজি (ﷺ) এই সকল ইলমে গায়েব জানতেন। আর ইহা অস্বীকার করা মূলত অসংখ্য ছহীহ্ হাদিস অস্বীকার করার নামান্তর, যা প্রকাশ্য কূফুরীর সমতুল্য।

যারা পবিত্র কোরআনের আয়াতে মুতাশাবিহাত অথবা হুরুফে মুকাত্তায়াতের তাবিলী ইলম সম্পর্কে জানতেন তাদের মধ্যে প্রিয় নবীজি (ﷺ) হলেন প্রথম। অতঃপর প্রিয় নবীজির সাহাবীদের কেউ কেউ ইহা জানতেন। যেমন নিচের দলিল গুলো লক্ষ্য করুন,

وَقَدْ رَوَى ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ،**عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عباس أَنَّهُ قَالَ: أَنَا مِنَ الرَّاسِخِينَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ.**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি বলেছেন, আমি সেই রাছেখীনদের অন্তর্ভূক্ত যারা এসব আয়াতের তাবিলী জ্ঞান রাখতো।"[১৫৪]

অনুরুপ অন্য একজন সাহাবীর ব্যাপারেও এরুপ বর্ণনা রয়েছে। যেমন লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،**عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَقِيتُ زَيْدًا فَوَجَدْتُهُ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ.**

-"হযরত মাসরুক (রঃ) বলেন, আমি হযরত জায়েদ (রাঃ) এর সাথে মিলিত হয়েছি। আমি তাকে উক্ত ইলমের রাছেখীনদের একজন হিসেবে পেয়েছি।"[১৫৫]

অনুরুপ হযরত মুজাহিদ (রহঃ)বলেছেন,

وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ

-"হযরত মুজাহিদ (রহঃ)বলেছেন, আমি সেই রাছেখীনদের অন্তর্ভূক্ত যারা এসব আয়াতের তাবিলী জ্ঞান রাখতো।"[১৫৬]

অতএব, প্রিয় নবীজির সাহাবীগণ যদি কোরআনের মুতাশাবিহাত অথবা হুরুফে মুকাত্তা'আত সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তাহলে রাসূলে পাক (ﷺ) এর ব্যাপারে বলার

---

১৫৩. তাফসিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খণ্ড, ৩৫৯ পৃ: ও ১ম খণ্ড, ৩৩ পৃ:;

১৫৪. তাফসিরে মাজহারী, ১ম খণ্ড, ১৪ পৃ:; তাফসিরে বাগভী, ১ম খণ্ড, ৪১২ পৃ:; তাফসিরে ইবনে কাছির, ২য় খণ্ড, ৮ পৃ:;

১৫৫. তাফসিরে ইবনে আবী হাতেম, হাদিস নং ৩২১১;

১৫৬. তাফসিরে বাগভী, ১ম খণ্ড, ৪১২ পৃ:; তাফসিরে ইবনে কাছির, ২য় খণ্ড, ৮ পৃ:;

অপেক্ষা রাখেনা। যারা প্রিয় নবীজি (ﷺ) কে ভালবাসেন কেবল তারাই প্রিয় নবীজির এ সকল শান-মান অস্বীকার করবে না। মূলত যাদের মনে রাসূল (ﷺ) এর ব্যাপারে কুটিলতা ও বিদ্বেষ রয়েছে কেবলমাত্র তারাই প্রিয় নবীজির এ সকল মর্যাদা স্বীকার করবে না।

কয়েকটি আকলী দলিল

আকলী দলিল নং-১:

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর ইলম ও কুদরত দ্বারা সর্বত্র বিরাজমান তথা **مُحِيطٌ** (মুহিত) তথা সব কিছুর পরিবেষ্টনকারী। অথচ কেউ তাকে দেখে না। সুতরাং স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাই সবচেয়ে বড় গায়েব। আমরা সকলেই অবগত আছি, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সেই আল্লাহ তা'য়ালাকেই সরাসরি দেখেছেন। তাহলে যিনি সবচেয়ে বড় গায়েব সম্পর্কে অবগত তিনি অন্যান্য গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন না কেন?

আকলী দলিল নং- ২:

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর শিক্ষক হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ এবং শাগরীদ হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)। আল্লাহ তা'য়ালা হচ্ছে সকল জ্ঞানের মালিক। এ হিসেবে অফুরন্ত জ্ঞান তাঁর প্রিয় হাবীবকে দান করেছেন, এটাই স্বাভাবিক। যেমন কামিল শিক্ষক তেমন উপযুক্ত শাগরিদ। এ জন্যেই আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ অর্থাৎ আপনার যা অজানা ছিল আমি সবই আপনাকে জানিয়েছি।

আকলী দলিল নং- ৩:

ইবলিশ শয়তান সারা পৃথিবা কে কোথায় ভাল কাজ করছেন তা অবগত হন এবং তাদেরকে ধোঁকা দেওয়ার উপযুক্ত সময় সম্পর্কেও সে অবগত। পৃথিবীর সব মানুষের অবস্থা যদি শয়তান জানতে পারে তাহলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কেন সবার খবর জানবেন না? প্রিয় নবীজির জ্ঞান কি শয়তানের চেয়েও কম? (নাউজুবিল্লাহ) বরং সৃষ্টি জগতে আল্লাহর নবীর সাথে কারো তুলনাই চলবে না।

আকলী দলিল নং-৪

কেউ যদি বলেন, 'আল্লাহ গায়েব জানেন' তথা **الله معلوم** "আল্লাহু মা'লুম" শব্দে বললে। তাহলে প্রশ্ন হবে আল্লাহকে কে গায়েব জানিয়েছেন? কারণ **معلوم** (মা'লুম) শব্দটি বাবে **سمع يسمع** (ছামিয়া ইয়াসমাউ) এর ওজনে **اسم مفعول** ইসমে মাফউল। যার অর্থ দাঁড়ায় অন্য কোন কর্তা কর্তৃক জানানো ইলম। আর আল্লাহ তা'য়ালা কারো কর্তৃক জানেন এরুপ নয়, বরং আল্লাহ নিজেই সকল ইলমের মালিক। আল্লাহর চেয়ে বড় জ্ঞানী কেউ আছে কি? (নাউজুবিল্লাহ)

এজন্যেই সকল আইম্মায়ে কেরাম বলেছেন **الله اعلم** (আল্লাহ আ'লামু) বা আল্লাহ নিজের থেকেই সর্বোজ্ঞ। অপরদিকে 'জানেন' শব্দটি তখনই আসবে যখন অন্য কেউ তাকে জানাবেন। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ হলেন গায়েব এর মালিক আর রাসূল (ﷺ) কে আল্লাহ গায়ব জানিয়েছেন।

ফোকাহা ও মুজতাহিদগণের অভিমত

দ্বীন ইসলামের সর্বজন মান্যবর ফোকাহায়ে এজামগণ এবং দ্বীনের বিভিন্ন তবকার মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস, মুজাদ্দিদগণ ও আউলিয়ায়ে কেরাম তাঁরা সকলেই রাসূলে করিম (ﷺ)'র আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গায়েব এর কথা স্বীকার করেছেন। আর স্বীকার করা ব্যতীত কোন রাস্তা নেই কারণ অসংখ্য ছহীহ্ রেওয়ায়েত ও পবিত্র কোরআন দ্বারা ইহা স্বীকৃত। নিচে আইম্মায়ে কেরামের মতামত তুলে ধরা হল।

শারিহে বুখারী ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রহঃ)এর অভিমত,

قَوْله: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً} يَعْنِي الله عَالم الْغَيْب فَلَا يظْهر على غيبه أحدا، إلاَّ من ارتَضى من رَسُول اخْتَارَهُ فِيمَا يَقُوله، وَالرَّسُول إِمَّا جَمِيع الرُّسُل أَو جِبْرِيل، عَلَيْهِ السَّلَام، لِأَنَّهُ الْمبلغ لَهُم وَاخْتلف فِي الْمُرَاد بِالْغَيْبِ فَقيل: هُوَ على عُمُومه، وَقيل: مَا يتَعَلَّق بِالْوَحْي خَاصَّة،

-"আল্লাহ তা'য়ালার বাণী 'তিনি আলিমুল গায়েব, তিনি কারো কাছে গায়েব প্রকাশ করেন না।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা আলিমুল গায়েব। তিনি কারো কাছে গায়েব প্রকাশ করেন না, তবে তাঁর মনোনিত রাসূলগণ ব্যতীত। এখানে ইলমে গায়েব জানানোর বিষয়ে সকল রাসূলগণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে এবং জিবরাঈল (আঃ)। কেননা তিনিই রাসূলগণের নিকট গায়েব পৌঁছে দেন। গায়েব এর অর্থ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, ইহা অনির্দিষ্ট ইলম। কেউ কেউ বলেছেন, যা নির্দিষ্ট করে ওহীর মাধ্যমে অবগত করানো হয়।"[১৫৭]

এখানে ইমাম বদরুদ্দিন আইনী হানাফী (রঃ) স্পষ্ট করেই বলেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর মনোনিত রাসূলগণ ইলমে গায়েব জানেন, অতঃপর রাসূলগণ নেই ইলমে গায়েব মানুষকে জানান।

শারিহে বুখারী ইমাম কাসতালানী (রহঃ)বলেন-

اعلم أن علم الغيب يختص بالله تعالى، وما وقع منه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام وغيره فمن الله تعالى، إما بوحي أو إلهام، والشاهد لهذا

---

১৫৭. ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ২৫তম খণ্ড, ৮৬ পৃ:৭৩৭৮ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

قوله تعالى: {عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} [الجن: 27]، **ليكون معجزة له.**

-"জেনে রেখো, নিশ্চয় ইলমে গায়েব আল্লাহর জন্য খাস। আর রাসূলে পাক (ﷺ) এর পবিত্র জবানে যেসব গায়েব প্রচারিত হয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই। ইহা ওহীর দ্বারা কিংবা ইলহামের দ্বারা। ইহার পক্ষে প্রমাণ রয়েছে। পবিত্র কোরআনের আয়াত "তিনি আলিমুল গায়েব, তিনি কারো কাছে গায়েব প্রকাশ করেন না, তবে তাঁর মনোনিত রাসূল ব্যতীত" অর্থাৎ আর এগুলো প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর মু'জিযা।"[১৫৮]

হাজার বছরের মুজাদ্দেদ **শায়েখ আহমদ ছেরহেন্দী মুজাদ্দেদ আফেসানী (রহঃ)**এ সম্পর্কে বলেন:

"যে জ্ঞান আল্লাহার জন্য বিশেষরূপে নির্ধারিত, সে জ্ঞান কেবল বিশেষ রাসূলগণকেই জ্ঞাত করা হয়।" (মাকতুবাতে ইমামে রব্বানী, ৩১০ নং মাকতুবাত)।

এ সম্পর্কে মারকাজুল আসানিদ, শাইখুল মাশাইখ, **আল্লামা শায়েখ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ)বলেন:**

"হযরত আদম (আঃ) থেকে শিঙ্গায় ফুক দেওয়া পর্যন্ত সব কিছুই রাসূলে পাক (ﷺ) এর সামনে উপস্থিত করা হয়, ফলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল কিছু প্রিয় নবীজি (ﷺ) জেনে নিয়েছেন।"[১৫৯]

দেখুন! যা উসিলায় ভারতবর্ষে হাদিসের কিতাব পাওয়া গেল এবং যিনি মারজুল আসানিদ স্বয়ং তিনিই রাসূলে পাক (ﷺ) এর আল্লাহ পাকের দানকৃত **الْغَيْبُ** ইলমে গায়েব কে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

<u>শারিহে আবী দাউদ মাওঃ আজিমাবাদী তদীয় কিতাবে বলেন,</u>

وَمَا وَقَعَ مِنْهُ عَلَى لسان رسول الله فَمِنَ اللهِ بِوَحْيٍ وَالشَّاهِدُ لِهَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إلا من ارتضى من رسول أَيْ لِيَكُونَ مُعْجِزَةً لَهُ

-"আর রাসূলে পাক (ﷺ)-এর পবিত্র জবানে যেসব গায়েব প্রকাশিত হয়েছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই ওহীর দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। ইহার পক্ষে প্রমাণ রয়েছে পবিত্র কোরআনের আয়াত "তিনি আলিমুল গায়েব, তিনি কারো কাছে গায়েব

---

১৫৮. ইমাম কাস্তালানী: আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ৩য় খণ্ড, ১২৫ পৃ:;

১৫৯. মাদারেজুন্নবুয়াত, ১ম খণ্ড, ১৪৪ পৃ:;

প্রকাশ করেন না তবে তাঁর মনোনিত রাসূল ব্যতীত।" আর এগুলো প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর মু'জিযা।"[১৬০]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর আকিদা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর আকিদার অন্যতম কিতাব "শরহে আকায়েহে নাছাফী"-তে উল্লেখ আছে:

بالجمة العلم بالغيب امر بقردبه الله تعالى لاسبيل اليه للعباد الا باعلام منه او الهام بطريق المعجوات او الكرامة

-"ইলমে গায়েব আয়ত্ত্ব করা বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়, যদি ওহী কিংবা ইলহামের মাধ্যমে মু'জিযা ও কেরামের কায়দায় জানিয়ে দেন তাহলে ভিন্ন কথা।" (শরহে আকায়েদে নাছাফী, ১৭৫ পৃ:)

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্টত যে, আল্লাহ পাক যাকে খুশি তাকে ওহী কিংবা এলহামের মাধ্যমে ইলমে গায়েব দান করতে পারেন। আর ইহা হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর আকিদা। যা ইহা অস্বীকার করবে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা জান্নাতী দলের অন্তর্ভূক্ত নয়।

আল্লামা হাসকাফী হানাফী (রঃ) বলেন-

فُرِضَ سَنَةَ تِسْعٍ وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعَشْرٍ لِعُذْرٍ مَعَ عِلْمِهِ بِبَقَاءِ حَيَاتِهِ لِيُكْمِلَ التَّبْلِيغَ

-"রাসূল (ﷺ) এর হজ্ব ফরজ হয় নবম হিজরীতে কিন্তু ওজরের জন্য আদায় করেন ১০ম হিজরীতে। তিনি ইহকালীন হায়াত জ্ঞাত ছিলে বিধায় হজ্ব স্থগিত করে দ্বীন প্রচারের কাজ পূর্ণ করলেন।"[১৬১]

এখানেও আল্লামা হাসকাফী (রঃ) প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর ইলমে গায়েব জানার বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন। উল্লেখিত দলিল ভিত্তিক আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ পাক তাঁর জাহেরী ও বাতেনী বিদ্যা যাকে খুশি তাকে দান করেন। দৃশ্য-অদৃশ্য সবই আল্লাহর মাহবুব বান্দাগণ জানেন ও দেখেন।

দেওবন্দী আলিমদের দৃষ্টিতে ইলমে গায়েব

দেওবন্দী আলিমদের পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) বলেন:

"লোকে বলে নবী করিম (ﷺ) ও আল্লাহর ওলীগণ গায়েব জানেনা। আমি বলি: সঠিক পথের পথিকগণ যে দিকে দৃষ্টি দেন তাঁরা গায়েবী বিষয়াদী সম্পর্কে অবহিত হন। এ জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত।"[১৬২]

---

১৬০. আজিমাবাদী: ১১তম খণ্ড, ২০৫ পৃ: ৪২৪০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

১৬১. দুর্‌রুল মোখতার, ২য় খণ্ড, ৫০০ পৃ: কিতাবুল হজ;

দেখুন! দেওবন্দী আলিমদের শীরতাজ আল্লামা হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) রাসূলে করিম (ﷺ)-এর ইলমে গায়েব সম্পর্কে কি সুন্দর কথা বলেছেন। আফসোস!! সেই পীরের অনুসারী হয়ে বর্তমানে কিছু নিম মোল্লারা রাসূলে পাক (ﷺ) এর সেই জ্ঞানকে অস্বীকার করতে চায়।

এরই ধারাবাহিকতায় বিখ্যাত দেওবন্দী আলিম ও তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতার পীর, **মাওলানা রশিদ আহমদ গাংগুহী** ছাহেব তদীয় কিতাবে বলেন:

"নবীগণ সব সময়ই গায়েবী বিষয়াদী অবলোকন করেন। আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকেন। এ জন্যেই প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন: **إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ** অর্থাৎ আমি যা দেখি তোমরা তা দেখনা।"[১৬৩]

দেখুন! দেওবন্দ মাদ্রাসার সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম আল্লামা রশিদ আহমদ গাংগুহী সাহেব রাসূলে পাক (ﷺ)-এর ইলমে গায়েব সম্পর্কে কি সুন্দর ফাতওয়া দিয়েছেন। অথচ তারই অনুসারী হয়ে কিছু কাঠ মোল্লারা এ বিষয়টি মানতে রাজী নয়।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও বিখ্যাত দওবন্দী আলিম, **মাওলানা আবুল কাশেম নানুতবী** ছাহেব তদীয় বলেন:

"পূর্ববর্তী জ্ঞান এক ধরণের আর পরবর্তী জ্ঞান ভিন্ন ধরণের। তবে রাসূলে পাক (ﷺ) কে উভয় প্রকার জ্ঞান দান করা হয়েছে।"[১৬৪]

উল্লেখিত আলোচনা ও দালায়েল দ্বারা প্রমাণিত হয়, সর্বময়ী জ্ঞানের মালিক মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত রাসূলে করিম (ﷺ) কে **الْغَيْبُ** ইলমে গায়েব দান করেছেন। সৃষ্টি জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তথা পূর্ববর্তী জ্ঞান ও পরবর্তী জ্ঞান সবই আল্লাহ পাক নবী করিম (ﷺ) কে দান করেছেন। সেই জ্ঞানের পরিধি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ অবগন নন। উলামায়ে কেরাম এক কথায় স্বীকার করেছেন যে, লওহে মাহফুজ ও কলমের আওতায় আসেনা ঐসব জ্ঞানও নবী পাক (ﷺ) কে দান করা হয়েছে। এই আকিদার সাথে যারা একমত হবে না তারা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা জান্নাতী ও নাজাত প্রাপ্ত দলের অন্তর্ভূক্ত হবেন না।

কিছু আয়াতের সঠিক তাফসির

পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াতে রাসূলে পাক (ﷺ) এর ইলমে গায়েবের অস্বীকৃতি বুঝানো হয়েছে। আর এগুলোই ওহাবীদের প্রধান সম্বল। কারণ তারা এ

---

১৬২. শামায়েলে ইমদাদিয়া ১১০ পৃ:; আনওয়ারে গায়বিয়া, ২৫ পৃ:;

১৬৩. লাতায়েফে রশিদিয়া, ২৭ পৃ:;

১৬৪. তাহজিরুন্নাছ, ৪ পৃ:;

আয়াত গুলোর সঠিক ব্যাখ্যা না করে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয়। এ পর্যায়ে আমি এই আয়াতগুলো কিতাবের হাওলা সহকারে সঠিক তাফসির উল্লেখ করবো। যেমন কিছু আয়াতাংশ হচ্ছে-

সূরা আনআম ৫০ নং আয়াতঃ

قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ

-"আমি বলিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ধণভান্ডার রয়েছে আর এও বলিনা যে আমি গায়েব জানি।"

আহলে সুন্নাতের ব্যাখ্যা:

প্রথমত, এ আয়াত গুলো আল্লাহ পাকের 'গায়েবে জাতি' সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হচ্ছে, গায়েব ২ প্রকার, যথা ১. গায়েবে জাতি এবং ২. গায়েবে আ'তায়ী। এর মধ্যে 'গায়েবে জাতি' একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই অবগত আছে, অন্য কেউ ইহা অবগত নন। আর গায়েবে আ'তায়ী রাসূলে পাক (ﷺ)সহ সকল মনোনিত রাসূলগণকে আল্লাহ তা'য়ালা দান করেছেন। আর এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে সু-স্পষ্ট আয়াত রয়েছে, যা আমি ইতোপূর্বে এ বিষয়ের শুরুতে আলোকপাত করেছি।

তবে তাফসির কারকগণ ইলমে গায়েবের অস্বীকৃতিমূলক আয়াত গুলোর ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তা লক্ষ্য করুন: যেমন আল্লামা আলাউদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম বাগদাদী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেন:

قلت: يحتمل أن يكون قاله ﷺ على سبيل التواضع والأدب والمعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله عليه ويقدره لي. ويحتمل أن يكون قال ذلك قبل أن يطلعه الله عز وجل على الغيب فلما أطلعه الله عز وجل أخبر به كما قال تعالى: فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ

-"আমি বলি, রাসূল (ﷺ) এ ধরণের কথা নম্রতা ও আদব রক্ষার্থেই বলেছেন। এর অর্থ হবে, আল্লাহ পাক না জানানোর পূর্বে আমি গায়েব জানি না। ইহার আরেকটি কারণ হচ্ছে, এই কথা গুলো রাসূল (ﷺ) কে ইলমে গায়েব পূর্ণরূপে দান করার পূর্বের কথা। আর যখন আল্লাহ পাক তাঁর রাসূলকে ইলমে গায়েব দান করেছেন তখন এই আয়াত নাযিল হয়: "আমি কারো কাছে গায়েব প্রকাশ করি না তবে মনোনিত রাসূল ব্যতীত।" [১৬৫]

সুতরাং ইলমে গায়েব সম্পর্কে তিনটি পয়েন্ট পাওয়া যায়। যেমন **১.** আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আল্লাহ পাক জানানোর পর ইলমে গায়েব জানেন। অস্বীকৃতি গুলো নম্রতা ও আদব রক্ষার্থেই বলেছেন। কারণ আসমান-জমীনের গায়েব সম্বলিত আল কোরআন স্বয়ং আল্লাহ পাক প্রিয় নবীজি (ﷺ) শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন

১৬৫. তাফসিরে খাজেন শরীফ, ২য় খণ্ড, ২৮০ পৃ:;

আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন: **الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ** অর্থাৎ, তিনি দয়াময়! যিনি আপনাকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। আর পবিত্র কোরআনেই আসমান-জমীনের সকল ইলমে গায়েব রয়েছে। যেমন অপর জায়গায় আছে:

وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ- "আসমান ও জমীনের সকল ইলমে গায়েব এই সু-স্পষ্ট কিতাব-এ রয়েছে।" (সূরা নামল: ৭৫ নং আয়াত)।

দ্বিতীয়ত. অথবা অস্বীকৃতি মূলক কথা গুলো ইলমে গায়েবের স্বীকৃতি মূলক আয়াত গুলোর পূর্বের আয়াত। এর একটি কারণ হচ্ছে এই আয়াতে বলা হয়েছে, **قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ** অর্থাৎ, আমি বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার রয়েছে। অথচ ছহীহ্ বুখারীতে আছে আল্লাহর নবী (ﷺ) নিজেই বলেছেন:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، **عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا... قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ**

-"হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একদা বের হলেন।..... অবশ্যই আমাকে জমীনের ধনভান্ডারের চাবিকাঠি দেওয়া হয়েছে অথবা পৃথিবীর চাবিকাঠি দেওয়া হয়েছে।"[১৬৬]

সুতরাং উভয়ের মাঝে সমযোতা করলে প্রমাণ হয়, ইলমে গায়েব এর অস্বীকৃতি মূলক আয়াত পূর্বের এবং স্বীকৃতিমূলক আয়াত পরবর্তীকালের। এর আরেকটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহ পাক কোরআন শিক্ষা দেওয়ার পরে অস্বীকৃতি থাকে না। সুতরাং পরবর্তী কালের আয়াতের উপরই আকিদা ও আমল নির্ভর করবে।

<u>সূরা আরাফের ১৮৮ নং আয়াত:</u>

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন,

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ

-"আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অনেক কল্যাণ নিয়ে নিতাম।" (সূরা আরাফ: ১৮৮ নং আয়াত)

অস্বীকৃতি মূলক আয়াত গুলো গায়েবে জাতির এবং স্বীকৃতিমূলক আয়াত গুলো গায়েবে আ'তায়ীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো, একাটি কায়দা আছে:-

---

১৬৬. বুখারী শরীফ, হাদিস নং ১৩৪৪, ৪০৮৫ ও ৬৪২৬; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২২৯৬; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৩১৯৮; ইমাম তাবারানী: মু'জামুল কাবীর, হাদিস নং ৮৭১; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৩৮২৩; মিশকাত শরীফ, ৫১২ পৃ: হাদিস নং ৫৯৫৮; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১০ম খণ্ড, ৪২৮ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, ২য় খণ্ড, ২৬৪ পৃ:, হাদিস নং ১৭৩৪৪; ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনানে, হাদিস নং ৩০৮৭; শিফা শরীফ, ২য় জি: ২১৮ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৫১৩ পৃ:;

فات الشرط فات الجزاء-"শর্ত বাতিল হলে জাযাও বাতিল হবে।" অর্থাৎ যদি বলা হয়, "তুমি যদি আস তাহলে আমি তোমাকে সম্মান করবো।" যদি 'আসা' বাতিল হয় তাহলে 'সম্মান করা' বাতিল হবে আর 'আসা' প্রমাণিত হলে 'সম্মান পাওয়া' প্রমাণিত হবে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ

-"আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে অনেক কল্যাণ নিয়ে নিতাম।"

অন্য আয়াতে আছে, **وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً**

-"আর যাকে হেকমত দেওয়া হয়েছে তাকে প্রচুর কল্যান দেওয়া হয়েছে।" (সূরা বাকারা: ২৬৯ নং আয়াত)

অর্থাৎ যার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত্ব হেকমত আছে তার কাছে প্রচুর কল্যাণ আছে। আর প্রিয় নবীজি (ﷺ) কে হেকমত দেওয়া হয়েছে ইহা স্বত:সিদ্ধ ব্যাপার। যেমন পবিত্র কোরআনে আছে,

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ-"আর আপনার উপর কিতাব নাজিল করেছি ও হেকমত দান করেছি।" (সূরা নিসা: ১১৩)

অতএব, প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কাছে প্রচুর কল্যাণ রয়েছে। ঐ কায়দা মোতাবেক, "নবীজি যদি গায়েব জানতেন তাহলে প্রচুর কল্যাণ জমা করতেন।" যেহেতু প্রিয় নবীজি (ﷺ) কে প্রচুর কল্যাণ দেওয়া হয়েছে সেহেতু তিনাকে ইলমে গায়েবও দেওয়া হয়েছে। যদি তিনার কাছে প্রচুর কল্যাণ না থাকত তাহলে ইলমে গায়েবও থাকতো না।

সূরা আনআমের ৫৯ নং ও সূরা নামলের ৬৫ নং আয়াত:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ-"তারই কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিকাঠি ইহা তিনি ছাড়া কেউ জানে না।" (সূরা আনআম: ৫৯ নং আয়াত)

অনুরুপ আরেকটি আয়াতে আছে,

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ

-"বলুন! আসমান ও জমীনের গায়েব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।" (সূরা নমল: ৬৫ নং আয়াত)।

আহলে সুন্নাতের ব্যাখ্যা:

এই আয়াতদ্বয় ইলমে গায়েবের অস্বীকৃতি মূলক। আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, গায়েব ২ প্রকার, যথা: গায়েবে জাতি এবং গায়েবে আ'তায়ী। সুতরাং এই আয়াতদ্বয় 'গায়েবে জাতি' বিষয়ক আয়াত। তবে আয়াতদ্বয় গায়েবে আ'তায়ীকে অস্বীকার করে না, কারণ প্রথম আয়াতে গায়েবের **مَفَاتِحُ** তথা চাবিকাঠির কথা বলা আছে। যদি আল্লাহ পাক কাউকে ইলমে গায়েব অবহিত না করতেন, তাহলে ইহার চাবিকাঠি রাখতেন না। যেহেতু ইলমে গায়েবের চাবিকাঠি

রেখেছেন সেহেতু যাকে খুশি ইলমে গায়েব অবহিত করতে পারেন। কারণ যে ঘরের দরজার চাবি আছে সে ঘর থেকে জিনিস বের করা যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, আসমান জমীনের গায়েব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ

-"আসমান ও জমীনের এমন কোন গায়েব নেই যা সু-স্পষ্ট কিতাবে নেই।" (সূরা নমল: ৭৫ নং আয়াত)

বলুন! আসমান ও জমীনের গায়েব সম্বলিত এই কিতাব কি আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবকে শিক্ষা দেননি? সূরা আর রহমানে আছে:

الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ -"তিনি দয়াময়! যিনি আপনাকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" (সূরা আর রহমান: ১-২)

পাশাপাশি আয়াতুল কুরসিতে আল্লাহ পাক যাকে খুশি ইলমে গায়েব দান করার ঈশারা করেছেন। যেমন:

وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ

-"তারা আল্লাহর জ্ঞান ভান্ডার থেকে কিছুই পায়না, তবে তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত।" (সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৫৫)

এখানে মহান আল্লাহর দানকৃত জ্ঞানের কোন সীমানা তিনি উল্লেখ করেননি, বরং তিনি বলেছেন: **بِما شاءَ** যা তিনি ইচ্ছা করেন। সুতরাং আল্লাহ পাক তার মনোনিত রাসূলগণকে সীমানা বিহীন ইলমে গায়েব দান করেছেন। আর পবিত্র কোরআনের সূরা জ্বিন এর আয়াত **إِلاَّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ** অর্থাৎ তবে তাঁর মনোনিত রাসূলগণকে ইলমে গায়েব দান করেন। এবং সূরা আলে ইমরানের আয়াত:**وَلكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ**-"তবে হ্যাঁ! রাসূলগণের মধ্যে যাকে খুশি তাকে ইলমে গায়েব দান করেন।" আয়াতদ্বয় দ্বারা স্পষ্টভাবে জেনেছি আল্লাহ পাক তার মনোনিত রাসূলগণকে **الْغَيْبُ** ইলমে গায়েব অবহিত করেছেন। এবং সূরা তাকবীরে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন: **وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ** - "আর তিনি গায়েব প্রকাশ করতে কৃপণতা করেন না।" (সূরা তাকবীর: ২৪ নং আয়াত)

সুতরাং রাসূলে পাক (ﷺ)'র ইলমে গায়েবের নেতিবাচক আয়াত গুলো আতায়ী ইলমে গায়েব দানের পূর্বের। কেননা অন্যান্য আয়াতে রয়েছে, মহান আল্লাহ পাক তাঁর মনোনিত রাসূলকে ইলমে গায়েব অবহিত করেছেন। ইহা পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। তাই ইহার বিরোধিতা করা মূলত পবিত্র কোরআনের বিরোধিতার নামান্তর। যা প্রকাশ্য কুফরী।

সূরা আহক্বাফ ৯ নং আয়াত:

وَما أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ-"আমি জানি না আমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে এবং তোমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে।" (সূরা আহ্কাফ: ৯ নং আয়াত)

আহলে সুন্নাতের জবাব:

এই আয়াত এনে অনেকেই রাসূল (ﷺ) এর ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করেন। কিন্তু এ সমস্ত মূর্খদের জানা নেই যে, এই আয়াত মানসুখ বা রহিত আয়াত। রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও খাদিমুর রাসূল হযরত আনাস ইবনে মালেক (রহঃ) বলেছেন, এই আয়াত

إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ... দ্বারা মানসুখ বা রহিত করা হয়েছে।[১৬৭]

এই আয়াত সম্পর্কে রঈসুল মুফাস্সিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর অভিমত,

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلَهُ: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ}** [الأحقاف: 9]**فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ هَذَا {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'আমি জানি না আমার ও তোমাদের সাথে কিরুপ ব্যবহার করা হবে' এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, পরবর্তীতে আয়াত নাযিল হয়েছে: 'নিশ্চয় আমি আপনার জন্য এমন একটা ফায়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট...।"[১৬৮]

এই আয়াত সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রহঃ)ও তাবেঈ ইকরিমা (রহঃ)এর অভিমত-

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ يَزِيدَ، **عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَا: قَالَ فِي حم الْأَحْقَافِ {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ}** [الأحقاف: 9] **فَنَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْفَتْحِ {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ}** [الفتح: 2]

-"হযরত ইকরিমা (রহঃ) ও হাসান বসরী (রহঃ)বলেছেন: সূরা আহকাফ এর হা মিম এর 'আমি জানিনা আমার ও তোমাদের সাথে কিরুপ ব্যবহার করা হবে...' এই আয়াতকে সূরা ফাতহ এর এই আয়াত দ্বারা মানছুখ বা রহিত করা হয়েছে

---

১৬৭. মোল্লা আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ দামেস্কী: রেছালায়ে নাছিখ ওয়া মানছুখ কিতাবে; তাফসিরে কাবীর; তাফসিরে দুররুল মানসুর; তাফসিরে আবু সাউদ;

১৬৮. তাফসিরে তাবারী, ২১তম খণ্ড, ১২১ পৃ:; তাফসিরে দুররুল মানসুর, ৭ম খণ্ড, ৪৩৫ পৃ:; তাফসিরে ইবনে কাছির, ৭ম খণ্ড, ২৭৬ পৃ:;

‘নিশ্চয় আমি আপনার জন্য এমন একটা ফায়ছালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট’..।”[১৬৯]

এই আয়াত সম্পর্কে হযরত কাতাদা (রহঃ)এর অভিমত,

حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، **عَنْ قَتَادَةَ، {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ}** [الأحقاف: 9] **ثُمَّ دَرَى أَوْ عَلِمَ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَفْعَلُ بِهِ، يَقُولُ {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ}** [الفتح: 2]

-“হযরত কাতাদা (রহঃ)হতে বর্ণিত, ‘আমি জানিনা আমার ও তোমাদের সাথে কিরুপ ব্যবহার করা হবে...’। পরবর্তীতে প্রিয় নবীজি (ﷺ) কে কিরুপ আচরণ করা হবে তা জানানো হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, ‘নিশ্চয় আমি আপনার জন্য এমন একটা ফায়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট’..।”[১৭০]

সুতরাং আয়াতটি ‘মানসুখ’ বা রহিত। যারা এই আয়াত দ্বারা দলিল দিবে তার মত এরূপ মূর্খ নীল আকাশের নিচে দ্বিতীয় কেউ হতে পারে না। এছাড়া পবিত্র কোরআনেই রাসূলে পাক (ﷺ) পরকালে কি কি আচরণ করা হবে এরূপ অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন:

عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً- “অচিরেই আপনার রব আপনাকে মাকামে মাহমুদ দান করবেন।” (সূরা ইসরা: ৭৯ নং আয়াত)

আল্লাহ তা’য়ালা আরো বলেন, **وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى**

-“আপনার জন্য আখেরাত’ই প্রথম জীবনের চেয়ে উত্তম।” (সূরা ইনশিরাহ: ৪ নং আয়াত)

ওলীগণের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ- “তাঁদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের সু-সংবাদ।” (সূরা ইউনূছ: ৬৪ নং আয়াত)

সাধারণ মু’মিন মুসলমান সম্পর্কে আল্লাহ তা’য়ালা বলেন:

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ

-“আর মু’মীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করবেন, যার নিচে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত।” (সূরা ফাত্হ: ৫ নং আয়াত)

মু’মীনদের সম্পর্কে আল্লাহ তা’য়ালা আরো বলেন:

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً-“আর মু’মিনদেরকে সু-সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে বিশাল অনুগ্রহ।” (সূরা আহযাব: ৪৭ নং আয়াত)

---

১৬৯. তাফসিরে তাবারী, ২১তম খণ্ড, ১২১ পৃ:; তাফসিরে দুররুল মানসুর, ৭ম খণ্ড, ৪৩৫ পৃ:;
১৭০. তাফসিরে তাবারী, ২১তম খণ্ড, ১২১ পৃ:; তাফসিরে দুররুল মানসুর, ৭ম খণ্ড, ৪৩৫ পৃ:;

লক্ষ্য করুন! প্রিয় নবীজি (ﷺ) সহ আউলিয়ায়ে কেরাম এমনকি সাধারণ মু'মিন-মুসলমানের পরকালের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর নবীকে আল্লাহ জানিয়েছেন। সেখানে 'প্রিয় নবীজি (ﷺ) নিজের অবস্থা জানেন না' এরূপ কথা কতটুকু সমর্থনপুষ্ট হতে পারে?

আর পবিত্র হাদিস শরীফে এত সংখ্যক হাদিস রয়েছে যা উল্লেখ করা সম্ভব নয় যে, হাশরের দিন তথা পরকালে প্রিয় নবীজি (ﷺ) কি কি করবেন সবই সু-স্পষ্ট রাসূল (ﷺ) নিজেই বর্ণনা করেছেন। যেমন রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: 'আমার হাঁতেই থাকবে শাফায়াতের ঝান্ডা, আমিই বনী আদমের সর্দার এতে আমার কোন ফখর নেই, সকল নবীগণ আমার পতাকার নিচে সমবেত হবেন,......

তাফসিরে খাযেন শরীফে আছে,

ولما نزلت هذه الآية فرح المشركون وقالوا واللات والعزى ما أمرنا وأمر محمد عند الله إلا واحد وما له علينا من مزية وفضل

-"যখন এই আয়াত নাযিল হল তখন মুশরিকরা আত্মভোলা হয়ে বলতে লাগল, তাহলে তো আমাদের ও মুহাম্মদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তখন নাজিল হল:

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ....

-"অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা নাযিল করলেন, আল্লাহ আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল (উম্মতের) গোনাহ মাফ করেছেন। অতঃপর সাহাবীরা বলতে লাগলো,

هنيئا لك يا نبي الله، قد علمنا ما يفعل بك فما يفعل بنا؟

-"ইয়া নাবিয়াল্লাহ! আপনাকে মোবারকবাদ!! আপনি তো জেনে গেলেন আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে, কিন্তু আমাদের কি গতি হবে? তখন নাযিল হল:

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ

-"আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মহিলাদেরকে পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করবেন...... । অতঃপর আবার নাযিল হল:

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً

-"আপনি মু'মিনদেরকে সু-সংবাদ দিন তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী। এর এই অভিমত হচ্ছে, হযরত আনাস (রাঃ), হযরত কাতাদা (রহঃ)ও হযরত ইকরামা (রঃ) এর।"[১৭১]

সুতরাং ঐ আয়াত নিয়ে ওয়াবীদের আনন্দ করার কোন কারণ নেই। কেননা ঐ আয়াত মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। প্রিয় নবীজি (ﷺ) স্বীয় পরকালের বিষয়ে

১৭১. তাফসিরে খাজেন; তাফসিরে কাবীর, ২৮তম খণ্ড, ৯ পৃ:; তাফসিরে তাবারী, ২১তম খণ্ড, ১২১ পৃ:; আল-লুবাব ফি উলুমিল কিতাব, ১৭তম খণ্ড, ৩৮৪ পৃ:; তাফসিরে নিছাপুরী, ১৭তম খণ্ড, ১১৮ পৃ:; তাফসিরে সিরাজুম মুনীর, ৪র্থ খণ্ড, ৬ পৃ:; তাফসিরে বাহ্ছিত, ২০তম খণ্ড, ১৬৬ পৃ:;

তো জানেনই বরং আখেরাতে উম্মতের নাজাতের প্রধান কান্ডারী হবে রাসূলে পাক (ﷺ)।

কিছু হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা

মা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নামে অপবাদ রটানোর ঘটনাঃ

বুখারী শরীফে আছে, মা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটানো হয়েছিল। ফলে আল্লাহর নবী (ﷺ) খুব চিন্তিত ছিল বটে, কিন্তু এ বিষয়ে ওহী নাযিল হওয়ার পর্যন্ত তিনি কিছুই বলেননি। যদি তিনি **الْغَيْبُ** গায়েব জানতেন তাহলে মা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর অপবাদ রটানোর বিষয়ে কিছু বললেন না কেন?

আহলে সুন্নাতের ব্যাখ্যাঃ

এই প্রশ্নের জবাবে আমি কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমত. এই হাদিসে প্রিয় নবীজি (ﷺ) কিছু বলেননি বলা হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে কিছু জানতেন না তা বলা হয়নি।

দ্বিতীয়ত. রাসূলে পাক (ﷺ) কিছু বলেননি এই কারণে প্রশ্ন করা হয়, রাসূল (ﷺ) কিছু বলেননি তাই নবীজি গায়েব জানেনা। যদি উল্টো প্রশ্নটি আমি করি যে, অপবাদ ছড়ানোর পরেও সাথে সাথে আল্লাহ পাক কিছু না বলে অনেকদিন পরে আয়াত নাযিল করলেন। তাহলে কি আল্লাহ পাকও কি সাথে সাথে বিষয়টি জানতেন না? আর জানলে সাথে সাথে আয়াত নাযিল করলেন না কেন? (নাউজুবিল্লাহ)

তাই বলা যায়, আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী কোন সন্দেহ নেই, তিনি সব কিছু জানা স্বত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময় পরে এ বিষয়ে আয়াত নাযিল করেছেন। তেমনি প্রিয় নবীজি (ﷺ) সব কিছু জানার পরেও মহান আল্লাহ তা'য়ালার ওহীর অপেক্ষায় এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেননি।

তৃতীয়ত. রাসূল (ﷺ) যে বিষয়টি জানতেন, তা প্রিয় নবীজি (ﷺ) ইশারায় বলেছেন। যেমন ঐ হাদিসেই উল্লেখ আছে, সাহাবীদেরকে প্রিয় নবীজি হযরত রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছিলেন:

وَاللهِ مَا عَلِمْتُ على أَهْلِي إلاَّ خَيْراً -"আল্লাহর কসম! আমার পরিবারের ব্যাপারে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানিনা।"[১৭২]

---

১৭২. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ২৫৬২৩; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২৭৭০;

চতুর্থত. কোন নিরোপরাধ আসামীর বিচারের ক্ষেত্রে যদি বিচারক আসামীর পক্ষে সাক্ষী-প্রমাণ বিহীন রায় দেন তাহলে বাদী পক্ষ ইহা মানবে না। বরং সাক্ষী-প্রমাণের পরেই বিচারকের রায় সবাই মানতে বাধ্য। এটাই বিচারের নিয়ম।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ছিলেন তখন বিচারক, এই ক্ষেত্রে মা আয়েশা (রাঃ) ছিলেন আসামী। ফলে রাসূল (ﷺ) সাক্ষী-প্রমাণের অপেক্ষায় দেরী করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই ইহার সাক্ষী দিলেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) নিঃষ্কলুষ প্রমাণিত হল। লক্ষ্য করুন! হযরত ইউসুফ (আঃ) এর প্রতি বিবি জুলেখা অপবাদ রটিয়ে ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা নিজে তাঁর পবিত্রতার ঘোষণা করেননি। বরং একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাধ্যমে তাঁর নিঃষ্কলুষ হওয়ার বিষয়ে সাক্ষ্য প্রধান করেছেন। হযরত মরিয়ম (আঃ) এর প্রতিও মিথ্যা অপবাদ রটানো হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ নিজে এর সাক্ষ্য দেননি। দুগ্ধপোষ্য 'রুহুল্লাহ' এর মাধ্যমে বিবি মরিয়ম এর নিঃষ্কলুষ হওয়ার বিষয়টি সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। কিন্তু রাসূলে পাক (ﷺ) এর স্ত্রী মা আয়েশা (রাঃ) এর নিঃষ্কলুষতার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজেই দিয়েছেন (সুবহানাল্লাহ)।

পঞ্চমত.

হযরত মা আয়েশা (রাঃ) এর উপর রটানো মিথ্যা অভিযোগটি ছিল প্রিয় নবীজি (ﷺ) পারিবারিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। ফলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) চিন্তিত ছিলেন, কারণ যখন কোন সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা অপরাধের অভিযোগ আনয়ণ করা হয়। আর অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেই জানেন যে, অভিযোগ ভিত্তিহীন, তথাপিও তিনি নিজের মানহানীর আশংকায় চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন থাকেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বিষয়টি ছিল অনুরূপ।

কাউসারের নিকট ফিরিশতা কর্তৃক 'আপনিতো জানেন না' কথার ব্যাখ্যা:

মেশকাত শরীফে আছে, রাসূল (ﷺ) বলেন, হাউজে কাউসারের নিকটে আমার কাছে এমন কোন কোন সম্প্রদায় আসবে যাদেরকে আমি চিনি এবং তারাও আমাকে চিনে। অতঃপর আমার ও তাদের মাঝখানে দৃষ্টি প্রতিরোধক যবনিকা খাড়া করে দেওয়া হবে। তখন আমি বলবো, এরা আমার লোক! এর প্রতিত্তরে বলা হবে: আপনি জানেন না আপনার পরে তারা কি ধরণের নতুন নতুন কার্যবলী উদ্ভাবন করেছে। অতঃপর আমি বলবো, দূরে যাক, দূরে যাক সে ব্যক্তি যে আমার ধর্মকে পাল্টিয়ে দিয়েছে।

এই হাদিস উল্লেখ করে অনেকে বলেন, দেখুন আল্লাহর নবীকে ফেরেস্তারা বলবে, আপনি জানেন না তারা আপনার পরে কি কি.....

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যদি গায়েব জানতেন তাহলে ঐ সকল লোকদের সম্পর্কে তিনি জানবেন না কেন?

আহলে সুন্নাতের ব্যাখ্যা:

আফছুছ! আপনারা ফিরিশতাদের কথা 'আপনি জানেন না.....' এই কথা মানলেন, কিন্তু উক্ত হাদিসেই আল্লাহর নবী (ﷺ) নিজেই প্রথমে বললেন: **أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي**-"আমি তাদেরকে চিনি এবং তারাও আমাকে চিনে।"[১৭৩] অথচ এই কথাটি আপনারা দেখলেন না!!

দ্বিতীয়ত: হাউজে কাউসারের কাছে এরূপ ঘটনা ঘটবে, এই কাহিনী আপনারা কার মাধ্যমে জানলেন? অবশ্যই নবী করিম (ﷺ) এর মাধ্যমে জেনেছেন। হাশরের ময়দানে এরূপ ঘটনা ঘটবে (এখনো ঘটেনি) এবং ফিরিশতারা এরূপ এরূপ কথা বলবেন (এখনো বলেনি) এই সব কিছুই দুনিয়া বাসীকে জানিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ)। তাহলে যার মাধ্যমে ইহা জানলেন এখন তিনিই কিছু জানেন না!!! কথা আছে "কার উসিলায় শিরনী খাও মোল্লা চিনো না!"

<u>নবীজি গায়েব জানলে উহুদ যুদ্ধে ও তায়েফে গেলেন কেনো?</u>

রাসূল (ﷺ) যদি গায়েব জানতেন তাহলে উহুদ ও তায়েফের ময়দানে এত মার খাবেন আগে ইহা জানলেন না কেন?

আহলে সুন্নাতের জবাব:

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমরা একটি প্রশ্ন করব যে, উহুদ ও তায়েফের ময়দানের আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কি নিজের মনগড়া গিয়েছিল নাকি আল্লাহর ইশারা ও অনুমতিক্রমে গিয়েছিল? অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতিক্রমে গিয়েছিল। তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা জেনে শুনে তাঁর প্রিয় হাবীবকে কেন তায়েফ ও উহুদের ময়দানে যাওয়ার অনুমতি দিলেন? এর জবাব দিন।

আমাদের জবাব হচ্ছে, আল্লাহ তা'য়ালা জেনে শুনেই তার প্রিয় রাসূল (ﷺ) কে তায়েফে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আর রাসূলে পাক (ﷺ) জেনে শুনেই আল্লাহর ইচ্ছায় তায়েফ ও উহুদের ময়দানে গিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা হাবীল-কাবীল ও অন্যান্য মানুষের রক্তপাতের কথা জেনেও আদম হাওয়া সৃষ্টি করেছেন।

প্রিয় পাঠক! যেখানে তায়েফ বা উহুদে যাওয়ার স্বয়ং আল্লাহ পাকের নির্দেশ সেখানে রাসূলে পাক (ﷺ) কি যাওয়া কি যথার্থ ছিলো না? অবশ্যই যথার্থ ছিল। মহান আল্লাহ পাকের দ্বীন কায়েকের জন্য আল্লাহ পাকেরই নির্দেশে প্রিয় নবীজি (ﷺ) তায়েফ ও উহুদে গিয়েছেন। বাকী সবটুকুই ছিল আল্লাহ ও রাসূলের মাঝে প্রেমের নিদর্শন। আর সৃষ্টিজগতের ঘটনাবলী সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক তিনার

---

১৭৩. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৭০৫০; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২২৯০;

হাবীব রাসূলে আকরাম (ﷺ) কে সম্মক জ্ঞাত করেছেন। যেমন হাদিস শরীফে আল্লাহর হাবীবের ইলমের ব্যাপারে আছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ رضي الله عنه قَالَ:... فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ الى يوم القيامة

-"হযরত আমর ইবনে আখতাব আল আনসারী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর নবী (ﷺ) আমাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত যা যা হবে সব কিছুই বর্ণনা করলেন।"[১৭৪]

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর নবী (ﷺ) কিয়ামত পর্যন্ত সবই জানেন ও জানিয়ে গেছেন, বলুন তাহলে তায়েফ ও উহুদের ময়দানের কথা জানবেন না কেন?

<u>'নবীজি আগামীকাল কি হবে জানেন' বলতে নিষেধ করলেন কেন?</u>

মেশকাত শরীফে আছে, রাসূল (ﷺ) কোন এক বিবাহের অনুষ্ঠানে গিয়েছিল। তথায় আনসার বালক-বালিকাগণ দফ বাজিয়ে বদর যুদ্ধের নিহত ব্যক্তিবর্গের শোকগাঁথা গাচ্ছিল। তাদের মধ্যে কেউ বলছিল:

وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ

-"আমাদের মাঝে এমন এক নবী আছে যিনি আগামীকাল কি হবে তাও জানেন।" ফলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বললেন: এই কথা বাদ দাও বরং পূর্বে যা বলেছিলে ইহা বলো। দেখুন আল্লাহর নবী (ﷺ) আগামীকাল কি হবে তা জানতেন না।

আহলে সুন্নাতের জবাবঃ

এর জবাব হল, ছোট ছোট বালক-বালিকারা নবী করিম (ﷺ) সামনে এরূপ প্রশংসা করছিল, এ কারণে ইহা বলতে বাধা দিয়েছেন। যেমন আমাদের কারো সামনে কেউ প্রশংসা করলে আমরা বলি 'আরে ভাই! ইহা বাদ দিন, অন্য কথা বলুন'।

পূর্বে আমরা একাধিক ছহীহ্ হাদিস উল্লেখ করেছি, যে গুলোর মধ্যে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আগামীকালের খবর বলেছেন। যেমন ছহীহ্ মুসলীম ও আবু দাউদ শরীফের হাদিস: বদরের যুদ্ধের পূর্বের দিন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সাহাবীদেরকে জমীনে হাঁত রেখে রেখে বলেছেন আগামীকাল এখানে 'আবু জাহেল' মারা যাবে, আগামীকাল এই জায়গায় 'ওতবা' মারা যাবে, আগামীকাল এই জায়গায় 'শায়বাহ' মারা যাবে। বলুন! এই হাদিস কি মিথ্যা? তাবুকের যুদ্ধের আগের দিন হযরত

---

১৭৪. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২৮৯২; মিশকাত শরীফ, ৫৪৩ পৃ:; সুনানে আবু দাউদ শরীফ; মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালুছী, হাদিস নং ৪৩৪; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১১১৪৩; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১১তম খণ্ড, ৮০ পৃ:; আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খণ্ড; তুহফাতুল আহওয়াজী, ৩য় খণ্ড, ২১ পৃ:; মুসনাদে জামে' হাদিস নং ১০৭০০;

আলী (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আজ এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব যার হতে আগামীকাল বিজয় রয়েছে। বলুন! এই হাদিস কি মিথ্যা?

দ্বিতীয় অধ্যায়

কোরআন-সুন্নাহ'র দৃষ্টিতে

প্রিয় নবীজি (ﷺ) হাযির-নাযির

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দৃষ্টিতে আল্লাহর হাবীব হুজুর পুরনূর (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত্ব ক্ষমতাবলে সারা বিশ্বের সব কিছুই দেখতে পান এবং সারা জাহানে নূরানী জেসেম মুবারক দ্বারা হাযির ও নাযির হতে পারেন, তথা অদৃশ্য নূরানী দেহ মোবারক নিয়ে উপস্থিত হতে পারেন। এমন এখতিয়ারও প্রিয় নবীজির দেওয়া আছে যে, জেসমানী ভাবেও যেখানে খুশি সেখানে গমন করতে পারেন। এটিই আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা হক্বানী উলামায়ে কেরামের আকিদা। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসে এর অনেক দলিল বিদ্যমান রয়েছে। নিচে দলিল-আদিল্লাহ সহকারে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

পৃথিবীতে আগমন করার পূর্বেও নবীজি (ﷺ) সব দেখতেন

প্রথম আয়াত

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

-"হে নবী! আপনি কি দেখেনি? আপনার প্রভূ হস্তি বাহীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন।" (সূরা ফিল ১ নং আয়াত)।

'আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া' এবং 'তাফসিরে ইবনে কাসিরে' উল্লেখ আছে হস্তি বাহিনীর ঘটনা ঘটেছিল প্রিয় নবীজির পৃথিবীতে জন্মের ৫০ দিন পূর্বে। আর এ আয়াতে বলা হচ্ছে নবী করিম (ﷺ) ঐ ঘটনাও দেখেছেন। কেননা আল্লাহ পাক আমাদের নবীজিকে বলছেন: আপনি কি দেখেননি? এখানে (أَ) হামজায়ে ইসতিফহামিয়া তথা প্রশ্ন বোধক হামজা। অর্থাৎ প্রশ্ন করা হয়েছে 'আপনি কি দেখেননি'? অর্থাৎ প্রিয় নবীজি (ﷺ) ঐ ঘটনা সমূহ দেখেছেন। এ ব্যাপারে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ -"হে নবী! আমি আদ জাতির সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি তা কি দেখেননি? (সূরা ফজর: ৬ নং আয়াত)

এই আয়াতেও প্রমাণিত হয়, প্রিয় নবীজি পৃথিবীর জন্মের বা আগমনের বহু পূর্বের আদ জাতির ঘটনা দেখেছেন। অন্য আয়াতে উল্লেখ আছে:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ-"হে নবী! আপনি কি দেখেননি? জমীনে যা কিছু আছে ও সমুদ্রে চলমান নৌকা সমুহকে আল্লাহর নিজ আদেশে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন।" (সূরা হাজ্ব: ৬৫ নং আয়াত)

সুতরাং এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহর নবী (ﷺ) জমীনে কোথায় কি হয় এবং সমুদ্রের কোথায় কি হয় সবই দেখেন। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন: أَلَمْ تَرَ (আপনি কি দেখেননি?)।

পবিত্র কোরআনে এরুপ আরো অনেক আয়াত রয়েছে। এই أَلَمْ تَرَ (আলাম তারা) সম্পর্কে বিশ্বখ্যাত মুফাস্‌সির ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির তাবারী (রঃ) বলেছেন,

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ تَنْظُرْ يَا مُحَمَّدُ بِعَيْنِ قَلْبِكَ، فَتَرَى بِهَا

-"আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-কে স্মরণ করাচ্ছেন যে, হে নবী মুহাম্মদ! আপনি কি আপনার ক্বাল্বের চোখ দ্বারা এসব দেখেননি? ফলে তিনি অন্তরের চোখ দ্বারা এগুলো দেখেছেন।"[১৭৫]

অনুরুপ প্রখ্যাত মুফাস্‌সির আল্লামা আবু মুহাম্মদ মাক্কী ইবনে আবী তালিব মালেকী (রঃ) (ওফাত ৪৩৭ হিজরী) তদীয় কিতাবে বলেছেন,

والمعنى: ألم تر يا محمد بعين قلبك

-"আর أَلَمْ تَرَ এর অর্থ হল, ওহে মুহাম্মদ (ﷺ)! আপনার ক্বাল্বের চোখ দিয়ে কি দেখেননি?[১৭৬]

হাফিজুল হাদিস, আল্লামা জামালুদ্দিন আবুল ফারাজ ইবনে জাওযী (রঃ) (ওফাত ৫৯৭ হিজরী) বলেছেন-

قال المفسرون: ألم تر بعين قلبك -"মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন: আপনার ক্বাল্বের চোখ দিয়ে কি দেখেননি?[১৭৭]

অতএব, أَلَمْ تَرَ (আলাম তারা) এর অর্থ হল, রাসূলে পাক (ﷺ) স্বীয় ক্বাল্বের চোখে সব কিছুই দেখেন। প্রিয় নবীজি (ﷺ) অন্তর চক্ষু দ্বারা সবই দেখেন বলেই অতীতের সব বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ পাকের ইশারায় সবই বয়ান করতেন। তাইতো হাদিস শরিফে উল্লেখ আছে-

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الطَّاهِرِيُّ، أَنَا جَدِّي عَبْدُ الصَّمَدِ الْبَزَّازُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْعُذَافِرِيُّ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:.. يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَى، وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ.**

---

১৭৫. তাফসিরে তাবারী, ২৪তম খণ্ড, ৬২৭ পৃ:;

১৭৬. হেদায়া ইলা বুলুগিল নেহায়া, ৫ম খণ্ড, ৩৭৯৪ পৃ:;

১৭৭. জামালুদ্দিন জাওযী: যাদুল মাইছির ফি উমুমিত তাফছির, ২য় খণ্ড, ৫১০ পৃ:;

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,.. (বাঘটি বলতে লাগল) নবী পাক (ﷺ) অতীত কালে কি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কি হবে সব কিছু সংবাদ দিচ্ছেন।"[১৭৮]

মেশকাতের তাহকিকে লা-মাযহাবী আলবানীও হাদিসটিকে **صَحِيح** ছহীহ্ বলেছেন। কোন কোন তাফছির গ্রন্থে **أَلَمْ تَرَ** এর অর্থ করা হয়েছে **أَلَمْ تَعْلَمْ** (আলাম তা'য়ালাম) অর্থাৎ আপিনি কি অবগত নন?

আমরা মুফাসসিরানে কেরামগণের সবগুলো মতের প্রতি বিশ্বাস রাখি। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) জানতেন ও অন্তরচক্ষু দ্বারা দেখতেন।

সুতরাং আল্লাহর নবী (ﷺ) অতীত ও ভবিষ্যতে কি হয়েছে এবং হবে, সবই দেখেছেন ও দেখবেন। যার ফলে নবী পাক (ﷺ) সব কিছু সংবাদ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় আয়াত

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন,

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ-"নজর করুন, ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের কি পরিনতি হয়েছে।" (সূরা নামল: আয়াত ১৪)

অন্য আয়াতে আছে, **فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ** -"নজর করুন, পাপিষ্ঠদের কি পরিনতি হয়েছিল।" (সূরা আরাফ: ৮৪)

অন্য আয়াতে আছে, **فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ** -"নজর করুন, জালিমদের কি পরিনতি হয়েছিল।" (সূরা ইউনূছ: ৩৯; সূরা কাসাস: ৪০)

فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ -"নজর করুন, মিথ্যাবাদীদের কি পরিনতি হয়েছিল।" (সূরা যুখরুফ: ২৫)

আলোচ্য আয়াত সমূহের মধ্যে **فَانْظُرْ** আদেশবাচক শব্দ রয়েছে। যার অর্থ নজর করুন বা লক্ষ্য করুন। অর্থাৎ আল্লাহ পাক স্বীয় হাবীব আমাদের দয়াল নবীজি (ﷺ) কে আদেশ দিচ্ছেন 'নজর করুন' বা দেখুন। অথচ যাদের ঘটনা গুলোর দিকে নজর করার জন্য বলা হয়েছে তাদের সবার ঘটনা গুলোই অতীতে সংগঠিত হয়েছে বা প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কাছ থেকে অবর্তমান। অথচ আল্লাহ পাক বলছেন 'নজর করো'। অতীতে ঘটে যাওয়া ঘটনা কিভাবে নজর করবেন? ইহার ব্যাখ্যা দিয়েছেন মুফাসসিরানে কেরামগণ। যেমন হাফিজুল হাদিস, ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির আত-তাবারী (রঃ) তদীয় তাফসির গ্রন্থে বলেন,

يَقُولُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَانْظُرْ يَا مُحَمَّدُ بِعَيْنِ قَلْبِكَ

---

১৭৮. ইমাম বাগভীঃ শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৪২৮২; মিশকাত শরীফ, ৫৪১ পৃঃ হাদিস নং ৫৯২৭; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১০ম খণ্ড; আশিয়াতুল লুমআত;

-"আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী (ﷺ) কে বলেন, ওহে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)! আপনার ক্বাল্বের চোখ দ্বারা দেখুন।"[১৭৯]

প্রখ্যাত মুফাস্‌সির, আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী (রঃ) বলেছেন,

فَانْظُرْ يا محمد بعين قلبك -"ওহে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)! আপনার ক্বাল্বের চোখ দিয়ে দেখুন।"[১৮০]

অর্থাৎ রাসূলে আকরাম (ﷺ) ক্বাল্বের চোখ দিয়ে সব কিছুই দেখেন। এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন নজর করুন বা দেখুন। যিনি দেখতে পান তিনাকেই বলা হয় দেখুন।

এ বিষয়ে একটি ব্যাখ্যা:

পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াতে আছে,

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

-"আপনি বলুন! তোমরা প্রথিবীতে ভ্রমন করো, অতঃপর দেখ, মিথ্যারোপ কারীদের পরিণাম কি হয়েছে।" (সূরা আনআম, ১১)

এরুপ আয়াত উল্লেখ করে অনেকে প্রশ্ন করেন, এখানে আমাদের বেলাও **انْظُرُوا** 'তোমরা দেখ' বলা হয়েছে। তাহলে কি আমরা হাযির-নাযির? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরটি খুবই সহজ। আপনার লক্ষ্য করুন, এই আয়াতে **انْظُرُوا** 'তোমরা দেখ' বলার পূর্বে **سِيرُوا فِي الْأَرْضِ** 'তোমরা জমীনে ভ্রমন করো' বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা জমীনে ভ্রমন করে দেখ। কিন্তু আল্লাহর হাবীব (ﷺ) কে আল্লাহ পাক জমীনে ভ্রমন করার কথা বলেননি, শুধু বলেছেন **انْظُرْ** আপনি দেখুন। সুতরাং অন্যান্য মানুষ জমীনে ভ্রমন করে জমীনের অবস্থা দেখতে হবে, কিন্তু আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (ﷺ) অন্তর চক্ষু মুবারক দ্বারা এক জায়গায় থেকেই দেখতে পান।

এ বিষয়ে আরেকটি ব্যাখ্যা:

এখানে আরেকটি প্রশ্ন দাঁড় করানো হয়, যেহেতু বলা হয়েছে **انْظُرْ** আপনি দেখুন, সেহেতু বুঝা গেল এরুপ বলার পূর্বে দেখেনি, বলার পরেই দেখেছেন। এগুলো মূলত খটকা প্রশ্ন যার দ্বারা সাময়ীক বিভ্রান্তে ফেলার চেষ্টা করা হয়। আপনার একটি হাদিস লক্ষ্য করুন-

وَأخرج الْبَيْهَقِيّ والأصبهاني **عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم...فَإِنَّهُ إِذا كَانَ أول لَيْلَة من شهر رَمَضَان نظر الله إِلَيْهِم وَمن نظر الله إِلَيْهِ لم يعذبه أبدا**

---

১৭৯. তাফসিরে তাবারী, ১০ খণ্ড, ৩৪১ পৃ:;

১৮০. তাফসিরে রুহুল বয়ান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪০৭ পৃ:;

-“হযরত জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন:.. নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) রামাদ্বানের প্রথম রাত আসে বান্দাগণের দিকে নজর করেন, আর আল্লাহ যার প্রতি নজর করেন তাকে কখনো আযাব দিবেন না।”[১৮১]

এরুপ আরো অনেক হাদিস উল্লেখ করা যাবে। আপনার লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা'য়ালা মাহে রামাদ্বানের প্রথম রাকে বান্দাগণের দিকে নজর করেন। এই কথার দ্বারা কি এরুপ বুঝায় যে, মাহে রামাদ্বানের পূর্বে আল্লাহ দেখেননি! শুধু ঐ রাতেই দেখেন! (নাউজুবিল্লাহ) এটার অর্থ হল, আল্লাহ তা'য়ালা ঐ রাতে বিশেষ নজরে তাকান বা দেখেন। যাকে বলা হয় রহমতের নজর। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কেও বিশেষ করে তাকানো জন্যই **انْظُرْ** 'আপনি দেখুন' বলা হয়েছে।

প্রিয় নবীজি (ﷺ) শাহিদ ও এর তাফসির

প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র হাযির-নাযিরের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক বলেন: **يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً** -“হে আমার নবী! আমি আপনাকে প্রত্যক্ষদর্শী/সাক্ষী হিসেবে প্রেরণ করেছি।” (সূরা আহযাব: ৪৫ নং আয়াত)

এই আয়াতে আমাদের নবী (ﷺ) কে **شَاهِداً** (শাহিদ) বা সাক্ষী বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন:

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا -“রাসূল (ﷺ)ই হবেন তাদের জন্যে সাক্ষী।” (সূরা বাক্বারা: ১৪৩ নং আয়াত)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহর নবী (ﷺ) কে **شاهِد** এবং **شَهِيدًا** (শাহিদা) তথা সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শী বলা হয়েছে। এই শাহিদ শব্দের অর্থ সম্পর্কে আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেন,

شهدالشُّهُودُ والشَّهَادَةُ: الحضور مع المشاهدة، إمّا بالبصر، أو بالبصيرة،

-“সাক্ষী ও সাক্ষ্য হল চাক্ষুস উপস্থিত হয়ে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা অথবা অন্তর চক্ষু দ্বারা দেখা।” (ইমাম রাগেব, মুফরাদাত, ৪৬৫ পৃ., দারুল কলম, দামেস্ক, বয়রুত।)

এখানে **،أو بالبصيرة** এর ব্যাখ্যায় ইমাম যুরকানী (রঃ) বলেছেন-

قال ابن الكمال: البصيرة قوة للقلب المنور بنور القدس، ترى حقائق الأشياء وبواطنها بمثابة البصر للعين ترى به صورة الأشياء وظاهرها.

-“ইমাম ইবনুল হুমাম (রহঃ)বলেছেন: **البصيرة** হল ক্বাল্বের পবিত্র নূরের দ্বারা নূরানী দৃষ্টি। যার দ্বারা সব কিছুর হাকিকত দেখা যায় এবং ইহার বাতেনী দিকও

১৮১. তাফসিরে দুররুল মানসুর, ১ম খণ্ড, ৪৪৬ পৃ:;

দেখা যায়। আর চর্ম চোখ দ্বারা প্রত্যেক কিছুর বাহ্যিক দিক ও সূরত দেখা যায়।” (ইমাম যুরকানী, শরহুল মাওয়াহেব, ১/৩৩ পৃ.)

সুতরাং শাহিদ অর্থ হল, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) চর্মচক্ষু ও অন্তরচক্ষু মুবারক দ্বারা প্রত্যেক কিছুর বাহ্যিক দিক ও বাতেনী দিকও দেখেন। আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ মুকরী (রঃ) শাহিদ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন,

(الشَّاهِدُ) يرى ما لا يرى الغائب أي الحاضر يعلم مالا يعلمه الغائب

-“শাহিদ’ হল এমন কিছু দেখা যা অনপুস্থিত লোকেরা দেখে না অর্থাৎ উপস্থিত ব্যক্তি এমন কিছু জানা যা অনপুস্থিত লোকেরা জানে না।” (মিসবাহুল মুনীর)

অন্যান্য কিতাবে এভাবে আছে,

وشَهِدَه كسَمِعَه شُهُوداً أي حَضَره فهو شاهِدٌ-“উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় দেখা যেন তাকে শুনতে পায় অর্থাৎ উপস্থিত ব্যক্তিকেই সেই শাহিদ বা সাক্ষী বলা হয়।” (তাজুল আরুছ, লিছানুল আরব মিছরী)

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনু আবী বকর রাজী (রঃ) বলেছেন,

و شَهِدَهُ بالكسر شُهودا أي حضره فهو شَاهِدٌ

-“চাক্ষুস দেখা অর্থাৎ সে উপস্থিত হল তিনি শাহিদ।” (মুখতারুছ ছিহাহ)

অতএব, **شاهِدٌ** শাহিদ হল উপস্থিত হয়ে বা উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় কোন কিছু দেখা ও শুনা। যা অনপুস্থিত লোকেরা দেখে না ও শুনে না। সেটা চর্মচক্ষু দ্বারাও হতে পারে আবার অন্তর চক্ষু দ্বারাও হতে পারে। মহান আল্লাহ পাক তার প্রিয় হাবীব রাসূলে আকরাম (ﷺ) কে **شاهِدٌ** শাহিদ বলেছেন। অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের যা কিছুর সাক্ষী প্রয়োজন সব কিছুর সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ)। তিনি সব কিছুকে চর্মচক্ষু মুবারক ও অন্তরচক্ষুর দ্বারা সবকিছুর পর্যবেক্ষণ করছেন এবং সেই অনুযায়ী সাক্ষী দিবেন।

পবিত্র কোরআন ও হাদিস থেকে শাহিদ অর্থ হাযির

পবিত্র কোরআন ও হাাদিস থেকে বহু উদাহরণ দেওয়া যাবে যেগুলোর দ্বারা **شاهِدٌ** শাহিদ শব্দের অর্থ হাযির বা উপস্থিত অর্থ হয়। যেমন নিচের কয়েকটি দলিল লক্ষ্য করুন,

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ- “তোমরা কি উপস্থিত ছিলে? যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়েছিল।” (সূরা বাকারা, ১৩৩ নং আয়াত)

এই আয়াতে **شُهَدَاءَ** এর অর্থ উপস্থিত নেওয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনের আরেক আয়াতে আছে,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ-“তোমাদের মধ্যে যে রামাদ্বানের মাস পাবে সে এই মাসে রোজা রাখবে।” (সূরা বাকারা: ১৮৫ নং আয়াতাংশ)

এই আয়াতে شَهِدَ শব্দের অর্থ উপস্থিত থাকা। যেমন এই আয়াতের তাফসিরে মুফাসসিরীনগণ বলেছেন,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فمن كان شاهداً، أى حاضراً مقيما غير مسافر في الشهر،

-"তোমাদের মধ্যে যে রামাদ্বানের মাস পাবে সে এই মাসে রোজা রাখবে।' যে ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় ও মুসাফির না হয়ে এই মাসে শাহিদ হবে অর্থাৎ হাযির হবে সেই রোজা রাখবে।"[১৮২]

এই আয়াতের شَهِدَ এর অর্থ হাযির করেছেন। যেমন উল্লেখ রয়েছে **فمن كان شاهداً، أى حاضراً**- "যে ব্যক্তি শাহিদ হবে অর্থাৎ হাযির হবে।"

হাফিজুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রঃ) তদীয় তাফসিরে জালালাইনের ৩৮ পৃষ্ঠায় شَهِدَ 'শাহিদা' শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন-

فَمَنْ شَهِدَ حَضَرَ

-"যে হাযির হবে।' পবিত্র হাদিস শরীফেও শাহিদ শব্দের অর্থ সম্পর্কে আছে,

مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ-"যে ব্যক্তি জানাযার নামাযে উপস্থিত হবে তার জন্য এক ক্বিরাত সাওয়াব রয়েছে।"[১৮৩]

দেখুন এই হাদিসে شَهِدَ শাহিদা শব্দের অর্থ উপস্থিত হওয়া অর্থে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আরেক হাদিসে জানাযার নামাজের ভিতরে দেয়া সম্পর্কে আছে,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا-"ওহে আল্লাহ আমাদের জিবীতদের ক্ষমা করুন ও মৃতদের ক্ষমা করুন, উপস্থিতদের ক্ষমা করুন ও অনপুস্থিতদের ক্ষমা করুন।

এখানে **وَشَاهِدِنَا** (ওয়া শাহিদিনা) এর দ্বারা উপস্থিত লোকদের বুঝানো হয়েছে। সুতরাং শাহিদ শব্দের অর্থ হাযির ইহা পবিত্র কোরআন ও হাদিস থেকে প্রমাণিত। এখানে প্রশ্ন আসে প্রিয় নবীজি কিসের সাক্ষী? জবাবে ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ) ও ইমাম কাসতালানী (রঃ) উল্লেখ করেন:

أَنَّهُ شَاهِدٌ عَلَى الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- "নিশ্চয় নবী পাক (ﷺ) সমস্ত সৃষ্টির সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শী।"[১৮৪]

সুতরাং প্রিয় নবীজি (ﷺ) সমস্ত সৃষ্টি জগতের কোথায় কি হয় সব কিছু দেখতেছেন এবং ঐ অনুযায়ী কিয়ামতের দিন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাক্ষী দিবেন। উল্লেখ্য যে, প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া ব্যতীত সাক্ষী হওয়া যায় না। এজন্যে আল্লাহর

---

১৮২. তাফসিরে কাশ্শাফ, তাফসিরে নাছাফী, তাফসিরে রুহুল বয়ান, তাফসিরে বায়জাবী;

১৮৩. মুসনাদু আহমদ, হাদিস নং ৯২০৮; বুখারী, হাদিস নং ১৩২৫'

১৮৪. তাফসিরে কাবীর, ২৫তম জি: ১৮৮ পৃ:; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ৩য় খণ্ড, ১৬০ পৃ:;

রাসূল (ﷺ) গোটা সৃষ্টি জগতের প্রত্যক্ষদর্শী। এই **شَاهِدٌ** (শাহিদ) এর ব্যাপারে আল্লামা ইমাম নিছাপুরী (রঃ) বলেছেন,

لأن روحه شاهد على جميع الأرواح والقلوب والنفوس

-"কেননা রাসূলে করিম (ﷺ)-এর রুহ মুবারক, সমস্ত ক্বাল্ব, আরওয়াহ ও নাফসের উপর প্রত্যক্ষদর্শী বা সাক্ষী।"[১৮৫]

অর্থাৎ সমস্ত রুহ, অন্তর এবং নাফসের অবস্থা আল্লাহর নবী (ﷺ) দেখতেছেন এবং ঐ অনুযায়ী কিয়ামতের দিন সাক্ষী দিবেন। এই **شَاهِدٌ** (শাহিদ) এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (রঃ) বলেছেন,

أي شاهداً على من آمن بالإيمان وعلى من كفر بالكفر وعلى من نافق بالنفاق

-"আল্লাহর নবী (ﷺ) ঈমানদারের ঈমানের উপর, কাফেরের কুফ্রীর উপর এবং মুনাফিকের নিফাকীর উপর প্রত্যক্ষদর্শী বা সাক্ষী।"[১৮৬]

অর্থাৎ কে কতটুকু মুনাফেকী করে, কাফেরদের কুফ্রীর অবস্থা এবং কে কে ঈমানদার সবই আল্লাহর নবী (ﷺ) জানেন ও দেখেন।

হিজরী ১২শত শতাব্দির মুজাদ্দেদ আল্লামা শাহ্ আব্দুল আজিজ দেহলভী (রঃ) বলেন: নবী করিম (ﷺ) নবুয়্যাতের আলোকে প্রত্যেক দীনদারের ধর্মের অবস্থা, ঈমানদারের ঈমানের অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী। (তাফসিরে আযিযী)

এই **شَاهِدٌ** (শাহিদ) সম্পর্কে শারিহে বুখারী আল্লামা ইমাম কাসতালানী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেছেন,

أى شاهدا على الوحدانية، وشاهدا فى الدنيا بأحوال الآخرة من الجنة والنار والميزان والصراط، وشاهدا فى الآخرة بأحوال الدنيا، وبالطاعة والمعصية والصلاح والفساد، وشاهدا على الخلق يوم القيامة

-"নবী করিম (ﷺ) আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের উপর সাক্ষী। আখেরাতের জান্নাত-জাহান্নাম, মিজান, পুলসিরাতের উপর দুনিয়াতে সাক্ষী। দুনিয়ার সকল হাল বা অবস্থা, আনুগত্য, অপরাধ, নেক কাজ ও পাপ কাজের সকল অবস্থার আখেরাতে প্রত্যক্ষদর্শী বা সাক্ষী। কিয়ামতের মাঠে সমস্ত সৃষ্টির সাক্ষী।"[১৮৭]

সুতরাং প্রিয় নবীজি (ﷺ) সৃষ্টি জগতের সকল কিছুই দেখেন ও সে অনুযায়ী হাশরের ময়দানে আল্লাহ পাকের দরবারে সাক্ষী দিবেন। প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর দৃষ্টিশক্তি মহান আল্লাহ পাক এমনভাবে দান করেছেন যে, তিনি পিছন দিকে

---

১৮৫. তাফসিরে নিশাপুরী, ৪র্থ খণ্ড, ৩০৪ পৃ:;
১৮৬. তাফসিরে মাদারেক, ১ম খণ্ড, ৩৫৯ পৃ:;
১৮৭. আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ৩য় খণ্ড, ১৬০ পৃ.

মুসল্লীগণের ক্বাল্বে খুশু-খুজুর অবস্থাও দেখতেন। তার বহু নিদর্শন বিভিন্ন হাদিসে রয়েছে। যেমন হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا، فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلاَ رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন, তোমরা কি মনে করো আমি শুধু কিবলার দিকে বা সামনের দিকেই দেখি? আল্লাহর কসম! তোমাদের রুকু ও সিজদা আমার কাছে গোপন থাকে না। আমি তোমাদেরকে পিছনেও দেখি যেমনিভাবে আমার সামনে দেখতে পাই।"[১৮৮]

সুতরাং আল্লাহর নবী (ﷺ) অন্তরে লুকায়িত খুশু-খুজুর অবস্থাও দেখতে পান। এমনকি পিছনে কি হয় আল্লাহর নবী (ﷺ) তা দেখতে পান।

শাহিদ শব্দ নিয়ে বাতেলদের ধোঁকা নং ১:

বাতেল নজদীর চেলারা দাবী করে **شَاهِدٌ** শাহিদ শব্দ দ্বারা না দেখেও সাক্ষী বুঝায়। দলিল হিসেবে তারা নিচের আয়াতটি দলিল দেয়,

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

-"মহিলার পরিবারে জনৈক সাক্ষী দিল যে, যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদিনী।" (সূরা ইউসূফ, ২৬ নয় আয়াত)

এই আয়াতে জুলেখার একান্ত প্রকোষ্টে গঠিত ঘটনা সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি সাক্ষী দিয়েছে অথচ তিনি সেই ঘটনা নিজের চোখে দেখেনি। সুতরাং তাদের দাবী, না দেখেও সাক্ষী দেওয়া যায়।

ইহার জবাবঃ

প্রথমেই আমরা জেনে নিব সাক্ষী কে দিয়েছিল-

فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالضَّحَّاكُ: كَانَ صَبِيًّا فِي الْمَهْدِ أَنْطَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

-"তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) ও তাবেয়ী দ্বাহ্হাক (রহঃ)বলেছেন, সাক্ষীটি ছিল একজন দোলনার শিশু, আল্লাহ পাক তাকে কথা বলিয়েছেন।"[১৮৯]

তবে রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন,

---

১৮৮. ছহীহ্ বুখারী, ১ম জিঃ ৫৯ পৃঃ হাদিস নং ৪১৮; মিশকাত শরীফ, সালাত অধ্যায়; নাসাঈ শরীফ, ১ম জিঃ ৯৩ পৃঃ; মুসনাদে আবী ইয়ালা শরীফ, ৭২৭ পৃঃ; মুসনাদে আহমদ, ৯ম খণ্ড, ৩৩ পৃঃ; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ২য় খণ্ড, ২২৬ পৃঃ;

১৮৯. তাফসিরে বাগভী, ২য় খণ্ড, ৪৮৭ পৃঃ;

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ مِنْ خَاصَّةِ الْمَلِكِ.

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, এই সাক্ষীটি ছিল রাজার খাস লোক।"[১৯০] ইমাম ইবনু কাছির (রঃ) ও ইমাম বাগভী (রঃ) আরো উল্লেখ করেছেন,

وَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَالْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، والسُّدِّي، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: إِنَّهُ كَانَ رَجُلًا.

-"অনুরুপ তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ, তাবেয়ী ইকরিমা, তাবেয়ী হাসান বসরী, তাবেয়ী কাতাদা ও তাবেয়ী সুদ্দী, তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক্ব (রঃ) বলেছেন, সাক্ষীটি ছিল একজন বিজ্ঞ বিচারক ব্যক্তি ছিল।"[১৯১]

অতএব, জমহুরের দৃষ্টিতে সাক্ষী ছিল একজন প্রাপ্ত বয়স্ত পুরুষ যিনি রাজার একান্ত খাস লোক ছিল। সাক্ষী যেই হোক, আমাদের প্রশ্ন হল, **সেই বক্তি কি সাক্ষী দিয়েছিল?** একান্ত প্রকোষ্টে গঠিত ঘটনা[১৯২] নাকি ইউসূফ (আঃ) গায়ের জামা সামনে ছিড়া নাকি পিছনে ছিড়া?

অবশ্যই একান্ত প্রকোষ্টের ঘটনা নয়। যদি এই সাক্ষী একান্ত প্রকোষ্টের ঘটনা সম্পর্কে হত তাহলে ইহা ঘটনা না দেখে সাক্ষী দেওয়ার পক্ষে দলিল হত। যেহেতু সাক্ষীটি ছিল সেই ঘর থেকে বের হবার পরে এবং ইউসূফ (আঃ) গায়ের জামা সামনে নাকি পিছনে ছিড়া সেই সম্পর্কে সেহেতু সাক্ষীটি দেখেই ছিল। কেননা লোকটি ইউসূফ (আঃ) এর জামাকে দেখেই এরুপ সাক্ষী দিয়েছিল। অতএব, এই আয়াত না দেখে সাক্ষীর দলিল নয় বরং দেখে সাক্ষী দেওয়ার দলিল।

শাহিদ শব্দ নিয়ে বাতেলদের ধোঁকা নং ২ ঃ

কালিমায়ে শাহাদাতের মধ্যে রয়েছে **اشهد** (আশহাদু) তথা আমি সাক্ষী দিচ্ছি। এখানে সাক্ষ্যটি না দেখেই আমরা দিয়ে থাকি। সুতরাং না দেখেও সাক্ষী দেওয়া যায়।

এটির জবাব:

---

১৯০. তাফসিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খণ্ড, ৩৮৩ পৃ:;

১৯১. তাফসিরে ইবনে কাসির, ৪র্থ খণ্ড, ৩৮৩ পৃ:; তাফসিরে বাগভী, ২য় খণ্ড, ৪৮৭ পৃ:;

১৯২. একান্ত প্রকোষ্টের ঘটনা হল, হযরত ইউসূফ (আঃ) কে জুলেখা চরিত্র হননে চেষ্টা করেছিল কিন্তু আল্লাহর নবী ইউসূফ (আঃ) ইহাকে রাজী না হয়ে সেখান থেকে দ্রুতগতিতে বের হয়ে আসে। সর্বশেষ জুলেখা ইউসূফ (আঃ) এর জামা পিছন থেকে টেনে ধরেছিল ফলে পিছনের দিকের জামাটি ছিড়ে যায়। বের হওয়ার পরে জুলেখা উল্টো হযরত ইউসূফ আঃ এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে দেয়।

আমাদের সাক্ষীর মূল ভিত্তি হল রাসূলে পাক (ﷺ)। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হলেন প্রত্যক্ষ সাক্ষী আর আমরা হলাম পরোক্ষ সাক্ষী। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

-"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থি সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা মানবমন্ডনীর জন্য সাক্ষ্যদাতা হও যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষদাতা হন।" (সূরা বাক্বারা: ১৪৩ নং আয়াত)

লক্ষ্য করুন, এই আয়াতে আমাদের সাক্ষীর মূল প্রত্যক্ষ সাক্ষী রাসূলে পাক (ﷺ) কে বলা হয়েছে।

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا-"যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষ্যদাতা হন।"

সুতরাং কালিমা শরীফের মধ্যে **اشهد** (আশহাদু) তথা 'আমি সাক্ষী দিচ্ছি' কথাটি মূলত রাসূলে পাক (ﷺ) এর উপর নির্ভর করে দেওয়া হয়। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হলেন প্রত্যক্ষ সাক্ষী আর মুমিন বান্দারা হবেন প্রিয় নবীজির উপর নির্ভর করে পরোক্ষ সাক্ষী। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, প্রত্যক্ষ সাক্ষী ব্যতীত পরোক্ষ সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হয় না। হাশর ময়দানেও হযরত নূহ (আঃ) এর ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদী সাক্ষী দিবে কিন্তু সেই সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে যখন রাসূলে আকরাম (ﷺ) উম্মতের সাক্ষীর পক্ষে প্রত্যক্ষ সাক্ষী দিবে।

শাহিদ শব্দ নিয়ে বাতেলদের ধোঁকা নং ৩ ঃ

বাতেলরা আরেকটি ধোঁকা দেয় এই রেওয়ায়েত দ্বারা। তাদের দাবী, রাসূলে পাক (ﷺ) হাশরের দিন উম্মতের আমল সমূহ ও আলামত দেখে সাক্ষী দিবে। তাদের দলিল নিচের হাদিসটি,

أَخْبَرَنَا رجل من الأنصار عَن المنهال بن عَمْرو أنه سمع **سَعِيد بن المُسَيَّب يقول ليس من يوم إلاَّ يعرض فيه على النبي ﷺ أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم ليشهد عليهم**

-"তাবেয়ী সাঈদ ইবনু মুসাইব (রহঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাশর দিন সকলের আমল সমূহ আলামত সমূহ উপস্থাপন করা হবে। ফলে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাদের আলামত সমূহ দেখে তাদেরকে চিনবেন ও তাদের ব্যাপারে সাক্ষী দিবেন।"[১৯৩]

---

১৯৩. ইমাম ইবনু মুবারক: কিতাবুয যুহুদ, হাদিস নং ১৬৬, ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী, ৫০৫৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

এই হাদিসে অনেক গুলো সমস্যা রয়েছে। যেমন প্রথমত হাফিজুল হাদিস, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রঃ) বলেছেন, **هَذَا الْمُرْسَلِ** -"ইহা মুরসাল রেওয়ায়েত।" [১৯৪]

দ্বিতীয়ত. ইহার সনদে একজন অজ্ঞাত বা অপিরিচিত রাবী রয়েছে, যেমন **رجل من الأنصار** আনসারদের একজন ব্যক্তি, যার নাম পরিচয় জানা যায় না। তৃতীয়ত. বর্ণনাকারী **المنهال بن عَمْرو** 'মিনহাল ইবনু আমর' সম্পর্কে ইমামদের অনেকে বিশ্বস্ত বলেছেন। আবার এক জামাত ইমাম তার সমালোচনা করেছেন। যেমন,

وذكره أبو العرب وأبو جعفر العقيلي في جملة الضعفاء-"ইমাম আবু আরব, আবু জাফর উকাইলী (রহঃ) তাকে দুর্বল রাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।"[১৯৫]

ইমাম যাহাবী (রঃ) উল্লেখ করেছেন,

وقَالَ أبو محمد ابن حزم: لَيْسَ بالقوي.قُلْتُ: تفرّد بحديث منكر

-"**আল্লামা** আবু মুহাম্মদ ইবনু হাজম (রহঃ) বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়। আমি (যাহাবী) বলিঃ তার বিচ্ছিন্ন হাদিস গুলো মুনকার।"[১৯৬]

চতুর্থত. রেওয়ায়েতটি মারফূ বা মাওকুফ পর্যায়ের নয়, বরং মাকতু পর্যায়ের। অতএব, পবিত্র কোরআন, বহু সংখ্যক হাদিস অজস্র দালাইলের মোকাবেলায় এরুপ একটি মাকতু, মুরসাল, মুনকার ও দুর্বল রেওয়ায়েত কখনই দলিল হতে পারে না।

শাহিদ শব্দ নিয়ে বাতেলদের ধোঁকা নং ৪:

বাতেলরা ধোঁকা দেওয়ার জন্য বলে থাকে পবিত্র কোরআনে আছে, না দেখেও **شَاهِدٌ** শাহিদ বা সাক্ষী হওয়া যায়। কারণ নবী মূসা (আঃ) আমাদের নবীর পক্ষে সাক্ষী দিয়েছেন, অথচ তিনি আমাদের নবীজিকে না দেখে এই জামানায় না থেকেই সাক্ষী দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে তারা এই আয়াতটি উল্লেখ করে থাকে,

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ

-"বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং তোমরা একে অমান্য করো এবং বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে।" (সূরা আহক্বাফ, ১০ নং আয়াত)

ইহার জবাবঃ

---

১৯৪. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানীঃ ফাতহুল বারী, ৫০৫৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

১৯৫. ইমাম মুগলতাঈঃ ইকমালু তাহজিবিল কামাল, রাবী নং ৪৭৫৫;

১৯৬. ইমাম যাহাবীঃ তারিখুল ইসলাম, রাবী নং ২৬৭;

আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলের যে সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে তিনি নবী মূসা (আঃ) নয়, বরং জমহুরের মতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ)। যিনি আহলে কিতাবের বড় আলিম ছিলেন ও পরে প্রিয় নবীজির দরবারে সাক্ষ্য দিয়ে মুসলমান হয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) নিজে, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত দ্বাহ্হাক (রঃ), হযরত ইবনে জায়েদ (রঃ), হযরত ইকরিমা (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত ইবনে সিরীন (রঃ), হযরত শা'বী (রঃ) এবং হযরত মাসরুক (রঃ) বলেছেন,

هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ، شَهِدَ عَلَى نُبُوَّةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنَ بِهِ، وَاسْتَكْبَرَ الْيَهُودُ فَلَمْ يُؤْمِنُوا.

-"তিনি হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) যিনি নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (ﷺ)'র নবুয়্যাতের উপর সাক্ষ্য দিয়ে ঈমান এনেছিল। আর ইয়াহুদিরা অহংকার করে ঈমান আনেনি।"[১৯৭]

ইমাম আবুল বারাকাত আন-নাসাফী (রহঃ)তদীয় তাফসির গ্রন্থে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

{من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل} هو عبد الله بن سلام عند الجمهور

-"যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং তোমরা একে অমান্য করো এবং বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে। অধিকাংশ ইমামদের নিকট তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ)।"[১৯৮]

অতএব, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) আল্লাহর নবী (ﷺ)কে দেখেই সাক্ষী দিয়েছেন। **এখানে না দেখে সাক্ষী দেওয়ার কিছুই নেই।** সর্বোপরি যদি বলাও হয় যে, মূসা (আঃ) সাক্ষী দিয়েছেন। সেক্ষেত্রেও প্রমাণিত হবে নবী মূসা (আঃ) আমাদের নবীকে চিনেন ও জানেন। যেমন পবিত্র কোরআনে আছে,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

-"আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাঁকে চিনে, যেমন করে নিজেদের পুত্রদেরকে চিনে।" (সূরা বাকারা, ১৪৬ নং আয়াত)

দেখুন সকল নবীগণই আমাদের নবী পাক (ﷺ) কে চিনেন ও জানেন। তাই আমাদের নবীর ব্যাপারে অন্য সকল নবীগণের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে। এ বিষয়ে আরেকটি আয়াত উল্লেখ করা যায়।

---

১৯৭. তাফসিরে বাগভী, দুররুল মানসুর, ৭ম খণ্ড, ৪৩৮ পৃ:;

১৯৮. তাফসিরে নাসাফী;

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

-"আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, আমি কিতাব ও হেকমতের যা কিছু তোমাদের দান করেছি, অতঃপর তোমাদের নিকট যখন রাসূল আসবেন তোমাদের কিতাবের সত্যায়নকারী হিসেবে, তখন সে রাসূলে প্রতি অবশ্যই তোমরা ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি অঙ্গীকার গ্রহণ করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তারা বলল, আমরা অঙ্গীকার গ্রহণ করছি। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাক, আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।" (সূরা আলে ইমরান, ৮১ নং আয়াত)

এই আয়াতের আলোকে রাসূলে পাক (ﷺ) কে স্বয়ং আল্লাহ পাক সকল নবীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। যার ফলে সকল নবীগণই আমাদের রাসূলে আকরাম (ﷺ) কে চিনেন। তাই তাঁদের এই ব্যাপারে সাক্ষী অগ্রহণযোগ্য হবে না।

শাহিদ শব্দ নিয়ে বাতেলদের ধোঁকা নং ৫:

বাতেলদের আরেকটি ধোঁকা হল, তারা বলে শাহিদ হলেও হাযির-নাযির বুঝাবে না। প্রমাণ হিসেবে তারা নিম্নের আয়াতটি উল্লেখ করে থাকে,

وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ

-"মূসাকে যখন আমি নির্দেশনামা দিয়েছিলাম তখন আপনি পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না এবং আপনি উপস্থিতও ছিলেন না।" (সূরা কাসাস, ৪৪ নং আয়াত)

তাফসিরের কিতাবের মধ্যে আছে,

وما كنت حاضرا المكان الذي أوحينا فيه إلى موسى عليه السلام،

-"মূসা (আঃ) এর প্রতি ওহী নাজিল করি তখন আপনি সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন না।" (তাফসিরে কাশশাফ)

এটির জবাবঃ

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত আকিদা এই নয় যে, আল্লাহর নবী (ﷺ) সব জায়গায় স্বশরীরে হাযির, বরং আহলু সুন্নাত বিশ্বাস করে আল্লাহর নবী (ﷺ) সারা দুনিয়াটাকে হাঁতের তালুর মতই দেখেন ও জেসমে মেছালীর দ্বারা যেখানে খুশি সেখানে ভ্রমন করতে পারেন। সেই নিরিখে নবী মূসা (আঃ) এর কাছে আল্লাহর হাবীব (ﷺ) স্বশরীরে হাযির ছিলেন না, তবে আল্লাহর নবী (ﷺ) ইহা দেখেছেন। কারণ **شَاهِدٌ** শাহিদ শব্দ দ্বারা স্বশরীরে উপস্থিত না থেকেও উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় দেখা বুঝায়। যেমন পবিত্র কোরআনের অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ

করেন, **وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ**-"আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।" (সূরা আলে ইমরান, ৮১ নং আয়াত)

অর্থাৎ রোজে আজলে সকল নবীগণকে আমাদের রাসূল (ﷺ) এর প্রতি ঈমান আনয়ন ও সাহায্য করার অঙ্গীকার করানোর পরে সকল নবীগনের সাথে আল্লাহ পাক নিজেও সাক্ষী রইলেন। দেখুন, নবীগণের সেই মজলিসে আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় অজুদ বা অস্তিত্ব নিয়ে হাযির ছিলেন না[১৯৯]। কিন্তু সকল কিছুই তিনি দেখেছেন ও সাক্ষী থেকেছেন। সুতরাং **شَاهِدٌ** শাহিদ শব্দ দ্বারা স্বশরীরে উপস্থিত না থেকেও উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় দেখা বুঝায়। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন,

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

-"তিনি বললেন, তোমাদের রব পালনকর্তা যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন; এবং আমিই এই বিষয়ের সাক্ষ্যদাতা।" (সূরা আম্বিয়া, ৫৬ নং আয়াত)

দেখুন এই আয়াতেও আল্লাহ তা'য়ালা নিজেকে সকল কিছুর **شَاهِدٌ** শাহিদ বা সাক্ষ্যদাতা বলেছেন। অথচ মহান আল্লাহ পাক সবকিছুর কাছে স্বীয় অজুদ নিয়ে হাযির নয় বরং স্বীয় ইলম ও কুদরত দ্বারা সব কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছেন এবং সবই তার নজরের ভিতরে। সুতরাং প্রমাণিত হল, **شَاهِدٌ** শাহিদ দ্বারা স্বশরীরে উপস্থিত না থেকেও উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় অবলোকন করা বুঝায়। আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যত কিছুর সাক্ষী হওয়ার কথা সবকিছু দেখেন ও সেই অনুযায়ী হাশরের ময়দানে সাক্ষী দিবেন।

না দেখা সত্ত্বেও হযরত খুজাইমা (রাঃ)'র সাক্ষী গ্রহণ করা হল কে?

একদা রাসূলে পাক (ﷺ) এর মরুবাসী বেদুইনের কাছ থেকে ঘোড়া ক্রয় করলেন। এক পর্যায়ে সেই বেদুইন ঘোড়াটি বিক্রয় করার বিষয়টি অস্বীকার করল এমনকি সে প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র কাছে সাক্ষী তলব করল। ফলে এই কথা শুনে হযরত খুজাইমা ইবনু ছাবিত (রাঃ) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তার কাছ থেকে ঘোড়া ক্রয় করেছেন। তখন নবী পাক (ﷺ) খুজাইমাকে বললেন, তুমি কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ? (তুমিতো ক্রয় করার সময় ছিলেনা) জবাবে খুজাইমা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনার সত্যবাদীতার উপর নির্ভর করে সাক্ষী দিচ্ছি।

---

১৯৯. কেননা আল্লাহ তা'য়ালা স্থান, কাল ও পাত্র থেকে পবিত্র।

তখন রাসূল (ﷺ) খুজাইমার সাক্ষ্যকে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য এর সমান বলে ঘোষণা দিলেন।[২০০]

এই হাদিস মোতাবেক বাতেলদের দাবী, হযরত খুজাইমা (রাঃ) এর সাক্ষী গ্রহণ করা হয়েছে, অথচ তিনি ঘটনা দেখেননি। সুতরাং না দেখলেও সাক্ষী হওয়া যায়।

এটির জবাব:

এই হাদিস মোতাবেক হযরত খুজাইমা ইবনু ছাবিত (রাঃ) এর সাক্ষী ছিল পরোক্ষ সাক্ষী। তাঁর সাক্ষীর মূল সাক্ষী ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর নবী (ﷺ)। যেমন ঐ হাদিসেই আছে,

بِمَ تَشْهَدُ؟، فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- "তুমি কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছো? (তুমিতো ক্রয় করার সময় ছিলে না) জবাবে খুজাইমা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনার সত্যবাদীতার উপর নির্ভর করে সাক্ষী দিচ্ছি।"

স্পষ্টত হযরত খুজাইমা (রাঃ) এর সাক্ষীর ভিত্তি ছিল স্বয়ং রাসূলে পাক (ﷺ)। আর রাসূলে পাক (ﷺ) এর উপর নির্ভর করে সাক্ষী দিলে তা গ্রহণযোগ্য এটি স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কোরআনে আছে,

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا-"আর রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী।" (সূরা বাকারা, ১৪৩ নং আয়াত)

অতএব, হযরত খুজাইমা (রাঃ) যদি রাসূল (ﷺ) কে বাদ দিয়ে এককভাবে সাক্ষী দিত তাহলে ইহা গ্রহণযোগ্য হত না। যেহেতু রাসূলে পাক (ﷺ) এর উপর নির্ভর করেই সাক্ষী দিয়েছে সেহেতু ইহা না দেখে একক সাক্ষী রইল না। সুতরাং না দেখে সাক্ষীর দলিল ইহা নয়।

প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র কাছে সকলের আমল জাহের

মহান আল্লাহ পাক আরো বলেন-

وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ

-"আল্লাহ ও তার রাসূল তোমাদের আমলসমূহ দেখতেছেন ও দেখতে থাকবেন।" (সূরা তাওবা, আয়াত নং ৯৪)

এখানে **سَيَرَى** (ছাইয়ারা) এই আয়াত দ্বারা সরাসরি প্রমাণিত হয়, আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব আমাদের যাবতীয় আমল সমূহ দেখছেন ও দেখতে থাকবেন। এই আয়াত প্রসঙ্গে হাফিজুল হাদিস, আবুল ফিদা আল্লামা ইবনে কাছির (রঃ) উল্লেখ করেন:

أَيْ: سَيُظْهِرُ أَعْمَالَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের আমলসমূহ প্রকাশিত হবে।"[২০১]

---

২০০. সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং ৩৬০৭;

অর্থাৎ আয়াতে উদ্দেশ্যকৃত ঘটনা ঘটবার পরে তাদের কর্মসমূহ প্রকাশিত হবে। আরবী নাহুর কায়দা মোতাবেক **س** ও **سوف** থাকলে ইহা শুধু ভবিষ্যতের অর্থ দেয়। কিন্তু নাহুর কায়দায় এটাও রয়েছে যে, ভবিষ্যতের অর্থ দিলেও হাজের মাওজুদ থাকে। যেমন নাহুর কিতাবে আছে,

فإذا قلت: سيفعل أو سوف يفعل دل على أنك تريد المستقبل وترك الحاضر على لفظه؛ لأنه أولى به, إذ كانت الحقيقة إنما هي للحاضر الموجود لا لما يتوقع أو قد مضى

-"যখন বলা হয়, **سيفعل** এবং **سوف يفعل** তখন এই শব্দের মধ্যে বর্তমানকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের অর্থ দিবে, ইহাই সর্বোত্তম। যদিও হাকিকতে হাজিরে মাওজুদ বিদ্যমান থাকবে, নিকটতম অতীতের প্রত্যাশার জন্য নয়।" (উসুলুন নাহু)

অর্থাৎ **س** ও **سوف** থাকলে ভবিষ্যতের অর্থ দিবে, তবে ব্যক্তি বর্তমানে উপস্থিত আছে বুঝাবে। যদি ব্যক্তি বর্তমানে হাযির না থাকে তাহলে ভবিষ্যতে দেখবে কিভাবে? আর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত সর্ব সময় ও কালই আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রকাশিত। যেমন পবিত্র কোরআনে আছে,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

-"নিশ্চয় আসমান ও জমীনে কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়।" (সূরা আলে ইমরান, ৫ নং আয়াত)

এজন্য দেখার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা ভবিষ্যতে দেখবেন এই অর্থ নেওয়া যাবে না। বরং সবকিছু সব সময়ই আল্লাহ পাকের কাছে প্রকাশিত। আর প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কাছে আল্লাহ প্রদত্ত্ব ক্ষমতাবলে প্রকাশিত। শুধুমাত্র মুনাফিকদের ঐ ঘটনা ঘটার সময় বাহ্যত আল্লাহ ও রাসূল ইহা দেখার কথা এই আয়াতে বলা হয়েছে। তবে এই আয়াতের বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে ইমাম আবু বকর ইবনু আরাবী (রঃ) ওফাত ৫৪৩ হিজরী তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَوْله تَعَالَى {وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ}: الْبَارِي رَاءٍ مَرْئِيٌّ ، يَرَى الْخَلْقَ، وَيَرَوْنَهُ، فَأَمَّا رُؤْيَتَهُمْ لَهُ فَفِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ، وَمِنْ قَوْمٍ مَخْصُوصِينَ، وَأَمَّا رُؤْيَتُهُ لِلْخَلْقِ فَدَائِمَةٌ، فَهُوَ تَعَالَى يَعْلَمُ وَيَرَى .

-"দ্বিতীয় মাসয়ালা, আল্লাহ তা'য়ালা বানী **{وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ}** মহান রব বারী তা'য়ালা দেখেন যা কিছু দেখার, সৃষ্টিকে দেখবেন এবং তিনাকেও দেখবে। ফলে তিনাকে দেখা অতীব খাস বিষয় এবং যারা দেখবে ঐ সম্প্রদায়ও অতীব খাস। আর সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা দেখা হল দায়েমী বা সব সময়। ফলে আল্লাহ তা'য়ালা সবকিছু জানেন ও দেখেন।"[২০২]

---

২০১. তাফসিরে ইবনে কাছির, ২য় খণ্ড, ৪৭৫ পৃ:;

২০২. ইমাম আবু বকর আরাবী: আহকামুল কোরআন, ২য় খণ্ড, ৫৬৪ পৃ:;

লক্ষ্য করুন, ইমাম আবু বকর ইবনু আরাবী (রঃ) س ও **سوف** থাকার পরেও আল্লাহ তা'য়ালার দেখার ব্যাপারে বলেছেন, **وَأَمَّا رُؤْيَتُهُ لِلْخَلْقِ فَدَائِمَةٌ** আর সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা'য়ালা দেখা হল দায়েমী বা সব সময়। শুধু তাই নয়, তিনি আরো বলেন,

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْله تَعَالَى {وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ}: ذَكَرَهُ بِصِيغَةِ الِاسْتِقْبَالِ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ مُسْتَقْبَلَةٌ، وَالْبَارِي يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ، وَيَرَاهُ إذَا عَمِلَ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ يَتَعَلَّقُ بِالْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ، وَالرُّؤْيَةُ لَا تَتَعَلَّقُ إلَّا بِالْمَوْجُودِ،

-"তৃতীয় মাসয়ালা, আল্লাহ তা'য়ালার বাণী- **{وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ}** এখানে ভবিষ্যতের ছিগা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা ঐ আমলটি ভবিষ্যতে ঘটিতব্য। আর রব বারী তা'য়ালা ঘটনা গঠার পূর্বেই জানেন ও ইহা ঘটবার সময় দেখেন। কেননা ইলম সম্ভব্য হওয়া ও সম্ভব্য না হওয়া উভয়ের সাথে সম্পর্কীত হয় কিন্তু **الرُّؤْيَةُ** বা দেখা সম্ভব্য না হলে তায়াল্লুক বা সম্পর্কীত হয় না।"[২০৩]

বিখ্যাত ফকিহ্ ও মুফাস্সির ইমাম আবুল লাইছ সমরকান্দি (রঃ) (ওফাত ৩৭৩ হিজরী) তদীয় কিতাবে বলেন,

وَقُلِ اعْمَلُوا أي: اعملوا خيرا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، يعني: ويراه رسوله، ويراه المؤمنون.

-"বলুন তোমরা আমল করো অর্থাৎ তোমরা উত্তম আমল করো। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং মুমিন বান্দাগণ তোমাদের পর্যবেক্ষণ করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা দেখবেন, তার রাসূলও দেখবেন এবং মু'মীনগণও দেখবেন।" (তাফসিরে সমরকান্দি)

এখানে **س** থাকার পরেও ইমাম আবুল লাইছ সমরকান্দি (রঃ) শুধু يرا (ইয়ারা) মুজারের ছিগা ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ বর্তমানে দেখা চলমান তবে ভবিষ্যতে ঐ ঘটনা ঘটার সময়ও দেখবেন।

বিখ্যাত ও সুপ্রসিদ্ধ মুফাস্সির ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ) তদীয় তাফসির গ্রন্থে বলেছেন,

أَمَّا حُكْمُهُ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ أَنَّهُ يَرَاهُ اللَّهُ وَيَرَاهُ الرَّسُولُ وَيَرَاهُ الْمُسْلِمُونَ،

-"আর দুনিয়াতে হুকুম হল নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা ইহা দেখছেন ও দেখবেন, রাসূল (ﷺ) ইহা দেখছেন ও দেখবেন এবং মুসলমানেরাও ইহা দেখছেন ও দেখবেন।" (তাফসিরে কবীর)

---

২০৩. ইমাম আবু বকর আরাবী: আহকামুল কোরআন, ২য় খণ্ড, ৫৬৪ পৃ:;

এখানেও ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রঃ) يَرَا শব্দ প্রয়োগ করে মুজারে তথা বর্তমান ও ভবিষ্যত কালকে বুঝিয়েছেন। আল্লামা কাজী নাছিরুদ্দিন বায়জাবী (রঃ) বলেছেন,

وَقُلِ اعْمَلُوا ما شئتم. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ فإنه لا يخفى عليه خيراً كان أو شراً. وَرَسُولُهُ

-"তোমরা যা ইচ্ছা আমল করো, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের আমল সমূহ দেখবেন। নিশ্চয় ভাল ও মন্দ কোন কিছুই তার কাছে গোপন নেই এবং তাঁর রাসূল ও মুমিন বান্দাগণের নিকটও।" (তাফসিরে বায়জাবী)

সুতরাং মহান আল্লাহ তা'য়ালা সর্বকালে দেখেন ও দেখবেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত্ব ক্ষমতাবলে দেখেন ও দেখতে থাকবেন। এটাই চূড়ান্ত কথা। কোন নির্দিষ্ট ঘটনাকে উদ্দেশ্য করে **س** ও **سوف** যুক্ত করে বলা হলে ঐ ঘটনা ঘটার সময় দেখবে বুঝাবে। তবে বর্তমানে দেখেন না এরুপ বুঝাবে না। অর্থাৎ তিনি বর্তমানেও দেখছেন ও ভবিষ্যতে গঠিতব্য ঘটনা গঠার সময়ও দেখবেন।

তাই এই আয়াত দ্বারা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের আমল সমূহের প্রতি 'নাযির' ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। যেমন প্রিয় নবীজি (ﷺ) উম্মতের আমল সমূহ জানেন ও দেখেন সে সম্পর্কে ছহীহ্ হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، **عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا،**

-"হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) নবী করিম (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের আমলের সকল নেক কাজ ও বদকাজ আমার কাছে তুলে ধরা হয়।"[২০৪]

অতএব, সারা পৃথিবীর সকল উম্মতের আমল সমূহ স্বয়ং আল্লাহ পাক স্বীয় হাবীব রাসূলে পাক (ﷺ) এঁর কাছে প্রকাশিত বা উদ্ভাসিত করেন। তেমনিভাবে সারা পৃথিবীটাকেও মহান আল্লাহ তা'য়ালা প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কাছে তুলে ধরে রেখেছেন। তাইতো রাসূলে পাক (ﷺ) কে 'নাযির' বলা হয়।

---

২০৪. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৫৫৩; ছহীহ্ ইবনে খুজাইমা, হাদিস নং ১৩০৮; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ১৬৪২; মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালুছী, হাদিস নং ৪৮৫; মুস্তাখরাজে আবী আওয়ানাহ, হাদিস নং ১২১১; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২১৫৪৯; সুনানে কুবরা লিল বায়হাক্বী, হাদিস নং ৩৫৯০; শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ১০৬৫৯; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৩৯১৬; শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৪৮৯; মিশকাত শরীফ, ৬৯ পৃঃ হাদিস নং ৭০৯; জামেউছ ছাগীর;

মুহুর্তের মধ্যে সারা পৃথিবী ভ্রমন করা

ইসলামী আকিদায় আল্লাহ প্রদত্ত্ব ক্ষমতা বলে মুহুর্তের মধ্যে সারা প্রথিবী ভ্রমন করা সম্ভব। প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর বেলায় যেখানে খুশি সেখানে হাযির হওয়ার বিষয়টি আরো স্পষ্ট। বরং কোন কোন ওলী আউলিয়ার বেলায়ও এরুপ সম্ভব। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বয়ান করেন,

قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ

-“ইফরিত নামক জ্বীন বললেন, আপনি যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে দাঁড়ানোর পূর্বেই (রাণী বিলকিসের) সিংহাসন এনে দিব। এ ব্যাপারে আমি শক্তিশালীও বটে।” (সূরা নামল: আয়াত নং ৩৯)

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

-“কিতাবের ইলম আছে ঐ লোকটি (আসিফ ইবনে বরকিয়া) অর্থাৎ, বললেন, আপনি আপনার চোখের পলক দিবার পূর্বেই আমি সিংহাসন আপনার সামনে উপস্থিত করে দিব।” (সূরা নামল, আয়াত নং ৪০)

উল্লেখিত ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একটা জ্বীন বসা থেকে দাঁড়ানো পূর্বে তাফসিরে উল্লেখ সারে বারশত মাইল দূর[২০৫] থেকে বিশাল এক সিংহাসন এনে ফেলবে। এখন প্রশ্ন হলো, একজন জিন যদি বসা থেকে দাঁড়ানোর পূর্বে সারে বারশত মাইল দূরে যেয়ে আবার বিশাল এক সিংহাসন আনতে পারে তাহলে আমাদের নবী (ﷺ) কেন মদিনা থেকে বাংলাদেশে আসতে পারবে না? অথচ তিনি সকল নবীদেরও নবী, এমনকি হযরত সুলাইমান (আঃ) এরও নবী। আসিফ ইবনে বরকিয়া (রঃ) একজন আল্লাহর ওলী হয়ে যদি চোখের পলকের মধ্যে এতদূর থেকে বিশাল সিংহাসন আনতে পারে তাহলে নবী করিম (ﷺ) মদিনা থেকে বাংলাদেশে আসতে পারবে না কেন?!

এজন্যেই আল্লামা ইমাম কাযি আয়্যায (রহঃ)বলেন,

وَالظَّوَاهِر مَع الْبَشَر وَمن جِهَة الْأَرْوَاح وَالْبَوَاطِن مَع الْمَلَائِكَة،

-“নবীগণ দৈহিকভাবে মানবীয় গুণপ্রাপ্ত, বাতেনীভাবে ফিরিশতাদের গুণ প্রাপ্ত।”[২০৬]

অনুরুপ বক্তব্য আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী তদীয় ফায়জুল বারী শরহে বুখারীতে হাদিস শরীফ হতে উল্লেখ করেন,

---

২০৫. দূরত্বের বর্ণনার ভিন্নতা রয়েছে।

২০৬. কাজী আয়্যায: শিফা শরীফ, ২য় খণ্ড, ৯৬ পৃ:;

وفي «كَنْزِ العمال» أنَّ أجساد الأنبياء نابتةٌ على أجساد الملائكة. وإسناده ضعيف. ومرادُه أن حالَ الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام في حياتهم كحال الملائكة، بخلاف عامة الناس

-"কানজুল উম্মাল গ্রন্থে আছে, নিশ্চয় নবীগণের দেহ সমূহ ফিরিস্তাদের দেহের মতই বিচরণ করে। ইহার সনদ দুর্বল। ইহার অর্থ হল, নবীগণের জিবদ্দশায় তাদের অবস্থা হলো ফিরিশতাদের মত। এক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থা সাধারণ মানুষের বিপরীত।"[২০৭]

এ জন্যেই তিনি বাতেনী ভাবে সবকিছু দেখেন ও যেখানে খুশি সেখানে যাইতে পারেন।

তাইতো হাফিজুল হাদিস, আল্লামা ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রাঃ) বলেছেন-

فَحَصَلَ مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ النُّقُولِ وَالْأَحَادِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ، وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ وَيَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ

-"বহু হাদিস ও নকলী দালায়েল একত্রিত করে ইহা হাসিল হয় যে, নিশ্চয় আল্লাহর নবী (ﷺ) দেহ ও রুহ সহকারে জীবিত এবং তাঁর তাসাররুফ করার ক্ষমতা আছে এমনকি তিনি যমিনের আনাচে-কানাচে যেখানে খুশি সেখানে ভ্রমণ করতে পারেন।"[২০৮]

অতএব, আল্লাহর হাবীব আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে পাক (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত্ব ক্ষমতাবলে সর্বত্র হাযির হতে পারেন। সেটা জেসমে মেছালী হতে পারে অথবা স্বশরীরে হতে পারে। সম্পূর্ণই রাসূলে পাক (ﷺ) এঁর এখতিয়ার।

প্রিয় নবীজি (ﷺ) মুমিনের জানের চেয়ে নিকটে

বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে হযরত রাসূলে পাক (ﷺ) মুমিনের জানের চেয়েও আরো নিকটে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে উল্লেখ আছে,

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ-"নবী (ﷺ) মুমিনের জানের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী।" (সূরা আহযাব, ৬নং আয়াত)

বিভিন্ন তাফসিরে গ্রন্থের আলোকে এই আয়াতে **أَوْلَى** (আওলা) শব্দের চারটি অর্থ হয়। **احق** অধিক হক্বদার, **احب** অধিক মহব্বতের, **افضل** অধিক উত্তম ও **اقرب** অধিক নিকটবর্তী। এর অন্যতম হল **اقرب** অধিক নিকটবর্তী। অতএব, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মুমিনের জানের চেয়েও অধিক হক্বদার। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)

---

২০৭. কাশ্মিরীঃ ফায়জুল বারী শরহে বুখারী, ১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃঃ;

২০৮. ইমাম সুয়ূতিঃ আল হাবী লিল ফাতওয়া, ২য় খণ্ড, ১৮০ পৃঃ; আল্লামা মাহমুদ আলুছীঃ তাফসিরে রুহুল মায়ানী, ২১তম খণ্ড, ২৮৬ পৃঃ;

মুমিনের জানের চেয়েও অধিক মুহাব্বতের। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মুমিনের জানের চেয়েও অধিক উত্তম। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মুমিনের জানের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। এই **أَوْلَى** (আওলা) শব্দের অর্থ যে নিকটবর্তী সে ব্যাপারে হাদিস শরীফে পাওয়া যায়। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন, ইমাম তিরমিযি (রহঃ)বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْنُ عَثْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَيْسَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ، أَخْبَرَهُ**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যারা আমার উপর অধিক পরিমানে দরূদ পাঠ করবে তারা কিয়ামতে আমার অধিক নিকটবর্তী হবে।"[২০৯]

এই হাদিসে **أَوْلَى** (আওলা) শব্দের অর্থ অধিক নিকটবর্তী বুঝানো হয়েছে। এই **أَوْلَى** (আওলা) শব্দের অর্থ সম্পর্কে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওঃ আবুল কাশেম নানুতুবী সাহেব বলেন:

اقرب অর্থাৎ, আওলা অর্থ নিকটে। (তাহজিরুন্নাস ১০ পৃ:)

সুতরাং পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নবী (ﷺ) মুমিনের জানের চেয়েও আরো নিকটবর্তী।

উম্মত কি খেয়েছে ও সঞ্চয় করেছে নবীজি (ﷺ) তাও জানেন:

মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীদের এমন মহান ক্ষমতা দান করেছেন যে, উম্মতের ঘরে কি সঞ্চয় করেছে এবং কি খেয়েছে তার সম্পর্কে জানেন ও দেখেন। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَأُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ

-"[ঈসা আঃ বলছেন] আমি বলে দিতে পারি তোমরা কি খেয়েছো এবং কি জমা করে রেখেছো।" (আলে ইমরান ৪৯ নং আয়াত)

এই আয়াতদ্বারা বুঝা যায়, উম্মতের ঘরে কি খেয়েছে এবং কি কি জমা করে রেখেছে সবই ঈসা (আঃ) দেখতেন। হযরত ঈসা (আঃ) যদি উম্মতের ঘরে কি খেয়েছে এবং কি জমা রেখেছে সব দেখতে পারেন, তাহলে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) যিনি সব নবীদেরও নবী তিনি কেন উম্মতের ঘরে কি খেয়েছে ও জমা রেখেছে তা দেখবেন না?

---

২০৯. তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৪৮৪;

সব কিছুকে নবীজি (ﷺ) রহমত হিসেবে বেষ্টন করে আছেন

হযরত রাসূলে করিম (ﷺ) সকল কিছুর রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ পাক বলেন:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ-"আমি আপনাকে সারা জাহানের রহমত ব্যতীত পাঠায়নি।" (সূরা আম্বিয়া, ১০৭ নং আয়াত)

সুতরাং প্রিয় নবীজি (ﷺ) হলেন সারা জাহানের রহমত, আর রহমত কিভাবে কোথায় থাকেন সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র বলেন: **وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ**-"আমার রহমত সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে।" (সূরা আরাফ: ১৫৬ নং আয়াতাংশ)

সুতরাং আল্লাহর নবী (ﷺ) আল্লাহর রহমত হিসেবে সৃষ্টি জগতের সব কিছুকে বেষ্টন করে আছেন। অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের সবকিছুই রাসূলে পাক (ﷺ) এর করুনার নজরে রুহানীভাবে বেষ্টন করে আছেন। কারণ মহান আল্লাহ তা'য়ালা হলেন: **رَبِّ الْعَالَمِينَ** সমস্ত জগতের রব, আর আমাদের নবী রাসূলে পাক (ﷺ) হলেন **رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ** সমস্ত জগতের রহমত। তাই আল্লাহ তা'য়ালা যতটুকু সীমানার রব, প্রিয় নবীজি (ﷺ) ততটুকু সীমানার জন্য রহমত। এখানে **الْعَالَمِينَ** (আলামিন) হল **عالم** 'আলম' এর বহুবচন। **عالم** 'আলম' অর্থ একটি জগৎ, আর **الْعَالَمِينَ** (আলামিন) অর্থ সকল জগৎসমূহ।

ঠিক অনুরুপ বলেছেন আরিফ বিল্লাহ আল্লামা শায়েখ আব্দুল কারিম ইবনে ইব্রাহিম আল জিয়ালী (রহঃ)(ওফাত ৮৩২ হিজরী) তদীয় কিতাবে বলেন,

قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اعلم ان هذا الرحمة هى التى عئت الموجودات جميعها واليها الاشارة فى قوله تعالى وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ يعنى ان محمدا ﷺ هو الواسع لكل ما يطلق عليه اسم الشئ من الامور الحقيه والامور الخلقية

-"আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন, আমি আপনাকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি। নিশ্চয় এই রহমত সকল কিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে। আর এ দিকে ইশারা করেই আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'আমার রহমত সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে'। অর্থাৎ হক্ব গতভাবে ও সৃষ্টিগতভাবে যতকিছুর সাথে নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর নাম সম্পর্কীত করা হয়েছে সবকিছুকে তিনি বেষ্টনকারী।"[২১০]

---

২১০. আল কামালাতুল ইলাহিয়্যা ফি ছিফাতিল মুহাম্মাদিয়্যা, বাবুল আওয়াল;

সুতরাং আল্লাহর নবী (ﷺ) সমগ্র সৃষ্টি জগতে রহমত হিসেবে বেষ্টন করে আছেন। ইহা আল্লাহর হাবীব রাসূলে পাক (ﷺ) প্রতি মহান আল্লাহ পাকের অপার মহিমা। (সুবহানাল্লাহ)

প্রিয় নবীজি (ﷺ) দুনিয়ার সব কিছু দেখেন:

আল্লাহর হাবীব রাসূলে পাক (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সব কিছুই দেখেন। এমনকি প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর উম্মতের মাঝে মুমিনে কামেল যারা তারাও আল্লাহর নূর দিয়ে সব কিছু দেখতে পান। যেমন নিচের হাদিস গুলো লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الطَّيِّبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ، ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ.**

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করিম (ﷺ) বলেছেন, তোমরা মুমিনের অন্তরের দৃষ্টিকে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহর নূর দিয়ে তাঁরা দেখে।"[২১১]

ইমাম তিরমিজি (রহঃ)এই হাদিস উল্লেখ করে বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -"এই হাদিস 'গরীব' তথা একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত।"[২১২] ইমাম তিরমিজি (রহঃ)এর কাছে একজন রাবী এই হাদিস বর্ণনা করেছেন এজন্যে তিনি এই হাদিসকে 'গরীব' বলেছেন, **অন্যথায় এই হাদিস 'গরীব' নয় মোট ৬ জন সাহাবী এই হাদিস বর্ণনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, 'গরীব' মানে 'যঈফ' নয়।** 'গরীব হাদিস' হল যে হাদিস প্রত্যেক যুগে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন সে

---

২১১. জামে তিরমিজি শরিফ, ২য় খণ্ড, ১৪৫ পৃঃ হাদিস নং ৩১২৭; তাফসিরে কাবির শরিফ, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃ:; ২৩তম খণ্ড, ২৩১ পৃ:; তাফসিরে রুহুল বয়ান, ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃ:; ৪র্থ খণ্ড, ৫৯০ পৃ:; ২য় খণ্ড, ৪৫৫ পৃ:; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবিরে, ৮ম খণ্ড, ১০২ পৃ: হা: নং ৭৪৯৪; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াহেদ' ১০ম খণ্ড, ২৭১ পৃ:; গাউছে পাক: ছেররুল আছরার, ১২২ পৃ:; হাফিজ ইবনে কাছির: আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ২য় খণ্ড, ৪০৯ পৃ:; তাফসিরে কুরতবী, ১০ম খণ্ড, ৩৪ পৃ:; নাওয়াদেরুল উছুল, ২৭১ নং হা:; তাফসিরে তাবারী, ১৪ তম খণ্ড, ৫০ পৃ:; তাফসিরে রুহুল মায়ানী, ১৪ তম খণ্ড, ৪২৯ পৃ:; তাফসিরে খাজেন, ৩য় খণ্ড, ৬০ পৃ:; তাফসিরে ইবনে কাছির, ২য় খণ্ড, ৬৯২ পৃ:; ইমাম আজলুনী: কাশফুল খফা, ১ম খণ্ড, ৩৫ পৃ:; ইমাম ছাখাভী: মাকাছিদুল হাছানা, ১৯ পৃ:; ইমাম সুয়ূতি: জামেউছ ছাগীর, ১ম জি: ১৬ পৃ:; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খণ্ড, ৩৫ পৃ:; তারিখে বাগদাদ, ৫ম খণ্ড, ৯৯ পৃ:;

২১২. তিরমিজি শরীফ, ২য় জি: ১৪৫ পৃ:;

হাদিসকে ‘গরীব হাদিস’ বলে। গরীব হাদিস ছহীহ্ হতে পারে, যেমন ছহীহ্ বুখারী শরীফের প্রথম হাদিস হল:

إِنَّمَا الأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ- “নিশ্চয় সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।” অথচ এই হাদিস ‘গরীব সনদের’ কিন্তু ছহীহ্। ইমাম তিরমিজি (রহঃ)এর কাছে হাদিসটি গরীব সনদের হলেও ছহীহ্, কারণ এই হাদিস ‘যঈফ’ হলে তিনি ‘যঈফ’ উল্লেখ করতেন। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا الْفُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: ثنا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، **عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ؛ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ**

-“হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, তোমরা মুমিনের অন্তরের দৃষ্টিকে ভয় করো, কেননা তাঁরা আল্লাহর নূর দিয়ে সব কিছু দেখে।”[২১৩]

এখানে একটি লক্ষ্যনীয় যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) মুমিনের দেখার বিষয়টি **يَنْظُرُ** (ইয়ানজুরু) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন, যা মুজারের ছিগা। অর্থাৎ এর মধ্যে দুইটি কাল নিহিত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল। অর্থাৎ মুমিনে কামেলগণ আল্লাহর নূর দিয়ে দেখতেছেন ও দেখতে থাকবেন। এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، **عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ**

-“হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, তোমরা মুমিনের অন্তরের দৃষ্টিকে ভয় করো, কেননা তাঁরা আল্লাহর নূর দিয়ে সব কিছু দেখে।”[২১৪]

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা হাফিজ হায়সামী (রঃ) বলেন:

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.-“ইমাম তাবারানী (রঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন আর ইহার সনদ ‘হাসান’।”[২১৫]

---

২১৩. তাফসিরে ইবনে কাছির, ২য় খণ্ড, ৬৯২ পৃ:; তাফসিরে তাবারী শরীফ, ১৪তম খণ্ড, ৫০ পৃ:; হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৯৪ পৃ:; তাফসিরে দুররুল মানসুর, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৪ পৃ:;

২১৪. ইমাম তাবারানী তাঁর আওছাতে, ২য় খণ্ড, ২৭১ পৃ:; ইমাম তাবারানী তাঁর কবীরে, ৮ম খণ্ড, ১০২ পৃ:; তাফসিরে কাবীর, ১ম খণ্ড, ১২৬ পৃ:; ইমাম সুয়ূতি: জামেউছ ছাগীর, ১ম জি: ১৩ পৃ:; ইমাম ছাখাভী: মাকাছিদুল হাছানাহ, ৩৮ পৃ:; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩০৭৩; মুসনাদে শিহাব, ১ম খণ্ড, ৩৮৭ পৃ:; নাওয়াদেরুল উছুল, ১স খণ্ড, ৬৭৭ পৃ:;

২১৫. ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, ১০ম খণ্ড, ৪৭৩ পৃ:; ইমাম তাবারানী তাঁর আওছাতে, ২য় খণ্ড, ২৭১ পৃ: হাশিয়া:; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খণ্ড, ৩৫ পৃ:; মুসনাদে শিহাব, ১ম খণ্ড, ৩৮৭ পৃ:;

এই হাদিসের একটি সনদে **رَاشِد بْن سَعْدٍ الحمصي** (রাশিদ ইবনে সা'দ) নামক একজন রাবী রয়েছে যাকে ওহাবীরা দুর্বল বলতে চায়। অথচ ইমামগণ তার ব্যাপারে বলেছেন,

وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وابن سعد.-"তাঁকে ইমাম ইবনে মাঈন, ইমাম আবু হাতিম, ইমাম ইবনে সাঈদ (রঃ) বিশ্বস্ত বলেছেন।"

عَن أَحْمَد بْن حنبل: لا بأس بِهِ.-"ইমাম আহমদ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেণ, উক্ত রাবীর হাদিস গ্রহনে কোন অসুবিধা নেই।"

وَقَال عثمان بْن سَعِيد الدارمي، عَن يحيى بْن مَعِين، وأَبُو حاتم، وأحمد بْن عَبد الله العجلي، ويعقوب بْن شَيْبَة، والنَّسَائي ثقة.

-"উসমান ইবনে সাঈদ দারেমী (রঃ) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইমাম আবু হাতিম, আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আজলী, ইয়াকুব ইবনে শাইবাহ ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বলেছেন, সে বিশ্বস্ত।"

وَقَال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا بأس به، يعتبر به-"ইমাম দারাকুতনী (রঃ) বলেন: তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই, তার উপর নির্ভর করা যায়।"

وله ذكر في الجهاد من صحيح البخاري. قلت وذكره ابن حبان في الثقات

-"ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর ছহীহ্ গ্রন্থে জিহাদ অধ্যায়ে তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আমি (আসকালানী) বলছি: ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।"

وقال الدارقطني: يعتبر به، لا بأس به. وقال أحمد: لا بأس به،

-"ইমাম আহমদ (রহঃ) ও ইমাম দারাকুতনী (রহঃ)বলেন, তার উপর নির্ভর করা যায়, তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা নেই।"[২১৬]

অতএব, ইমামগণের অভিমত দ্বারা প্রমাণিত হয় **رَاشِد بْن سَعْد** (রশিদ ইবনে ছাইদ) এর বর্ণিত রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য। তাই এই রাবীর রেওয়ায়েত ছহীহ্ অথবা হাসান হবে। এ সম্পর্কে অনুরুপ আরেকটি রেওয়ায়েত আছে,

حَدَّثَنِي أَبُو شُرَحْبِيلَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: ثنا الْمُؤَمَّلُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّحَبِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْمُعَلَّى أَسَدُ بْنُ وَدَاعَةَ الطَّائِيُّ قَالَ: ثنا وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ، عَنْ طَاوُسِ بْنِ كَيْسَانَ، **عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْذَرُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ؛ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ،**

-"হযরত ছাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, তোমরা মুমিনের দাওয়াত ও অন্তরের দৃষ্টিকে ভয় কর। কেননা তাঁরা আল্লাহর নূর দিয়ে সব কিছু দেখে।"[২১৭] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে,

---

২১৬. ইমাম শামছুদ্দিন যাহাবী কৃত 'মিযানুল এ'তেদাল, ২য় খণ্ড, ২৯৩ পৃ:; তাহজিবুত তাহজিব, তাহজিবুল কামাল;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَصْرٍ الْحَمَّالُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنِ الْحَسَنِ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, তোমরা মুমিনের অন্তর দৃষ্টিকে ভয় করো।"[২১৮] এ বিষয়ে আরেকটি মারফূ রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন: মুমিন আল্লাহর নূর দ্বারা দেখে যে নূর দ্বারা তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[২১৯] এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

وعند العسكري من حديث ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هانئ**عن أبي الدرداء رضي الله عنه من قوله: اتقوا فراسة العلماء، فإنهم ينظرون بنور الله**

-"হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহর আলিমগণের অন্তরের দৃষ্টিকে ভয় করো। কেননা তাঁরা আল্লাহর নূর দ্বারা সবকিছু দেখেন।"[২২০]

এই হাদিসটি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। আর এ বিষয়ে সতর্ক করতে গিয়ে বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন,

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، **عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِيَّاكُمْ وَفِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ**

-"হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা মুমিনের অন্তরদৃষ্টিকে ভয় করো, কেননা তারা আল্লাহর নূর দ্বারা সবকিছু দেখতে পান।[২২১] এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন,

---

২১৭. ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৮১ পৃ:; তাফসিরে তাবারী, ১৪তম খণ্ড, ৯৭ পৃ:; তাফসিরে দুররুল মানসুর, ৫ম খণ্ড, ৯১ পৃ:; তাফসিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খণ্ড, ৫৪৩ পৃ:; ইমাম আবু নুয়াইম: তবকাতুল মোহাদ্দেছীন, ৩য় খণ্ড, ৪১৯ পৃ:; ইমাম সুয়ূতি: জামেউল আহাদিস, ১ম খণ্ড, ৪৭৫ পৃ:;

২১৮. শাইখ ইস্পাহানী: আমছালুল হাদিস, হাদিস নং ১২৬;

২১৯. মুসনাদে ফিরদাউছ, ৪র্থ খণ্ড, ১৭৮ পৃ:, হাদিস নং ৬৫৫৪; ইমাম আজলুনী: কাশফুল খাফা, ২য় খণ্ড, ২৬৪ পৃ: হাদিস নং ২৭০০; ইমাম ছাখাভী: মাকাছিদুল হাছানা, ৪৪০ পৃ: হাদিস নং ১২৩৪; তাজকিরাতুল মওজুয়াত, ১৯৫ পৃ:; ইমাম সুয়ূতি: জামেউল আহাদিস, ২২তম খণ্ড, ১১৪ পৃ: হাদিস নং ২৪৪৪১;

২২০. তারিখে ইবনে আসাকির; মাকাছিদুল হাছানাহ, ১৯ পৃ: হাদিস নং ২৩;

২২১. জামে মা'মার ইবনে রাশাদ, ১০/৪৫১, হাদিস নং ১৯৬৭৪;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حقًّا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرْ مَا تَقُولُ، فَإِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً إِيمَانِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا، فَأَسْهَرْتُ لِيَلِي وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ كَيْفَ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ كَيْفَ يَتَعَادَوْنَ فِيهَا،

-"হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) হারেছা (রাঃ) কে বললেন, হে হারেছা! আজকের ভোর বেলা কেমন হল? হারেছা বললেন: আল্লাহর কসম! আজকের ভোর বেলা সত্যিকারের ঈমানের সাথে হয়েছে। নবীজি বললেন, তুমি লক্ষ্য করো তোমার কথার দিকে, কেননা প্রত্যেক হাকিকতেরও হাকিকত রয়েছে, তোমার ঈমানের হাকিকত কি? হারেছা (রাঃ) বলেন, আমি যেন আল্লাহর আরশে আল্লাহকে সরাসরি দেখি, জান্নাতে একে অপরের সাথে কিরূপ কথা বলছে তাও দেখি, জাহান্নামে লোকদের কষ্টের দূর্ভোগ দেখছি।"[২২২]

হাদিসটি সাহাবী 'হারেছ ইবনু মালেক (রাঃ)' থেকেও ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) ও ইমাম তাবারানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও মুরসালরুপে একাধিক সূত্রে হাদিস বর্ণিত রয়েছে।

সুতরাং উল্লেখিত হাদিস সমূহ দ্বারা প্রমাণ হয়, মুমিনে কামেল তথা আল্লাহর ওলীগণ আল্লাহর নূর দিয়ে সবকিছু দেখতে পান। বিষয়টি মোট ৬ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, যা সব মিলিয়ে 'মশহুর' পর্যায়ের। উসূলে হাদিসের আইন মোতাবেক একাধিক দুর্বল রেওয়ায়েত একত্রিত হলেও সবগুলো মিলিত হয়ে ক্বাবী বা শক্তিশালী হয়ে যায়। আর এ বিষয়ে মাকতু ও মাওকুফরূপে ছহীহ্ এবং মারফূ রূপে হাসান ও যঈফ পর্যায়ের একাধিক রেওয়ায়েত রয়েছে। যা নিশ্চিতরূপে সব মিলিয়ে ক্বাবী বা শক্তিশালী হওয়াতে কোন বাধা থাকবে না। তাই এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যারা মুমিনে কামেল তাঁরা আল্লাহর নূর দ্বারা সৃষ্টি জগতের সব কিছু দেখেন। একজন মুমিন যদি আল্লাহর নূরে সব দেখতে পারে তাহলে প্রিয়নবী, নবীদেরও নবী হুজুর পুর নূর (ﷺ) কেন সৃষ্টি জগতের সব কিছু দেখবেন না?

মুমিনে কামিলগণ রুহানীভাবে বিচরণ করতে পারে

প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র উম্মতের মাঝে যারা মুমিনে কামেল, তারা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রুহানীভাবে যেখানে খুশি ঐখানে বিচরণ করতে পারে। যেমন নিচের

২২২. ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নং ১০১০৬; তাফসিরে কাবীর, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃ:;

হাদিস গুলো লক্ষ্য করুন, হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু আব্দিল বার্ (রঃ) বর্ণনা করেছেন,

وذكر بن أَبِي الدُّنْيَا قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ بَلَغَنِي أَنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ مُرْسَلَةٌ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ

-"ইমাম ইবনু আবিদ্ দুনইয়া (রঃ) উল্লেখ করেছেন, খালেদ ইবনু খিদাশ হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি হযরত মালেক ইনবু আনাস (রঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার কাছে হাদিস পৌঁছেছে যে, নিশ্চয় মুমিন বান্দাগণের রুহসমূহ প্রেরিত হয় এবং যেখানে খুশি সেখানে ভ্রমন করেন।"[২২৩]

শারিহে বুখারী, ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রঃ) তদীয় কিতাবে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করেছেন,

حدث عن موسى بن شعيب أبي عمران السمرقندي، قال : ثنا محمد بن سهيل، ثنا أبو مقاتل السمرقندي، ثنا أبو سهل، عن الحسن، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ يَنْظُرُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম (ﷺ) ইরশাদ করেন, নিশ্চয় মুমিনগণের রুহ সমূহ সপ্তম আকাশে থাকে। তারা জান্নাতে তাদের স্থান সমূহ দেখতে পায়।"[২২৪]

ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রঃ) তদীয় কিতাবে আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন,

أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، **عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: حَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَاصِ قَالَ: إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ كَالزَّرَازِيرِ يَتَعَارَفُونَ، يُرْزَقُونَ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ**

-"হযরত খালেদ ইবনু মা'দান রহঃ বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আস (রাঃ) হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেণ, নিশ্চয় মুমিনগণের রুহ সমূহ পাখির ন্যায় বিচরণ করে, তারা পরস্পর পরস্পরকে চিনেন ও জান্নাতী ফল ভক্ষণ করেন।"[২২৫]

এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ مَهْدِيٍّ أَبُو مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ:، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، **عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ**

---

২২৩. ইমাম ইবনু আব্দিল বার্: আল ইস্তেজকার, ৩য় খণ্ড, ৯৩ পৃ:;

২২৪. ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী: আহওয়ালুল কুবুর, হাদিস নং ৫৭১; ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী: আখবারু ইস্‌বাহান, হাদিস নং ৫৭১; মুসনাদু ফিরদৌছ, হাদিস নং ৯১৩; ইমাম মানাভী: আত তাইছির বি'শারহি জামেইছ ছাগীর, ১ম খণ্ড, ৩১০ পৃ:;

২২৫. ইমাম ইবনু মুবারক: আয যুহুদ, হাদিস নং ৪৪৬;

مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبًا الْوَفَاةُ أَتَتْهُ أُمُّ مُبَشِّرٍ ابْنَةُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنْ لَقِيتَ ابْنِي فُلَانًا فَاقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ فَقَالَ: غَفَرَ اللَّهُ لَكِ يَا أُمَّ مُبَشِّرٍ نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ قَالَ: بَلَى. قَالَتْ: فَهُوَ ذَلِكَ

-"হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কা'ব ইবনু মালেকের মৃত্যু আসন্ন হল, তখন তার নিকট উম্মে মুবাশ্‌শির ইবনাতু বারা ইবনে মারুফ এসে বললেন, যদি তথায় (পরকালে) অমুকের সাক্ষাৎ পাও তাকে আমার সালাম বলিও! তখন তিনি বললেন, হে উম্মে মুবাশ্‌শির! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন! তখন আমাদের ব্যস্ততা তোমার এই কাজ অপেক্ষা অধিক থাকবে। এ সময় উম্মে মুবাশশির বললেন, হে আবু আব্দির রহমান! আপনি কি শুনেননি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মুমিনগণের রুহ সমূহ পাখির ন্যায় হবে এবং জান্নাতী ফল ভক্ষণ করবে। (অর্থাৎ তারা শান্তিতে থাকবে ব্যস্ততা কোথায়?) তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। তখন উম্মে মুবাশশির বললেন, আমি তো তাই বলতেছি।"[২২৬]

হাদিসটি এভাবেও মারফূরুপে বর্ণিত রয়েছে,

حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن نمير، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن الزهري، **عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه: سمعت النبي صلى الله عليه يقول: إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تعلق من ثمر الجنة**

-"হযরত আব্দুর রহমান ইবনু কা'ব ইবনে মালিক তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি আল্লাহর নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, মুমিনগণের রুহ সমূহ সবুজ পাখির ন্যায় হবে এবং জান্নাতী ফল ভক্ষণ করবে।"[২২৭] হাদিসটি ইমাম তাবারানী (রঃ) তদীয় কিতাবে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَطَّارُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، **عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ مُعَلَّقٍ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى يَرُدَّهَا اللهُ إِلَى أَجْسَادِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ**

---

২২৬. ইমাম দোলভী: আল কুনা ওয়াল আছমা, হাদিস নং ১০০১৭; সুনানু ইবনু মাজাহ, হাদিস নং ১৪৪৯; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কাবীর, হাদিস নং ১২০; মিশকাত শরীফ, হাদিস নং ১৬৩১;

২২৭. ইমাম ইব্রাহিম হারাবী: গারিবুল হাদিস, হাদিস নং ১৪২২;

-"হযরত ইবনু কা'ব ইবনে মালিক তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন, প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন: মুমিনগণের রুহ জান্নাতে সমূহ পাখির ন্যায় হবে এবং জান্নাতী ফল ভক্ষণ করবে এমনকি কিয়ামতের দিন তাদের শরীরের মধ্যে রুহসমূহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে।"[২২৮]

শারিহে বুখারী, ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী (রঃ) আরেকটি রেওয়ায়েত তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

وخرَّج ابنُ منده، من طريقِ عليِّ بنِ زيدٍ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ، أنَّ سلمانَ قال لعبدِ اللهِ بنِ سلامٍ: إنَّ أرواحَ المؤمنينَ في برزخٍ مِنَ الأرضِتذهبُ حيثُ شاءتْ، وإنَّ أرواحَ الكفارِ في سجِّين.

-"ইমাম ইবনু মান্দাহ (রঃ) আলী ইবনু জায়েদ (রহঃ) এর সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নিশ্চয় হযরত সালমান ফারছি (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) কে বললেন, নিশ্চয় মুমিনগণের রুহ সমূহ জমীনে কবর জগতে (রুহানীভাবে) যেখানে খুশি ঐখানে ভ্রমন করতে পারে আর কাফেরদের রুহ সমূহ সিজ্জিনে থাকে।"[২২৯]

প্রায় অনুরুপ আরেকটি রেওয়ায়েত তিনি উল্লেখ করেছেন,

وخرَّجه ابن سعدٍ في طبقاتِهِ ولفظُه: إنَّ روحَ المؤمنِ تذهبُ في الأرضِ حيثُ شاءتْ، وروحَ الكافر في سجين.

-"ইমাম ইবনু সা'দ (রঃ) তদীয় আত-তাবকাতে এই শব্দে ইহা বর্ণনা করেছেন, মুমিনের রুহ যমিনের যেখানে খুশি ভ্রমন করতে পারে আর কাফেরের রুহ সিজ্জিনে থাকে।"[২৩০]

সুতরাং মুমিন বান্দাগণের রুহসমূহ আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যেখানে খুশি রুহানীভাবে ভ্রমন করতে পারে। সনদসহ সম্পূর্ণ হাদিসটি এভাবে বর্ণিত আছে,

أَخْبَرَكُمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ حَيَوَيْهِ، وَأَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقُ قَالَا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، **عَنْ**

---

২২৮. ইমাম তাবারানী: মুজামুল কাবীর, হাদিস নং ১২০;

২২৯. ইমাম বায়হাক্বী: আল বায়াছ ওয়ান নুশুর, হাদিস নং ১৯৭; ইমাম ইবনু আবী দুনিয়া: আল মানামাত, হাদিস নং ২১; ইমাম ইবনু মুবারক: আয যুহুদ ওয়ার রাকাইক, হাদিস নং ৪২৯; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নং ১২৯৩; ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী: রাওয়াইউত তাফছির, ১ম খণ্ড, ২৫৪ পৃ:; ইমাম সুয়ূতি: তাফসিরে দুররুল মানসুর, ৮ম খণ্ড, ৪৪৫ পৃ:; ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী: রাওয়াইউত তাফছির, ১ম খণ্ড, ২৫৪ পৃ:;তাফসিরে মাজহারী, ১০ম খণ্ড, ২২৪ পৃ:;ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী: আহওয়ালুল কুবুর, ১ম খণ্ড, ১১৭ পৃ:;

২৩০. ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী: রাওয়াইউত তাফছির, ১ম খণ্ড, ২৫৪ পৃ:; ইমাম ইবনু সা'দ: তাবকাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, ৭০ পৃ: দারুল কুতুব ইলমিয়্যা; ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী: রাওয়াইউত তাফছির, ১ম খণ্ড, ২৫৪ পৃ:;

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: الْتَقَيَا سَلْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنْ مِتَّ قَبْلِي فَالْقَنِي وَأَخْبِرْنِي مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ، وَإِنْ أَنَا مِتُّ قَبْلَكَ لَقِيتُكَ فَأَخْبَرْتُكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، كَيْفَ هَذَا؟ أَوَ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَرْزَخٍ مِنَ الْأَرْضِ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ، وَنَفْسَ الْكَافِرِ فِي سِجِّينٍ،

-"হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) মিলিত হলেন। তখন একজন আরেকজন সঙ্গীকে বললেন, তুমি যদি আমার পূর্বে মারা যাও তাহলে তুমি আমার সাথে মিলিত হইও এবং তোমার সাথে তোর প্রভূ কিরূপ আচরণ করেছেন তা জানাবে। আর যদি আমি তোমার পূর্বে মারা যাই তাহলে আমি তোমার সাথে মিলিত হব ও আমার সম্পর্কে তোমাকে বলবো। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বললেন, হে আবু আব্দিল্লাহ! ইহা কিভাবে হবে? অথবা এরুপ কি হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। **নিশ্চয় মুমিনগণের রুহ সমূহ যমিনে আলমে বরযখে থাকবে। তারা যেখানে খুশি সেখানেই ভ্রমন করবে।** আর কাফেরদের রুহ সমূহ থাকবে সিজ্জিনে।"[২৩১]

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثني ابْنُ رِفَاعَةَ، نا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ الْحَارِثِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَّا يُقَالُ لَهُ: مُعَاوِيَةُ أَوِ ابْنُ مُعَاوِيَةَ**عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يُغَسِّلُهُ وَيَحْمِلُهُ وَيُكَفِّنُهُ وَمَنْ يُدَلِّيهِ فِي حُفْرَتِهِ**

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) ইরশাদ করেন, নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিরা চিনতে পারে যারা তাকে গোসল দিচ্ছে, যারা তাকে বহন করে, যারা তাকে কাফন পড়ায়, যারা তাকে কবরের গোহায় নামায়।"[২৩২]

ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন,

---

২৩১. ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক: বিতাবুয যুহুদ, হাদিস নং ৪২৯; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নং ১২৯৩; ইবনে রজব হাম্বলী: আহওয়ালুল কুবুর, হাদিস নং ৩৯৭; তাফসিরে দুররুল মানসুর, ৮ম খণ্ড, ৪৪৫ পৃ:;

২৩২. ইমাম ইবনু আবী দুনিয়া: আল মানামাত, হাদিস নং ১ম খণ্ড, ১০ পৃ:; ইমাম আহমদ: মুসনাদু আহমদ, হাদিস নং ১১৬০০; ইমাম দায়লামী: আল ফিরদৌস, হাদিস নং ৬৭২১; ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী: আহওয়ালুল কুবুর, হাদিস নং ২৯৩; ইমাম গাজ্জালী: এইয়াউল উলুমুদ্দিন, ৪র্থ খণ্ড, ৪৯৭ পৃ:;

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا حَدَّثَنِي **مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا جُبَيْرٌ الْقَصَّابُ قَالَ... فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ الْمَوْتَى يَعْلَمُونَ بِزُوَّارِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ**

-"তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে ওয়াছী (রঃ) বলেছেন, ..তিনি বলেন, আমার কাছে হাদিস পৌঁছেছে যে, নিশ্চয় মৃত ব্যক্তি শুক্রবারে, তার আগের দিন ও তার পরের দিন তার যিয়ারকারীকে চিনেন।"[২৩৩]

ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রঃ) তদীয় কিতাবে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا أَبُو الطَّيِّبِ الشَّعْرَانِيُّ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ: ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: نَزَلَ بِي ضَيْفٌ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ فَقَالَ: سَمِعْتُ **وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَقُولُ: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ دَارًا، يُقَالُ لَهَا الْبَيْضَاءُ، تَجْتَمِعُ فِيهَا أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ،**

-"অনুরুপ হযরত ওহাব ইবনু মুনাব্বাহ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, নিশ্চয় সপ্তম আসমানে আল্লাহ তা'য়ালার একটি স্থান রয়েছে যাকে 'বায়দ্বা' বলা হয়। সেখানে মুমিনগণের রুহসমূহ একত্রিত হয়।"[২৩৪]

উল্লেখিত হাদিস সমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, আল্লাহর হাবীবের উম্মতের মাঝে যারা মুমিনে কামেল তারা ইন্তিকালের পরে সপ্তম আসমানের উপরে 'বায়দ্বা' নামক স্থানে থাকে রুহানীভাবে একত্রিত থাকে, পরস্পর পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং পৃথিবী জান্নাত ও আসমানের যেখানে খুশি সেখানেই ভ্রমন করতে পারে। সেখান থেকে তারা জান্নাতের মনজিল সমূহ দেখতে পায়। যেমন হাফিজুল হাদিস ইমাম ইবনু হাজার আস্‌কালানী (রঃ) বলেছেন,

قال شيخ الإسلام ابن حجر وغيره: إن أرواح المؤمنين في عليين، وهو مكان في السماء السابعة تحت العرش وأرواح الكفار في سجين وهو مكان تحت الأرض السابعة،

-"শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) ও অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন, নিশ্চয় মুমিনগণের রুহসমূহ ইল্লিয়্যীনে থাকে। ইহা এমন স্থান যা আরশের নিচে সপ্তম আকাশের উপরে বিদ্যমান। আর কাফেরদের রুহসমূহ থাকে সিজ্জিনে যা সাত যমিনের নিচে।"[২৩৫]

---

২৩৩. ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নং ৮৮৬২; তাফসিরে ইবনে কাছির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩২৫ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: মেরকাত শরহে মিশকাত, ১৭৪১ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

২৩৪. ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৬০ পৃ:; ইমাম কুরতবী: আত তাজকেরাহ, ১ম খণ্ড, ২৩২ পৃ:; তাফসিরে মাজহারী, ১০ম খণ্ড, ২২৪ পৃ:; ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী: রাওয়াইউত তাফছির, ১ম খণ্ড, ২৫৪ পৃ:;

২৩৫. ইমাম শামছুদ্দিন ছাফিরী: আল মাজালিছুল ওয়া'জিয়া, ২য় খণ্ড, ২২০ পৃ:;

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রঃ) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন,

وَلَا تبَاعد مِنَ الْأَوْلِيَاءِ حَيْثُ طُوِيَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ، وَحَصَلَ لَهُمْ أَبْدَانٌ مُكْتَسَبَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَجَدُوهَا فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ فِي آنٍ وَاحِدٍ،

-"আর আল্লাহর আউলিয়াগণের কাছে পৃথিবীটা অনেক দীর্ঘ নয়। ওলীগণ একই মুহুর্তে একাধিক জায়গায় বিচরণ করতে পারেন এবং একই সময়ে তাঁরা একাধিক শরীরের অধিকারী হতে পারেন।"[২৩৬]

সুতরাং উল্লেখিত হাদিস সমূহ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, রাসূলে আকরাম (ﷺ) উম্মতগণের মাঝে মুমিনে কামেলরা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রুহানীভাবে যেখানে খুশি সেখানে ভ্রমণ করতে পারেন। এবার বলুন! উম্মত যদি আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায় রুহানীভাবে যেখানে খুশি ভ্রমন করতে পারে তাহলে স্বয়ং আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (ﷺ) ভ্রমন করতে পারে কিনা?!

প্রিয় নবীজি (ﷺ) জমীন থেকেই হাউজে কাউছার দেখেন

আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (ﷺ) কেমন ও কতদূর দেখতেন সে বিষয়ে ছহীহ্ হাদিসে আছে,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى الْحَوْضِ مِنْ مَقَامِي هَذَا

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বের হয়ে ঐস্থানে এলেন যেখানে তিনি ইন্তেকাল শরীফ করেছেন।.. ঐ সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই আমি এই স্থান থেকে হাউজে কাউছার দেখছি।"[২৩৭]

হযরত উকবা ইবনু আমের (রাঃ) থেকে হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ من مَقَامِي هَذَا وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ

-"নিশ্চয় আমি এই স্থান থেকে হাউজে কাউছার দেখতে পাই এবং নিশ্চয় আমাকে যমিনের ভান্ডারের চাবি সমূহ দেওয়া হয়েছে।"[২৩৮]

---

২৩৬. ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মিশকাত, ১৬৩২ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ অধ্যায়ে;

২৩৭. সুনানু দারেমী, হাদিস নং ৭৮;

২৩৮. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ১৩৪৪, ৪০৮৫ ও ৪০৪২; ছহীহ্ মুসলীম, মেসকাত, হাদিস নং ৫৯৫৮;

সুতরাং রাসূলে পাক (ﷺ) জমীনে দাঁড়িয়ে সাত আসমান ও হাউজে কাউছার দেখেন। (সুবহানাল্লাহ)

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, রাসূলে আকরাম (ﷺ) (ل) লামে তাকিদসহ বলেছেন **لَأَنْظُرُ** অবশ্যই আমি দেখি। ইহা মুজারে মারুফ এর ওয়াহেদে মুতাকাল্লিম এর ছিগা, যার মধ্যে দুইটি কাল নিহিত রয়েছে, বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল। যার অর্থ হবে, আমি দেখতেছি ও দেখতে থাকবো। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যমিনে দাঁড়িয়ে হাউজে কাউছার দেখতেছেন ও দেখতে থাকবেন।

প্রিয় নবীজি (ﷺ) রাতের গভীর অন্ধকারেও দিনের মতই দেখেন:

আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (ﷺ) দিনের আলোতে যেমন দেখতেন রাতের গভীর অন্ধকারেও তেমন দেখতেন। (সুবহানাল্লাহ) এ বিষয়ে ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ)বর্ণনা করেন-

وَرَوَى زُهَيْرُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى فِي الظَّلْمَاءِ كَمَا يَرَى فِي الضَّوْءِ.**

-"হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) রাতের অন্ধকারে ঐরুপ দেখতেন যেরুপ দিনের আলোতে দেখতেন।"[২৩৯]

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ)বলেছেন,

وَهَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ ضَعْفٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ

-"এই সনদে দুর্বলতা রয়েছে। অনরুপ আরেকটি দুর্বল সূত্রে ইহা বর্ণিত রয়েছে।"[২৪০]

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন, ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ)বর্ণনা করেছেন,

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمَّارٍ الشَّهِيدُ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَى بِاللَّيْلِ فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يَرَى بِالنَّهَارِ مِنَ الضَّوْءِ**

২৩৯.ইমাম বায়হাক্বী: দালাইলুন নবুয়াত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭৬ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ২য় খণ্ড, ১৩ পৃ:; ইমাম ইবনু মুলাক্কিন: গায়াতুর রাসূল ফি খাছাইছির রাসূল, ১ম খণ্ড, ২৯৯ পৃ:; ইমাম সুয়ূতি: খাছাইছুল কুবরা, ১ম খণ্ড, ১০৪ পৃ:;

২৪০. ইমাম বায়হাক্বী: দালাইলুন নবুয়াত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭৬ পৃ:;

-“হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) রাতের অন্ধকারে তেমনই দেখেন যেমন দিনের আলোতে দেখেন।”[২৪১]

যেহেতু একাধিক সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত সেহেতু উসূল মোতাবেক উভয় সনদ একত্রিত হয়ে ক্বাবী বা শক্তিশালী হয়ে যাবে। অতএব, রাসূলে পাক (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাত আসমান ও সাত জমীন এমনকি আরশ-কুরসী সবই দেখেন। এজন্যে তিনি দিনের আলোতে যেমন দেখেন রাতের গভীর অন্ধকারেও তেমন দেখেন।

হাতের তালুর মতই সবকিছু প্রিয় নবীজি (ﷺ) দেখেন

সারা দুনিয়া রাসূলে পাক (ﷺ)-এর কাছে হাতের তালুর মত। ফলে তিনি সব কিছু স্বীয় হাতের তালুর মতই দেখতে পান। যেমন পবিত্র হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে,

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَبِي شَجَرَةَ الْحَضْرَمِيِّ، **عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ،**

-“হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সারা দুনিয়াকে আমার সামনে তুলে ধরে রেখেছেন। ফলে আমি ইহা দেখতেছি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা যা হবে সব কিছু আমি আমার হাতের তালুর মতই দেখতে থাকবো।”[২৪২]

এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে অত্র কিতাবেই পূর্বে তাহকিক করা হয়েছে। এই হাদিসের সনদ তাহকিক করে দেখেছি হাদিসটি মান হাসান হবে। আর প্রিয়

---

২৪১. ইমাম বায়হাক্বী: দালাইলুন নবুয়াত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭৫ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ২য় খণ্ড, ১৩ পৃ:; ইমাম সুয়ূতি: খাছাইছুল কুবরা, ১ম খণ্ড, ১০৪ পৃ:;

২৪২. ইমাম নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ: আল ফিতান, হাদিস নং ২; তাবারানী তাঁর কবীরে, হাদিস নং ১৪১১২; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খণ্ড, ১৬ পৃ:; ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১৪০৬৭; ইমাম সুয়ূতি: জামেউল আহাদিস, হাদিস নং ৬৮৫৪; শরহে যুরকানী, ১০ম খণ্ড, ১২৩ পৃ:; আল্লামা ছানআনী: আত্তানভীর শরহে জামেউছ ছাগীর, ২য় খণ্ড, ২৯৯ পৃ:; ইমাম ইবনে শাহিন: আত্তারগীব ওয়াত্তারহব লি কাওয়াইমুস সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, ২১১ পৃ:, হাদিস নং ১৪৫৬; ইমাম সুয়ূতি: ফাতহুল কাবীর, ১ম খণ্ড, ৩১৬ পৃ:; হাদিস নং ৩৪০৫; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, ২৪৭ পৃ:, হাদিস নং ৩১৮১০ ও ৩১৯৭১; ইমাম সুয়ূতি: খাছাইছুল কোবরা, ২য় খণ্ড, ১৮৫ পৃ:; ইমাম কাস্তালানী: আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ৩য় খণ্ড, ১২৯ পৃ:; দ্বায়িফু জামেউছ ছাগীর, ১ম খণ্ড, ২৩৫ পৃ:, হাদিস নং ১৬২; মু'ছুয়াতু ফি ছাহিহী সিরাতে নববিয়্যা, ১ম খণ্ড, ৩৬ পৃ:;

নবীজি (ﷺ) এর শান-মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে এরূপ সনদই যথেষ্ট, যেহেতু বিষয়টি কোন হুরমত ছাবিত করার জন্য নয়। সুতরাং আল্লাহর হাবীব (ﷺ) সারা দুনিয়ার নাযির বা প্রত্যক্ষদর্শী। কিয়ামত পর্যন্ত যা যা হবে সবই আল্লাহর হাবীব (ﷺ) দেখতেছেন ও দেখতে থাকবেন।

প্রিয় নবীজি (ﷺ) মাশরিক থেকে মাগরীব পর্যন্তও দেখেন

আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মাশরিক থেকে মাগরীব পর্যন্তও দেখেন। এ বিষয়ে ছহীহ্ হাদিসে প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ،**عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا،**

-"হযরত ছাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সারা দুনিয়াকে আমার সামনে সংকুচিত করে দিয়েছেন, ফলে আমি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পাই।"[২৪৩] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ،**عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَى لِي الْأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا،**

-"হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় নবী করিম (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সারা দুনিয়াকে আমার সামনে সংকুচিত করে দিয়েছেন, ফলে আমি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পাই।"[২৪৪]

এই হাদিসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহর নবী (ﷺ) সারা বিশ্বের সবকিছু প্রত্যক্ষভাবে দেখেন। কেননা তিনি নিজেই বলছেন: **رَأَيْتُ** (রাইতু) আমি দেখি। অনেকে হয়ত ভাববেন যে, **رَأَيْتُ** (রাইতু) শব্দটি **ماضي** (মাজি) তথা

---

২৪৩. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২৮৮৯; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৮৩৯০; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২২৩৯৫; সুনানু ইবনে মাজাহ, ২৯২ পৃ:; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২১৭৬; আবু দাউদ শরীফ, ৫৮৪ পৃ: হাদিস নং ৪২৫২; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৬৭১৪; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩১৬৯৪; সুনানে কুবরা লিল বায়হাক্বী, হাদিস নং ১৮৬১৭; হিলিয়াতুল আউলিয়া, ২য় খণ্ড, ২৮৯ পৃ:; শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৪০১৫; মিশকাত শরীফ, ৫১২ পৃ:; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১০ম খণ্ড, ৪২৮ পৃ:; দালায়েলুন্নবুয়াত, ৪র্থ খণ্ড, ২৭৮ পৃ:; তাফসিরে ইবনে কাছির, ৩য় খণ্ড, ৩৬৯ পৃ:;

২৪৪. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৭১১৫; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৩৪৮৭;

অতীতকাল বাচক শব্দ, সুতরাং নবীজি আগে একসময় দেখেছেন, সব সময় দেখেন না। তাদের এই আপত্তির উত্তরে বলতে চাই, নাহুর কায়দা মোতাবেক জুমলা বা বাক্যের শুরুতে **إِنَّ الَّذِينَ** (ইন্নাল্লাজিনা) এবং **أَنَّ الَّذِينَ** (আন্নাল্লাজিনা) থাকলে **ماضي** (মাজি) এর মা'য়ানা (ইস্তেমরারে দাওয়াম) বা সর্বকালের হয়ে যায়। যেমন....**إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا** এখানে **آمَنُوا** (আমানো) এবং **عَمِلُوا** ('আমিলু) শব্দ দুটি **ماضي** (মাজি) বা অতীত কালবাচক, অথচ এর মায়ানা বা অর্থ দিবে সর্বকালের। অর্থাৎ যারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে ঈমান আনবে ও আমল করবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। এর কারণ হল জুমলার শুরুতে **إِنَّ الَّذِينَ** (ইন্নাল্লাজিনা) রয়েছে।

অনুরুপ বালাগাতের কায়দা মোতাবেক এই জুমলাটি 'জুমলায়ে ইসমিয়া'। আর জুমলায়ে ইসমিয়ার মধ্যে ফেলে মুজারে থাকলে অনেক সময় না থাকলেও ইস্তেমরারের ফায়দা দেয়। অতএব, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সব সময়ই মাশরিক থেকে মাগরীব দেখতে পান ও দেখতে পারেন। এটা ইস্তেমরার তথা চলমান অর্থে হবে। এ সম্পর্কে আরেকটি ছহীহ্ হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ هُوَ ابْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُوَرِّقٍ،**عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ،**

-"হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না! এবং আমি যা শুনি তোমরা তা শুনো না।"[২৪৫]

ইমাম হাকেম (রঃ) হাদিসটিকে **صَحِيحٌ** ছহীহ্ বলেছেন।[২৪৬]

ইমাম তিরমিজি (রঃ) হাদিসটিকে **حَسَنٌ** হাছান বলেছেন।[২৪৭]

এমনকি স্বয়ং নাছিরুদ্দিন আলবানী হাদিসটিকে **حَسَنٌ** হাছান বলেছেন।[২৪৮] ইমাম তিরমিজি (রঃ) বলেছেন:

---

২৪৫. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২১৫১৬; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪১৯০; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২৩১২; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৩৮৮৩; হিলিয়াতুল আউলিয়া, ২য় খণ্ড, ২৩৬ পৃ:; শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৭৬৪; শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৪১৭২; মুসনাদে বাজ্জার, হদিস নং ৩৯২৫; ইমাম বায়হাক্বীঃ সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ১৩৩৩৭; জামেউল উছুল, হাদিস নং ১৯৮৫; তুহফাতুল আশরাফ, ১১৯৮৬; ফাতহুল কাবীর, হাদিস নং ৪৫১৭; জামেউল ফাওয়াইদ, হাদিস নং ৯৬৬০;

২৪৬. মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৩৮৮৩;

২৪৭. তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২৩১২;

২৪৮. ছাহীহ্ জামেউছ ছাগীর ওয়া যিয়াদা, হাদিস নং ১১২৭;

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسٍ.

-"এ বিষয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), আয়েশা (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আনাস (রাঃ) থেকেও হাদিস বর্ণিত আছে।"[২৪৯]

অতএব, আমরা যা কিছু দেখিনা প্রিয় নবীজি (ﷺ) তা দেখতে পান এবং আমরা যা কিছু শুনিনা প্রিয় নবীজি (ﷺ) তা শুনতেও পান। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে, সৃষ্টি জগতের সকল কিছু রাসূল (ﷺ) দেখেন ও শুনেন।

নবীজি (ﷺ) সামনে যেমন দেখেন পিছনে তেমনি দেখেন

আমাদের প্রিয় নীজি হযরত রাসূলে করিম (ﷺ) সামনে যেমন দেখতেন পিছনে তেমনি দেখতেন। বিষয়টি একাধিক ছহীহ্ হাদিস থেকে প্রমাণিত আছে। যেমন আল্লাহর হাবীব (ﷺ) বলেছেন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا، فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلاَ رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা কি মনে করো আমি শুধু কিবলার দিকে বা সামনের দিকেই দেখি? আল্লাহর কসম! তোমাদের রুকু ও সেজদা আমার কাছে গোপন থাকে না। আমি তোমাদেরকে পিছনেও দেখি যেমনিভাবে আমার সামনে দেখতে পাই।"[২৫০]

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহর নবী (ﷺ) সামনে পিছনে একই রকম দেখতেন। সুতরাং যে নবী বাহ্যিক চোখ ব্যতীত পিছনে জাহেরীভাবে দেখতেন সেই নবী (ﷺ) অবশ্যই আমাদেরকে সব জায়গায় দেখতে পান। এই ব্যাপারে হাদিসে আরো উল্লেখ আছে:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، **عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اسْتَوُوا اسْتَوُوا اسْتَوُوا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ**

-"হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করিম (ﷺ) বলতেন: তোমরা বরাবর হয়ে দাঁড়াও, বরাবর হয়ে দাঁড়াও, বরাবর হয়ে দাঁড়াও, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমি তোমাদেরকে পিছন দিকে দেখি যেমনিভাবে আমার সামনে

---

২৪৯. তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২৩১২;

২৫০. ছহীহ্ বুখারী, ১ম জি: ৫৯ পৃ: হাদিস নং ৪১৮; মিশকাত শরীফ, সালাত অধ্যায়; নাসাঈ শরীফ, ১ম জি: ৯৩ পৃ:; মুসনাদে আবী ইয়ালা শরীফ, ৭২৭ পৃ:; ফাতহুল বারী; মুসনাদে আহমদ, ৯ম খণ্ড, ৩৩ পৃ:; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ২য় খণ্ড, ২২৬ পৃ:; ছহীহ্ মুসলীম শরীফ, হাদিস নং ৪২৪;

দেখতে পাই।"[২৫১] সকল ইমামের মতে এই হাদিস ছহীহ্। ইমাম আবুল হাছান ইবনু বাত্তাল (রঃ) ওফাত ৪৪৯ হিজরী তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন,

وقال أحمد بن حنبل فى هذا الحديث: إنه كان يرى من وراءه كما يرى بعينه، فالله أعلم بما أراد من ذلك.

-"এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) বলেছেন: নিশ্চয় রাসূল (ﷺ) পিছনে তেমন দেখতেন যেমন তিনার চক্ষু মুবারকে দেখতেন। আল্লাহ তা'য়ালাই সর্বোজ্ঞ ইহার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে।"[২৫২]

হাফিজুল হাদিস ও শারিহে বুখারী, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রঃ) এই হাদিস উল্লেখ করে বলেছেন,

أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِحَالَةِ الصَّلَاةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاقِعًا فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ وَقَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَحَكَى بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبْصِرُ فِي الظُّلْمَةِ كَمَا يُبْصِرُ فِي الضَّوْءِ

-"নিশ্চয় ইহা নামাযের জন্য খাস এবং ইহা সকল অবস্থার জন্যও গ্রহণ করা হয়। এরুপ বর্ণনাকারী বাকী ইবনু মাখলাদ (রঃ) হযরত মুজাহিদ (রঃ) থেকে নকল করেছেন যে, নিশ্চয় রাসূলে পাক (ﷺ) রাতের অন্ধকারে ঐরুপ দেখতেন যেমনটা দিনের আলোতে দেখতেন।"[২৫৩]

হযরত মুজাহিদ (রঃ) নিজেই একজন তাবেয়ী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এর শাগরীদ এবং সুপ্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিস। তিনি এক্ষেত্রে একটি 'নস' উল্লেখ করে রাসূলে পাক (ﷺ)'র এই গুনের বিষয়টি **جَمِيعِ أَحْوَالِ** বা সকল অবস্থায় বলে উল্লেখ করেছেন। স্বভাবতই যে মতের সাথে শরিয়তের দলিল রয়েছে সে মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য হয়। অতএব, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নামাযের ভিতরে ও বাহিরে সব সময়ই সামনে যেমন দেখতেন পিছনে তেমনই দেখতেন।

---

২৫১. সুনানে নাসাঈ শরীফ, ১ম জি: ৯৩ পৃ: ৮১৩; ইমাম তাবারানী: মুজামুল আওছাত, হাদিস নং ২৬৬৮; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৩৮৩৮; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৮৮৯; মুসনাদে আবী ইয়লা, হাদিস নং ৩২৯১; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ৮০৮; ইমাম কাস্তালানী: আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ২য় খণ্ড, ২২৭ পৃ:; মিশকাত শরীফ, হাদিস নং ১১০০;

২৫২. ইমাম ইবনু বাত্তাল: শারহু শাহিহীল বুখারী, ২য় খণ্ড, ৭১ পৃ:;

২৫৩. ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১ম খণ্ড, ৫১৫ পৃ:; ইমাম যুরকানী: শারহু মুয়াত্তা, ১ম খণ্ড, ৫৭৬ পৃ:;

প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র ইলম জিবদ্দশার মতই এখনো বিদ্যমান

প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর বাহ্যিক হায়াতে যেরুপ ইলম ছিল, ইন্তিকাল শরীফের পরেও সেরুপ ইলম আছে। অর্থাৎ তাঁর শরিয়তে জীবদ্দশায় যেমন ইলম ছিল ইন্তিকালের পরেও সেরুপ ইলম আছে। এ মর্মে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে,

أخبرنا أبو عمرو: عبد الوهاب، أنبأ والدي: أبو عبد الله، أنبأ محمد بن عمر بن جميل، ثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق البصري قال: حدثتنا حكامة بنت عثمان بن دينار، عن أبيها عثمان، عن أخيه مالك بن دينار، **عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:... إن علمي بعد موتي كعلمي في الحياة**

-"হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (ﷺ) বলেছেন:... নিশ্চয় আমার ওফাতের পরের ইলম আমার জিবদ্দশার ইলমের মতই।"[২৫৪]

এই হাদিসের সকল রাবীগণই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য শুধু 'হাকামা বিনতু উসমান ইবনে দিনার' ব্যতীত। ইমাম ইবনু হিব্বান (রঃ) তার সম্পর্কে বলেছেন: **وحكامة لَا شَيْء**- "হাকামাহ কিছুই নয়।"[২৫৫]

তাই উসূল মোতাবেক হাদিসটি সনদগত দুর্বল, তবে ফাযাইলের বিষয় বিধায় দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, ইলম হিসেবে আল্লাহর হাবীব (ﷺ) ইন্তিকাল শরীফের পূর্বে যেমন দেখতেন ও জানতেন, ইন্তিকাল শরীফের পরেও তেমন সবকিছু দেখেন ও জানেন। এজন্যেই শারিহে বুখারী ইমাম শিহাবুদ্দিন কাসতালানী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেন,

إذ لا فرق بين موته وحياته فى مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم وعزائمهم وخواطرهم، وذلك عنده جلى لا خفاء به.

-"প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র জীবন ও ইন্তিকালের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। স্বীয় উম্মতের দেখার ব্যাপারে, তাদের অবস্থা সমূহ জানার ব্যাপারে, তাদের নিরূপণে ও তাদের খাওয়াতির হওয়ার ব্যাপারেও পার্থক্য নেই। ইহা প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কাছে সুস্পষ্ট ও কোন প্রকার অপষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নেই।"[২৫৬]

---

২৫৪. ইমাম ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইস্পাহানী: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, হাদিস নং ১৬৭৪; ইমাম ইবনু মান্দা: আল ফাওয়াইদ, হাদিস নং ৫৬; আল্লামা ছামহুদী: অফাউল অফা, ৪র্থ খণ্ড, ১৭৯ পৃ:; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ২২৪২; ইমাম সুয়ূতি: জামেউল আহাদিছ, হাদিস নং ২২৭৮৪; দায়লামী শরীফ; সিরাতে হালভিয়া, ২য় খণ্ড, ২৪৭ পৃ:; ইমাম ইবনু ছালেহী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১২তম খণ্ড, ৩৫৮ পৃ:; ইমাম সুয়ূতি: খাছাইছুল কুবরা, ২য় খণ্ড, ৪৯০ পৃ:;

২৫৫. ইমাম ইবনু হিব্বান: কিতাবুছ ছিক্বাত, রাবী নং ৯৬৩০;

২৫৬. ইমাম কাস্তালানী: আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ৩য় খণ্ড, ৫৯৫ পৃ:;

ইমাম ইবনুল হাজ্ব মালেকী (রঃ) (ওফাত ৭৩৭ হিজরী) তদীয় কিতাবে প্রায় অনুরুপ বলেছেন। তবে তিনি আরো সুন্দর বলেছেন,

إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ أَعْنِي فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خَفَاءَ فِيهِ.

-"প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র জীবন ও ইন্তিকালের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। স্বীয় উম্মতের দেখার ব্যাপারে, তাদের অবস্থা সমূহ জানার ব্যাপারে, তাদের নিয়ত সমূহ জানার ব্যাপারে, তাদের নিরূপণে ও তাদের খাওয়াতির হওয়ার ব্যাপারেও পার্থক্য নেই। ইহা প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কাছে সুস্পষ্ট ও কোন প্রকার অপষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নেই।"[২৫৭]

সুতরাং রাসূলে আকরাম (ﷺ)'র হায়াতে জীবনে যেমন দেখতেন ও জানতেন ইন্তিকালের পরেও তেমন জানেন ও দেখেন। কেননা তিনি জিন্দা নবী ও হাশর ময়দানে উম্মতের যাবতীয় বিষয়ে সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শী।

প্রিয় নবীজি (ﷺ) দূরবর্তী স্থানে কি হয় তাও দেখেন

রাসূলে পাক (ﷺ) পিছনে যেমন দেখতেন তেমনি অনকে দূরবর্তী স্থানের ঘটনাও দেখেন। যেমন এক হাদিসে উল্লেখ আছে,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، **عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ من سيوف الله حَتَّى فتح الله عَلَيْهِم.**

-"হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে হারেছা, জাফর ইবনে আবু তালিব ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওহার মৃত্যু সংবাদ যুদ্ধের ময়দান হতে আসার পূর্বেই রাসূল (ﷺ) লোকদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। রণক্ষেত্রের বিবরণ তিনি এভাবে দিয়েছেন, যায়েদ পতাকা হাঁতে নিয়েছেন, সে শহীদ হয়েছে। তারপর জাফর পতাকা হাঁতে নিয়েছে, সেও শহীদ হয়েছে। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওহা পতাকা হাঁতে নিয়েছে সেও শহীদ হয়েছে। এই সময় রাসূল (ﷺ) এর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়েছিল। ইহার পর রাসূল (ﷺ) বললেন, আল্লাহর তরবারী সমূহের এক তরবারি (খালেদ ইবনে ওয়ালিদ) ঝান্ডা হাঁতে তুলে নিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তালা কাফেরদের উপর মুসলমানদের বিজয় দান করেছেন।"[২৫৮]

---

২৫৭. ইমাম ইবনুল হাজ্বঃ আল মাদখাল, ১ম খণ্ড, ২৫৯ পৃ:;

২৫৮. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৩৭৫৭; মিশকাত শরীফ, ৫৩৩ পৃ:; মেরকাত শরহে মিশকাত;

এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, বহু দূরে যুদ্ধের ময়দানে কি কি ঘটছে তা সবই নবী করিম (ﷺ) চাক্ষুসের মতই দেখতেন। যেমন হাদিসটি এভাবেও বর্ণিত আছে,

أَخْرَجَهُ الْوَاقِدِيُّ فِي "كِتَابِ الْمَغَازِي"، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَارَةَ **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: لَمَّا الْتَقَى النَّاسُ بِمُؤْتَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَكُشِفَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ فَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى مَعْرَكَتِهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَمَضَى حَتَّى اسْتُشْهِدَ، وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ، وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَسْعَى، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَمَضَى حَتَّى اسْتُشْهِدَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَهُ، وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রাঃ) বলেন, যখন মুসলমানগণ মুতার যুদ্ধে লিপ্ত, তখন নবী পাক (ﷺ) মিম্বরে বসলেন। ফলে প্রিয় নবীজি (ﷺ) স্বচক্ষে যুদ্ধ ক্ষেত্র দেখতে লাগলেন। নবী (ﷺ) বলেন, যায়েদ ইবনে হারেছা পতাকা হাতে নিয়েছেন অতঃপর শহীদ হয়েছেন। আল্লাহর নবী (ﷺ) তাঁর জানাযার নামাজ আদায় করলেন ও দোয়া করলেন এবং বললেন: তোমরা তাঁর জন্যে মাগফেরাত কামনা করো। কারণ সে জান্নাতে প্রবেশ করে ছুটাছুটি করছে। অতঃপর হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব (রাঃ) পতাকা হাঁতে নিয়েছেন অতঃপর সেও শহীদ হয়েছেন। প্রিয় নবীজি (ﷺ) তাঁর জানাযা আদায় করলেন ও দোয়া করলেন এবং বললেন: তোমরা তাঁর জন্যে মাগফেরাত কামনা করো.....।"[২৫৯]

হাদিসের সনদ ছহীহ্। উল্লেখ্য যে, হাদিসটি ইমাম ওয়াকেদী (রঃ) ছাড়াও ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সা'দ (রঃ) এবং ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রঃ) নিজ নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসে স্পষ্ট আছে, প্রিয় নবীজি (ﷺ) মদিনার মিম্বর থেকে শাম দেশের যুদ্ধের ময়দান দেখেছেন। সুতরাং আল্লাহর নবী (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত্ব ক্ষমতাবলে মদিনা থেকেই যেকোন স্থান দেখতে পারেন বা দেখেন আর একারণেই তিনি 'নাযির'।

২৫৯. ওয়াকেদী তাঁর 'কিতাবুল মাগাজী' গ্রন্থে, ২য় খণ্ড, ৭৬১ পৃ:; ইমাম ইবনে সা'দ: তাব্কাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, ২৮ পৃ: দারুল কুতুব ইলমিয়া; ইমাম বায়হাক্বী: দালায়েলুন্নবুয়্যাত, ৪র্থ খণ্ড, ২৮২ পৃ:; ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৮ম খণ্ড, ২২ পৃ:; ইবনুল হুমাম: ফাতহুল কাদীর, ২য় খণ্ড, ১২১ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মিশকাত, ২য় খণ্ড, ৩৫৫ পৃ:; ইমাম যায়লায়ী: নাছবুর রায়া, ২য় খণ্ড, ২৮৪ পৃ:; ইমাম ইস্পাহানী: দালায়েলুন নবুয়াত, ১ম খণ্ড, ৫২৯ পৃ:;

এ ব্যাপারে আল্লামা ইমাম যুরকানী (রঃ) বলেন: আল্লাহ পাক সারা দুনিয়াকে নবী পাকের সামনে জাহির ও কসফ করে দিয়েছেন। এভাবেই নবীজি সারা দুনিয়ার সকল কিছু দেখেন।[২৬০]

এ ব্যাপারে হাদিস শরীফে আরো উল্লেখ আছে, ইমাম বায়হাক্বী (রঃ) বর্ণনা করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعُقَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرَعَاقُولِّيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْحَجَّاجِيُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ جَرِيرٍ الْعَسَّالُ، بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، **عَنابْنِ عمر أَنَّ عُمَرَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يُدْعَى سَارِيَةَ فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَصِيحُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقِيَنَا عَدُوَّنَا فَهَزَمُونَا فَإِذَا بِصَائِحٍ يَصِيحُ: يَا سَارِيَ الْجَبَلَ.**

-"হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা হযরত উমর (রাঃ) একদল সৈন্য (নাহওয়ান্দ) অভিযানে পাঠিয়ে ছিলেন। 'ছারিয়া' নামক এক ব্যক্তিকে সেই দলের সেনাপতি করেছেন। ঐ সময় হযরত উমর (রাঃ) মদিনায় জুম'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবার মাঝে তিনি হঠাৎ চিৎকার করে বললেন: হে ছারিয়া! পাহাড়! পাহাড়! [এই ডাক মদিনা হতে সিরিয়ার যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছিল এবং সাহাবারা শুনেছিল]।"[২৬১]

এই হাদিসের সনদ ছহীহ্। লা-মাযহাবী নাসিরুদ্দিন আলবানীও মেশকাতের তাহকিকে হাদিসটিকে **حسن** হাছান বলেছেন। অতএব, এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, হযরত উমর (রাঃ) মদিনা হতে নাহওয়ান্দের যুদ্ধের ময়দা পর্যন্ত দেখেছেন ও তাদের যুদ্ধের কৌশল হিসেবে পাহাড়কে পিছনে রেখে যুদ্ধ করার জন্য পাহাড়! পাহাড়!! বলে সতর্ক করেছেন। আচ্ছা নবীর উম্মত যদি মদিনা থেকে এত দূর পর্যন্ত দেখতে পায় তাহলে স্বয়ং আল্লাহর নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন (ﷺ) কি দেখেন না? এ বিষয়টি পরিস্কার হওয়ার জন্য আরেকটি হাদিস শরীফে উল্লেখ করা যায়,

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا مَرْثَدٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَكُلُّنَا فَارِسٌ، وَقَالَ انْطَلَقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: الْكِتَابَ؟

---

২৬০. তাফসিরে যুরকানী শরীফ;

২৬১. ইমাম বায়হাক্বী: দালায়েলুন্নবুয়্যাতে, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৭০ পৃ:; মিশকাত শরীফ, ৫৪৬ পৃ: হাদিস নং ৫৯৫৪; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১১তম খণ্ড, ৯৯ পৃ:; আশিয়াতুল লুময়াত;

فَقَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌ، فَأَنَخْنَاهَا فَالْتَمَسْنَا فَلَمْ نَرَ كِتَابًا، فَقُلْنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِدَنَّكِ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ أَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحتَجِزةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتْهُ،

-"হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) আমাকে ও যুবায়ের ইবনে আওয়াম এবং মিকদাদ (রাঃ) কে প্রেরণ করলেন এবং বললেন, তোমরা মহিলাটির পিছনে ধাওয়া করো। মহিলাটিকে তোমরা 'রওজায়ে খাখ' নামক স্থানে উটের উপর সওয়ারী অবস্থায় পাবে। তার নিকট একটি পত্র আছে। তিনি বলেন, আমরা দ্রুত উট চালিয়ে মহিলাটির পশ্চাদ্ধাবন করলাম এবং 'রওজায়ে খাখ' নামক স্থানে তাকে পেলাম। আমরা বললাম: হয় পত্রটি বের কর নয়ত তোমাকে বিবস্ত্র করে ফেলব। অবশেষে মহিলাটি তার চুলের খোফার ভিতর থেকে পত্রটি বের করল।"[২৬২] ছহীহ্ হাদিস।

এই হাদিস সম্পর্কে ইমাম তিরমিজি (রঃ) বলেন:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.-"এই হাদিস হাসান ছহীহ্।" সর্বোপরি ইহা ছহীহ্ বুখারী ও মুসলীম এর রেওয়ায়েত তাই ইহার সনদ নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছিনা। এই ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় পৃথিবীর কোন জায়গায় ইসলামের দুশমন আছে ও কি অবস্থায় আছে সবই নবী পাক (ﷺ) জানতেন ও দেখতেন। যেমনিভাবে রওজায়ে খাখে ঐ মহিলা গোপনে চিঠি নিয়ে যাচ্ছে তা জেনেছেন। দুনিয়ার আর কেউ জানেনা অথচ আল্লাহর হাবীব (ﷺ) কোথায় কিভাবে আছে সবই বলে দিলেন। (সুবহানাল্লাহ)

কারবালার ময়দানে প্রিয় নবীজি (ﷺ) হাযির হয়েছেন

প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রাঃ) কারবালার ময়দানে ইয়াজিদ বাহিনী কর্তৃক শহীদ হওয়ার সময় প্রিয় নবীজি (ﷺ) হাযির ছিলেন। যেমন নিচের হাদিসটি লক্ষ্য করুন,

أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيُّ، بِالْكُوفَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، حَدَّثَنِي رَزِينٌ، **حَدَّثَتْنِي سَلْمَى**

---

২৬২. মুসনাদে শাফেয়ী, হাদিস নং ৭০১; মুসনাদে হুমাইদী, হাদিস নং ৪৯; ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৩৯৮৩ ও ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ১৬১; সুনানে ইবনে মাজাহ; আবু দাউদ, হাদিস নং ২৬৫০; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৩০৫; তাফসিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খণ্ড, ৪১১ পৃ:; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৬০০ ও ১০৮৩; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৫৩০; ইমাম নাসাঈ সুনানে কুবরা, হাদিস নং ১১৫২১; ইমাম তাহাবী: শরহে মুশকীলুল আছার, হাদিস নং ৪৪৩৭; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৬৪৯৯; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ২৭১০; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৩৯৪; ইমাম বায়হাক্বী: মারেফাতু সুনানি ওয়াল আছার, ১৮৪৪৭; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ১৮৪৩৪;

قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ يَبْكِي وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا

-"সালমা বলেন আমি উম্মে সালামা (রাঃ) এর নিকট গমন করলাম, তিনি সেখানে কাঁদতেছিলেন। আমি বললাম, কিসে আপনাকে কাঁদিয়েছে? তিনি বলেন, আমি রাসূলে পাক (ﷺ) কে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি কাঁদছেন এবং তিনার দাঁড়ি মুবারকে মাটি লেগে আছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমি ইমাম হুসাইন (রাঃ) শহীদ হওয়ার স্থানে উপস্থিত হয়ে ছিলাম।"[২৬৩]

এই হাদিসের **شَهِدْتُ** (শাহিদতু) শব্দের অর্থ হল **حَضَرْتُ** (হাদ্বারতু) বা আমি উপস্থিত ছিলাম। যেমন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেছেন,

قَالَ شَهِدْتُ أَيْ: حَضَرْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا

-"তিনি বললেন, শাহিদতু অর্থাৎ ইমাম হুসাইন (রাঃ) শহীদ হওয়ার স্থানে হাযির হয়ে ছিলাম।"[২৬৪]

সুতরাং এই হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যেখানে খুশি সেখানে হাযির হতে পারেন। এটা মহান আল্লাহ পাকের দানকৃত একটি মহান মহিমা।

নবী-রাসূলগণ এখনো হজ্বের সময় হাযির হন

একাধিক হাদিস থেকে বিষয়টি প্রমাণিত রয়েছে যে, আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ এখনো হজ্বরে সময় যার যার রওজা পাক থেকে মক্বায় হাযির হন ও তালবিয়া পাঠ করেন। যেমন নিচের দলিল গুলো লক্ষ্য করুন, ইমাম মুসলিম (রহঃ)বর্ণনা করেছেন,

وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ**عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ أَيُّ وَادٍ هَذَا. فَقَالُوا وَادِى الأَزْرَقِ. فَقَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ مِنْ لَوْنِهِ وَشَعْرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ دَاوُدُ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِى أُذُنَيْهِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِى . قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ أَىُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ. قَالُوا هَرْشَى أَوْ لِفْتٌ. فَقَالَ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ لِيفٌ خُلْبَةٌ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِى مُلَبِّيًا**

---

২৬৩. মুস্তাদরাকে হাকেম হাদিস নং ৬৭৬৪; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৭৭১; দালায়েলুন নবুয়াত, ৭ম খণ্ড, ৪৮ পৃ:;

২৬৪. মেরকাত শরহে মিশকাত, ৬১৬৬ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

-“হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলে আকরাম (ﷺ)’র সাথে মক্কা ও মদিনার মধ্যকার এক স্থানে সফর করছিলাম। ফলে একটি উপত্যকা অতিক্রম করছিলাম, রাসূল (ﷺ) জিজ্ঞাস করলেন, এটি কোন উপত্যকা? সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন, আযরাক উপত্যকা। রাসূলে পাক (ﷺ) বললেন, আমি যেন এখনো মূসা (আঃ) কে দেখতে পাচ্ছি, তিনি তার কর্ণদ্বয়ের ছিদ্রে আঙ্গুল স্থাপন পূর্বক উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করে এই উপত্যকা অতিক্রম করে যাচ্ছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এখানে রাসূল আকরাম (ﷺ) হযরত মূসা (আঃ) দেহের বর্ণ ও চুলের আকৃতি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রাবী দাউদ তা স্মরণ রাখতে পারেনি।
ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তারপর আমরা সামনে অগ্রসর হলাম এবং একটি গিরিপথে এসে পৌঁছলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, এটি কোন গিরিপথ? সাহাবীগণ বললেন, হারশা কিংবা লিফ্‌ত নামক গিরিপথ। রাসূলে পাক (ﷺ) বললেন, আমি যেন এখনো ইউনূছ (আঃ) কে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় এই গিরিপথ অতিক্রম করতে দেখতে পাচ্ছি। তাঁর গায়ে একটি পশমী জোব্বা আর তিনি একটি লাল বর্ণের উষ্ট্রির উপর আরোহিত। তাঁর উষ্ট্রির রশিটি খেজুর বৃক্ষের বাকল দ্বারা তৈরী।”[২৬৫]

এরুপ বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হয় আল্লাহর নবীগণ হজ্বের সময় হজ্বে অংশগ্রহণ করেন ও তালবিয়া পাঠ করেন। শারিহে বুখারী ইমাম কাস্তালানী (রঃ) বলেছেন,

وقد ثبت أن الأنبياء يَحُجُّونَويلبون.

فإن قلت: كيف يصلون ويحجون ويلبون وهم أموات في الدار الآخرة وليست دار عمل؟

فالجواب: أنهم كالشهداء، بل أفضل منهم، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.

-“অবশ্যই প্রমাণিত রয়েছে যে, নবীগণ হজ্ব সম্পাদন করেন ও তালবিয়া পাঠ করেন।

যদি বলা হয়, কিভাবে তাঁরা সালাত আদায়, হজ্ব সম্পাদন ও তালবিয়া পাঠ করবে, অথচ তারা আখেরাতের জগতে রয়েছে, আমলের জগতে নয়?

---

২৬৫. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৪৩৯ **باب الإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى السَّمَوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ.**

ইহার জওয়াব হল, নিশ্চয় নবীগণ শুহাদায়ে কেরামের মত বরং তাদের চেয়েও উত্তম। আর শুহাদায়ে কেরাম আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবিত ও রিযক প্রাপ্ত।"[২৬৬]

হাফিজুল হাদিস ও শারিহে মুসলীম, ইমাম শারফুদ্দিন নববী (রঃ) বলেছেন,

قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَحُجُّونَ وَيُلَبُّونَ وَهُمْ أَمْوَاتٌ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ لَيْسَتْ بِدَارِ عَمَلٍ؟ الْجَوَابُ: مِنْ وُجُوهٍ: أَحُدُهَا: أَنَّهُمْ كَالشُّهَدَاءِ بَلْ أَفْضَلُ، وَالشُّهَدَاءُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ،

-"ইমাম নববী (রঃ) বলেন, যদি বলা হয়, কিভাবে তাঁরা হজ্ব সম্পাদন ও তালবিয়া পাঠ করবে, অথচ তারা আখেরাতের জগতে রয়েছে, আমলের জগতে নয়?

ইহার একটি জওয়াব হল, নিশ্চয় নবীগণ শুহাদায়ে কেরামের মত বরং তাদের চেয়েও উত্তম। আর শুহাদায়ে কেরাম আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবিত ও রিজিক প্রাপ্ত।"[২৬৭]

সুতরাং আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ ইন্তেকালের পরেও স্ব শরীরে জিন্দা এবং তিনারা স্ব স্ব মাজার পাক থেকে পবিত্র হজ্বের সময় মক্কায় আগমন করেন ও উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করেন। (সুবহানাল্লাহ)

অতএব, অন্যান্য নবীগণ যেহেতু ইন্তেকালের পরেও ভ্রমন করতে পারেন সেহেতু রাসূলে আকরাম (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যেখানে খুশি ভ্রমন করতে পারেন।

নবী করিম (ﷺ) সকল মানুষের কবরেও হাযির হন

আল্লাহর নবী (ﷺ) প্রত্যেকটি মানুষের কবরে দেখেন ও সেখানে উপস্থিত থাকেন। মুনকার নকীরের সাওয়ালের সময় আল্লাহর হাবীব (ﷺ) প্রত্যেকের কবরে হাযির হয়ে যায়। মৃত ব্যক্তির কবরে মুনকার ও নাকির ফেরেস্থাদ্বয় এসে ৩টি প্রশ্ন করেন। অনেক হাদিসে আছে শুধু একটি প্রশ্ন করবে। প্রথম প্রশ্ন হলো

১. **مَنْ رَبكَ** (মার রাব্বুকা) আপনার রব কে?

২. **مَا دِينُكَ** (মা দিনুকা) আপনার ধর্ম কি?

৩. **مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ**- এই লোকটি সম্পর্কে তুমি কি বলতে?[২৬৮]

---

২৬৬. ইমাম কাসতালানীঃ আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ২য় খণ্ড, ৩৯২ পৃঃ;

২৬৭. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারীঃ মেরকাত শরহে মিশকাত, ৫৭১৭ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়; ইমাম নববীঃ শারহু মুসীম, ২য় খণ্ড, ২২৮ পৃঃ;

২৬৮. জামে তিরমিজি শরীফ, ১ম জিঃ ২০৪ পৃঃ হাদিস নং ১০৭১; মুসনাদু আহমদ, হাদিস নং ১২২৭১ ও ১৮৬১৪; ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ১৩৩৮; ইমাম তাবারানীঃ মুজামুল আওছাত,

এখানে **كُنْتَ** (কুনতা) ফেলে নাকেছ। যা ফেলে মুজারের পূর্বে এসে তাকে মাজি এমতেমরারী বা অতীতের ব্যাপক সময়ের এর মাআনা দেয়। তাহলে **مَا كُنْتَ تَقُوْلُ** এর অর্থ হবে 'অতীতে তুমি ব্যাপক সময় যাবৎ কি বলতে'। অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তিকে তার ঘোটা অতীত জীবনে রাসূল (ﷺ) সম্পর্কে কি ধারণা করত বা কি বলে বেড়াত সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, **هَذَا** (হাজা) হল 'ইছমে ইশারা' যা নিকটবর্তী উপস্থিত লোকের ব্যাপারে ব্যবহার হয়। পাশাপাশি **الرَّجُل** (আর রাজুলু) হল একজন দৃশ্যমান জাগ্রত পুরুষ ব্যক্তি। এতে বুঝা যায় আল্লাহর নবী (ﷺ) কবরে উপস্থিত থাকবেন, নচেৎ **هَذَا** (হাজা) ব্যবহার করা হত না। এ জন্যেই বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব মেশকাত শরীফের হাশিয়ায় উল্লেখ করা হয়েছে:

ويكشف للميت حتى يرى النبى ﷺ

অর্থাৎ মাইয়্যেতের চোখের পর্দা শরিয়ে দেওয়া হবে ফলে সে নবী করিম (ﷺ) কে সরাসরি দেখতে পাবে।[২৬৯]

এই **هَذَا الرَّجُلِ** (হাজার রাজুল) সম্পর্কে হাফিজুল হাদিস, ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রঃ) উল্লেখ করেছেন ও শারিহে মুসলীম ইমাম শারফুদ্দিন নববী (রঃ) বলেছেন-

قَالَ النَّوَوِيّ قيل يكْشف للْمَيت حَتَّى يرى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي بشرى عَظِيمَة لِلْمُؤمنِ ان صَحَّ ذَلِك وَلَا نعلم حَدِيثا صَحِيحا مرويا فِي ذَلِك وَالْقَائِل بِهِ انما اسْتندَ لمُجَرّد ان الْإِشَارَة لَا تكون الا للحاضر لَكِن يحْتَمل ان يكون الْإِشَارَة لما فِي الذِّهْب ليكُون مجَازًا

-"ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এখানে রাসূল (ﷺ) এঁর বাণী '**هذا**' শব্দটি হাজিরের অর্থের জন্যে। কেউ কেউ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির চোখের পর্দা তুলে দেওয়া হবে ফলে সে নবী করিম (ﷺ) কে দেখতে পাবে। যদি ইহা সঠিক হয় তাহলে মুমিন বান্দাদের ইহা একটি বড় ধরণের সুসংবাদ। এ ব্যাপারে কোন ছহীহ্ রেওয়ায়েত আমরা জানিনা।[২৭০] এই কথার বক্তাগণ বলে থাকেন, '**هذا**' ইশারাটি হাজিরের অর্থের জন্যেই আসে। তবে এই ইশারা জেহেনের মধ্যেও হতে পারে, তখন ইহা হবে রূপক অর্থে।"[২৭১]

হাদিস নং ১৩৪৭ ও ৭০২৫; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৭২১৭; সুনানু নাসাঈ, হাদিস নং ২০৫১; মুসনাদু বাজ্জার, হাদিস নং ৭০৪৬; মিশকাত শরীফ, ২৪ পৃ:; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১ম খণ্ড, ৩১৩ পৃ:; আশিয়াতুল লুময়াত; মেরয়াতুল মানাজিহ;

২৬৯. মিশকাত শরীফ, ২৪ পৃ: হা:; মেরকাত শরহে মিশকাত, ১ম খণ্ড, ৩১৩ পৃ:;

২৭০. অর্থাৎ বিষয়টি ইলমে নাহুর কায়দা দ্বারা প্রমাণিত, সরাসরি কোন ছহীহ্ রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত নয়।

২৭১. ইমাম সুয়ূতি: শারহু সুনানে ইবনে মাজাহ, ১ম খণ্ড, ৩১৬ পৃ:;

অনুরূপ শারিহে বুখারী ইমাম শিহাবুদ্দিন কাসতালানী (রঃ) বলেছেন,

والإشارة في قوله: هذا، للحاضر، فقيل: يكشف للميت حتى يرى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي بشرى عظيمة للمؤمن إن صح ذلك، ولا نعلم حديثًا صحيحًا مرويًّا في ذلك. والقائل به إنما استند لمجرد أن الإشارة لا تكون، إلا لحاضر. لكن يحتمل أن تكون الإشارة لما في الذهن، فيكون مجازًا.

-"এখানে রাসূল (ﷺ) এর বাণী '**هذا**' শব্দটি হাজিরের অর্থের জন্যে। কেউ কেউ বলেছেন, মৃত ব্যক্তির চোখের পর্দা তুলে দেওয়া হবে ফলে সে নবী করিম (ﷺ) কে দেখতে পাবে। যদি ইহা সঠিক হয় তাহলে মুমিন বান্দাদের ইহা একটি বড় ধরণের সুসংবাদ। এ ব্যাপারে কোন ছহীহ্ রেওয়ায়েত আমরা জানিনা। এই কথা বক্তাগণ বলে থাকেন, '**هذا**' ইশারাটি হাজিরের অর্থের জন্যেই আসে। তবে এই ইশারা জেহেনের মধ্যেও হতে পারে, তখন ইহা হবে রূপক অর্থে।"[২৭২]

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেছেন,

فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ : قِيلَ يُصَوَّرُ صُورَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَيُشَارُ إِلَيْهِ (فَيَقُولُ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)

-"দুইজন ফিরিশতা বলবে, তুমি তোমার অতীত জীবনে তোমার নিকট উপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলতে? কেউ কেউ বলেছেন, তখন রাসূলে পাক (ﷺ) এর সূরত মুবারক তুলে ধরে ইশারা করা হবে। তখন মৃত ব্যক্তি বলবে, তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসূল।"[২৭৩]

সুতরাং নাহুর কায়দা মোতাবেক ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, রাসূলে পাক (ﷺ) সাওয়ালের সময় হাযির থাকবেন এবং প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র দিকে ইশারা করেই এই প্রশ্ন করা হবে।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, **هَذَا** (হাজা) **عهد ظهنى** (আহদে জেহ্নী) নয়, বরং **عهد خارجى** (আহদে খারেজী)। কারণ আল্লাহ তা'য়ালা **عهد ظهنى** (আহদে জেহনীর) এর অন্তর্ভূক্ত। অথচ আল্লাহর বেলায় **هَذَا** (হাজা) ব্যবহার করা হয়নি। সর্বোপরি পরের শব্দটি হল **الرَّجُل** (আর রাজুল) যার অর্থ দেহধারী ও দৃশ্যমান ব্যক্তি, আর তিনি হলে প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)। আল্লাহ তা'য়ালা কোন দেহধারী ব্যক্তি নয় বরং রাসূল (ﷺ)'ই দেহধারী ব্যক্তি। দেহধারী ব্যক্তিকে দেখা যায় এজন্যেই **هَذَا الرَّجُلِ** (হাজার রাজুল) ব্যবহার করা হয়েছে, আর দৃশ্যমান ও

---

২৭২. ইমাম কাস্তালানী: এরশাদুছ ছারী শরহে বুখারী, ২য় খণ্ড, ৪৬৪ পৃ: ১৩৭৪ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

২৭৩. মেরকাত শরহে মিশকাত, ১৩০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

দেহধারী ব্যক্তি **عهد ظهنى** (আহ্‌দে জেহ্‌নী) হতে পারেনা। আর সকলেই একমত যে, দেহধারী দৃশ্যমান ব্যক্তিতে **عهد خارجى** (আহদে খারেজী) বলা হয়। সুতরাং কবরে নবী পাক (ﷺ) কে সরাসরি'ই দেখা যাবে, কল্পনাতে নয়। কেননা কবরে মুনকার নাকির **هَذَا الرَّجُلِ** (হাজার রাজুল) শব্দটি প্রয়োগ করে প্রশ্ন করবেন, আর **هَذَا الرَّجُلِ** (হাজার রাজুল) শব্দদ্বয় দৃশ্যমান ও দেহধারী এবং উপস্থিত লোকের বেলায় ব্যবহার করা হয়। এই **هَذَا الرَّجُلِ** (হাজার রাসূল) বলতে যে স্বয়ং রাসূলে পাক (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে তা অন্য রেওয়ায়েতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যেমন ইমাম তাবারানী, ইমাম আহমদ, ইমাম বায়হাক্বী, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেন,

مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

-"এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ (ﷺ) সম্পর্কে তুমি কি বল?"[২৭৪]

এ সম্পর্কে ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহঃ)বলেন,

قَوْله مَا هَذَا الرجل يَعْنِي بِهَذَا الرجل النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

-"হাদিসের বাণী **هَذَا الرجل** 'এই ব্যক্তি' হচ্ছে নবী পাক (ﷺ)।"[২৭৫]

লক্ষ্য করুন! একই সময় পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ মারা যায়, আর হাদিস শরীফ দ্বারা প্রমাণ নবী করিম (ﷺ) প্রত্যেকটি কবরে'ই উপস্থিত হন (সুবহানাল্লাহ)। এখন প্রশ্ন হল, একজন নবী অসংখ্য কবরে যেতে পারলে, উম্মতের 'মিলাদ মাহফিলে' বা উম্মতের ঘরে হাযির হতে পারবেনা কেন? এজন্যেই ইমাম গায্‌যালী (রঃ) রাসূলে পাক (ﷺ) হাযির হওয়া সম্পর্কে বলেছেন যা ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) উল্লেখ করেছেন,

قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ: وَقِيلَ قَوْلُكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَحْضَرْ شَخْصَهُ الْكَرِيمَ فِي قَلْبِكَ

-"ইমাম গায্‌যালী (রঃ) তদীয় 'ইহইয়াউল উলূম' গ্রন্থে বলেন, আর বলা হয় তোমার সালাম 'আস সালামু আলাইকা' তুমি রাসূলে পাক (ﷺ) শাখছ বা পবিত্র সত্ত্বাকে তোমার হৃদয়ে হাযির করো (অতঃপর সালাম দাও)।"[২৭৬]

এজন্যেই বলা হয়, আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (ﷺ) মুমিনের জানের চেয়েও আরো নিকটে।

---

২৭৪. ইমাম তাবারানীঃ মুজামুল আওছাত, হাদিস নং ৭০২৫; মুসনাদু আহমদ, হাদিস নং ১২২৭১, ১৩৪৪৬; ইমাম বায়হাক্বীঃ সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৭২১৭; সুনানু নাসাঈ, হাদিস নং ২০২১; ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ১৩৩৮;

২৭৫. ইমাম সুয়ূতিঃ শারহু সুনানে ইবনে মাজাহ, ১ম খণ্ড, ৩১৬ পৃঃ;

২৭৬. ইমাম মোল্লা আলীঃ মেরকাত শরহে মিশকাত, ৯১০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

আজরাইল (আঃ) এর কাছে দুনিয়াটা থালার পিঠের মত

ফিরিশতা সম্রাট হযরত আজরাইল (আঃ) এর কাছে গোটা পৃথিবীটা একটা থালার পিঠের মত। যেমন এ বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ আছার উল্লেখযোগ্য,

أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نا إِبْرَاهِيمُ، نا آدَمُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ،**عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:جُعِلَتِ الْأَرْضُ لِمَلَكِ الْمَوْتِ مِثْلَ الطَّسْتِ يَتَنَاوَلُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ , وَجُعِلَتْ لَهُ أَعْوَانٌ يَتَوَفَّوْنَ الْأَنْفُسَ ثُمَّ يَقْبِضُهَا مِنْهُمْ**

-"তাবেয়ী হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আজরাইল (আঃ) এর সামনে সারা দুনিয়া একটি থালার পিঠের মত। তিনি যেখানে খুশি সেখান থেকে রুহ কবজ করতে পারেন।"[২৭৭]

এই আছারটি সনদসহ এভাবে বর্ণিত আছে, ইমাম ইবনু জারির তাবারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا عِيسَى، وَحَدَّثَنِي الْحَارِثُ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ، قَالَ: ثنا وَرْقَاءُ، جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، **عَنْ مُجَاهِدٍ: قَوْلُهُ {يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ} قَالَ: حُوِيَتْ لَهُ الْأَرْضُ فَجُعِلَتْ لَهُ مِثْلَ الطَّسْتِ، يَنَالُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ**

-"হযরত মুজাহিদ (রহঃ)বলেন, মালাকুল মওতের জন্যে সমস্ত ভূমন্ডল থালার পিঠের মত। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সেই থালা থেকে নিতে পারে।"[২৭৮]

আল্লামা হাফিজ ইবনু কাছির (রঃ) আছারটি উল্লেখ করে বলেছেন,

وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ مُرْسَلًا، وَقَالَهُ ابن عباس رضي الله عنهما.

-"যুহাইর ইবনু মুহাম্মদ ইহা রাসূলে আকরাম (ﷺ) থেকে অনুরুপ মুরসাল রুপে বর্ণনা করেছেন এবং হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) ইহা বলেছেন।"[২৭৯]

আল্লামা হাফেজ ইবনে কাছির (রঃ) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন: "হযরত আজরাইল (আঃ) পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে দিনে পাঁচবার করে তল্লাশী করেন, ফলে তিনি ছোট বড় সকলকে চিনেন"।[২৮০]

---

২৭৭. তাফসিরু আব্দির রায্যাক, হাদিস নং ৮১১; তাফসিরে মুজাহিদ, হাদিস নং ১৩০৬; তাফসিরে দুররুল মানসুর, ৩য় খণ্ড, ২৮১ পৃ:; তাফসিরে মাজহারী, ৩য় খণ্ড, ২৭৩ পৃ:; আবুশ শায়েখ ইস্পাহানী: আল আজমাত, হাদিস নং ৪২২; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৩য় খণ্ড, ২৮৬ পৃ:;

২৭৮. তাফসিরে তাবারী, ১৮তম খণ্ড, ৬০৪ পৃ:; তাফসিরে দুররুল মানসুর, ৩য় খণ্ড, ২৮১ পৃ:; তাফসিরে নাছাফী, ৩য় খণ্ড, ৭ পৃ:; তাফসিরে ইবনে কাছির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৬১ পৃ:; তাফসিরে রুহুল বয়ান; তাফসিরে খাজেন, ৩য় খণ্ড, ৪০৩ পৃ:; তাফসিরে কাবীর, ১৩তম খণ্ড, ১৬ পৃ:;

২৭৯. তাফসিরে ইবনে কাসির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩২২ পৃ:;

২৮০. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ১ম খণ্ড;

উল্লেখিত দলিল গুলো দ্বারা প্রমাণ, আজরাইল (আঃ) যদি পৃথিবীর ৭০০ কোটি মানুষের কাছে একদিনে পাঁচবার যাইতে পারেন, তাহলে প্রিয়নবী (ﷺ) কেন প্রত্যেকটি মানুষের কাছে যাইতে পারবে না? অথচ তিনি আজরাইলেও নবী। তাফসিরে মাজহারীতে আরেকটি দলিল উল্লেখ আছে,

وكذلك يجعل لنفوس بعض أوليائه فانهم يظهرون ان شاء الله تعالى فى ان واحد فى امكنة شتى بأجسادهم المكتسبة

-"যেমনিভাবে কোন কোন আল্লাহর ওলীদেরও এই ক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ চাহেতু তাদের কাছে সবই প্রকাশিত এবং তাঁরা একই সময়ে একাদিক জায়গায় নূরানী দেহ নিয়ে যেতে পারে।"[২৮১]

অতএব, আল্লাহর ওলীগণ একই সময়ে একাধিক জায়গায় যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো আল্লাহর ওলীগণ যদি একই সময়ে একাদিক জায়গায় যেতে পারে তাহলে প্রিয় নবীজি (ﷺ) কেন একই সময়ে একাদিক জায়গায় যেতে পারবে না? অথচ তিনি সৃষ্টি না হলে কোন ওলী সৃষ্টি হতো না।

নবী পাক (ﷺ) প্রত্যেক মুমিনের ঘরে হাযির

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ফাতওয়া হল রাসূলে পাক (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রত্যেক মুমিনের ঘরে রুহানীভাবে হাদিস নাযির থাকেন। যেমনপবিত্র হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে,

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ،

-"হযরত আমর ইবনে দিনার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি ঘরে কেউ না থাকে তাহলে বলো, "আস-সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।"[২৮২]

এখানে বলা আছে ঘরে কেউ না থাকলে নবী পাক (ﷺ) কে সালাম দিতে হবে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে খালি ঘরে নবীজিকে সালাম দিতে হবে কেন? এর জবাবে ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)তদীয় কিতাবে বলেন:

أي لأن روحه عليه السلام حاضر في بيوت أهل الإسلام

-"কেননা আল্লাহর নবী (ﷺ)এঁর রুহ্ মোবারক প্রত্যেক মু'মীনের ঘরে হাযির।"[২৮৩]

২৮১. তাফসিরে মাজহারী, ৩য় খণ্ড, ২৭৩ পৃ:;
২৮২. কাজী আয়্যাজ: শিফা শরীফ, ১ম খণ্ড, ৪২৬ পৃ:;
২৮৩. ইমাম মোল্লা আলী: শরহে শিফা, ২য় খণ্ড, ১১৮ পৃ:;

অতএব, রাসূলে আকরাম (ﷺ) প্রতিটি মুমিনের ঘরেও রুহানীভাবে তথা অদৃশ্য নূরানী দেহ মুবারক নিয়ে হাযির হন।

নবী করিম (ﷺ) সকল মসজিদে হাযির

বহু সংখ্যক হাদিস থেকে জানা যায়, মসজিদে প্রবেশের সময় দাঁড়ানো অবস্থায় রাসূলে পাক (ﷺ) এর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করার কথা নির্দেশ রয়েছে। নিচের হাদিস গুলো লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، **عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الكُبْرَى قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ.**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাছান তাঁর মা ফাতেমা বিনতে হুছাইন (রাঃ) থেকে, তিনি তাঁর দাদী ফামোতুল কুবরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন রাসূল (ﷺ) মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর সালাত পাঠ করতেন এবং বলেন, রাব্বিগফিরলী যুনুবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা। আর যখন বের হতেন তখন মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর সালাত পাঠ করতেন এবং বলতেন, রাব্বিগফিরলী যুনুবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা ফাদ্বলিকা।"[284]

এই হাদিস সম্পর্কে আল্লামা মানাভী (রহঃ)বলেন- **وإسناده حسن** -"এর সনদ হাছান।"[285] এ বিষয়ে হাদিস শরীফে আরো উল্লেখ আছে,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، **عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ، أَوْ أَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ،**

-"হযরত আব্দুল মালেক ইবনে সাঈদ ইবনে সুয়াইদ (রহঃ) বলেন, আমি হুমাঈদ অথবা আবূ উসাইদ আনছারী (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

---

২৮৪. তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩১৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৭৭১; ইমাম তাবারানীঃ আদ্ দোয়া, হাদিস নং ৪২৫; কাজী আয়্যাযঃ শিফা শরীফ, ২য় জিঃ ৪৪৭ পৃঃ; তাফসিরে ইবনে কাছির, ৩য় খণ্ড, ৩৬১ পৃঃ;

২৮৫. আল্লামা মানাভীঃ আত তাইছির বি'শরহে জামেইছ ছাগীর, ২য় খণ্ড, ২৪৭ পৃঃ;

যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন নবী (ﷺ) এর উপর সালাম পাঠ করবে, অতঃপর বলবে, 'আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা'।"[২৮৬]
এই হাদিস সম্পর্কে হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেন,

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَآخَرُونَ هَكَذَا بِأَسانِيد صَحِيحَة.

-"ইমাম আবু দাউদ (রঃ) ও অন্যান্যরা একাধিক ছহীহ্ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।"[২৮৭] শারিহে মুসলিম ইমাম শারফুদ্দিন নববী (রঃ) বলেন: **هَكَذَا بِأَسانِيد صَحِيحَة.** - "এমনিভাবে সকল সনদই ছহীহ।"[২৮৮] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে,

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন নবী (ﷺ) এর উপর সালাম পাঠ করবে, অতঃপর বলবে, 'আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা'। আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখন নবী (ﷺ) এর উপর সালাম পাঠ করবে অতঃপর বলবে, 'আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনাশ শায়ত্বনির রাজিম'।"[২৮৯]
এই হাদিসটি মাওলানা আজিমাবাদী তদীয় কিতাবে কোন সমালোচনা ছাড়াই এভাবে উল্লেখ করেছেন,

روى بن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَأَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

-"ইবনে খুজাইমা তার ছহীহ্ গ্রন্থে, আবু হাতিম ইবনে হিব্বান (রঃ) হযরত আবু হুহুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।"[২৯০]
আল্লামা মানাভী (রঃ) বলেন: **وَأَسَانِيده صَحِيحَة لَا حَسَنَة فَقَط**
-"এর সকল সনদ ছহীহ্, কোন হাছান নয়।"[২৯১]

---

২৮৬. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৭৭২; সুনানে দারেমী, হাদিস নং ১৪৩৪; সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৪৬৫; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ২০৪৮; ইমাম তাবারানী: আদ্ দোয়া, হাদিস নং ৪২৬; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৪৩১৭;

২৮৭. ইমাম আসকালানী: তালখিছুল হাবীর, হাদিস নং ৯১৪;

২৮৮. ইমাম নববী: খুলাছাতুল আহকাম, হাদিস নং ৯১৪;

২৮৯. ইমাম নাসাঈ: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৯৮৩৮; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৭৭৩; মুসনাদে বায্যার, হাদিস নং ৮৫২৩; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৯৮৩৮; ছহীহ্ ইবনে খুজাইমা, হাদিস নং ৪৫২; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ২০৪৭; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৪৩২১;

২৯০. আজিমাবাদী: আওনুল মাবুদ, ৪৬৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

ইমাম মুগলতাঈ (রঃ) উল্লেখ করেন:

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين -"ইমাম হাকেম (রহঃ) বলেন, এই হাদিস বুখারী-মুসলীমের শর্তানুযায়ী ছহীহ্।"[২৯২]

ইমাম শিহাবুদ্দিন বুয়ূছিরী কেনানী (রঃ) বলেন:

هَذَا إِسْنَاد صَحِيح رِجَاله ثِقَات-"এই সনদ ছহীহ্ বর্ণনাকারী সবাই বিশ্বস্ত।"[২৯৩]

এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ إِنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَوَّذَ مِنَ الشَّيْطَانِ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি মসজিদে প্রবেশ করার সময় নবী করিম (ﷺ) এর উপর সালাম পাঠ করেন, অতঃপর বলতেন, 'আল্লাহুম্মাফ তাহ্লী আবওয়াবা রাহ্মাতিকা'। আর যখন মসজিদ থেকে বের হতেন তখন নবী করিম (ﷺ) এর উপর সালাত পাঠ করতেন অতঃপর শয়ত্বানের কু-মন্ত্রনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।"[২৯৪]

এই হাদিসটি সনদগতভাবে দুর্বল কিন্তু অন্য হাদিস দ্বারা ক্বাবী বা শক্তিশালী হয়েছে বিধায় হাদিসটি ছহীহ্ বিশ শাওয়াহেদ। এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ،**عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَالْجَنَّةَ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللَّهُمْ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ**

-"হযরত আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাজম (রঃ) বলেন, যখন রাসূল (ﷺ) মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন, নবী (ﷺ) এর উপর সালাম ও রহমত, আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা ওয়াল জান্নাত। আর যখন বের হতেন তখন বলতেন, নবী (ﷺ) এর উপর সালাম ও রহমত, আল্লাহুম্মা আইজনী মিনাশ শায়ত্বান ওয়া মিনাস সার্‌রী কুল্লে।"[২৯৫]

---

২৯১. আল্লামা মানাভী: আত তাইছির বি'শরহে জামেইছ ছাগীর, ১ম খণ্ড, ৮৩ পৃ:;

২৯২. ইমাম মুগলতাঈ: শরহে সুনানে ইবনে মাজাহ, الدعاء عند دخول المسجد এই বাবে;

২৯৩. ইমাম বুয়ূছিরী: মিছবাহুছ যুযাজাফি জাওয়াইদি ইবনে মাজাহ, ১ম খণ্ড, ৯৭ পৃ:;

২৯৪. মুসনাদে হারেছ, হাদিস নং ১৩০;

২৯৫. মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ১৬৬৩;

এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী, তাই হাদিসটি ছহীহ্। এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، **عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ، قُلْتُ: مَا تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ قَالَ: أَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَصَلَّى اللَّهُ، وَمَلَائِكَتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ**

-"হযরত সাঈদ ইবনে জি'হুদ্দান (রঃ) বলেন, হযরত আলকামা (রাঃ) কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মসজিদে প্রবেশের সময় আপনি কি বলেন? তিনি বলেন: আমি বলি, ওহে নবী আপনার উপর সালাম ও রহমত, আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতারা নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর সালাত পাঠ করেন।"[২৯৬]

এই হাদিসের সকল রাবীগণ বিশ্বস্ত শুধু 'সাঈদ ইবনে যিল হুদ্দান' ব্যতীত। ইমাম ইবনে হিব্বান (রঃ) তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন।[২৯৭]

ইমাম আবু যুরাআ রাজী (রঃ) তাকে **صالح** গ্রহণযোগ্য বলেছেন।[২৯৮]

অতএব, হাদিসটি ছহীহ্। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ، **عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ كَعْبًا قَالَ: لِأَبِي هُرَيْرَةَ: احْفَظْ عَلَيَّ اثْنَتَيْنِ، إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ سَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجْتَ قُلِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ**

-"সাঈদ ইবনে আবী সাঈদ (রঃ) বলেন, নিশ্চয় হযরত কা'ব (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বললেন, আমি দুইটি বিষয় স্বরণ রেখেছি। যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন নবী (ﷺ) এর উপর সালাম পাঠ করবে এবং বলবে: 'আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা। যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখন বলবে, হে আল্লাহ মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর সালাত, আল্লাহুম্মা আইজনী মিনাশ শায়ত্বান।"[২৯৯]

এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য তাই হাদিসটি ছহীহ্। এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجْتَ فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُلِ: اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ**

---

২৯৬. মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ১৬৬৯; মুসনাদে ইবনে জা'দ, হাদিস নং ২৫২৮;

২৯৭. ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ২২৬৬;

২৯৮. তাযিঈন আলা কুতুবে জারহি ওয়া তাদিল, রাবী নং ৩১৯;

২৯৯. মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ১৬৭০; ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৯৮৩৯; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৮ম খণ্ড, ১৩৮ পৃ:;

-“হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমাকে হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) বললেন: যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন নবী (ﷺ) এর উপর সালাম পাঠ করবে এবং বলবে, ‘আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা’। আর যখন বের হবে তখন নবী (ﷺ) এর উপর সালাম পাঠ করবে এবং বলবে: আল্লাহুম্মা আহফিজনী মিনাশ শায়ত্বান।”[৩০০]

এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য তাই হাদিসটি ছহীহ্। এ সম্পর্কে আরেক হাদিসে আছে,

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:.... إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْ: اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجْتَ فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْ: اللهُمَّ احْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ**

-“হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন:..... যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন নবী (ﷺ) এর উপর সালাম পাঠ করবে এবং বলবে: ‘আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা’। আর যখন বের হবে তখন নবী (ﷺ) এর উপর সালাম পাঠ করবে এবং বলবে: আল্লাহুম্মা আহফিজনী মিনাশ শায়ত্বান।”[৩০১]

এই হাদিসের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য তাই হাদিসটি ছহীহ্। এ সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে,

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، **عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ، فَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،**

-“হযরত ইব্রাহিম নাখয়ী (রঃ) বলেন, যখন মসজিদে প্রবেশ করবেন তখন রাসূল (ﷺ) কে সালাম দিবেন।”[৩০২] সনদ ছহীহ্।

এই হাদিসে প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে প্রবেশের সময় দাঁড়ানো অবস্থায় রাসূল (ﷺ) কে সালাম দিতে হবে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, মসজিদ আল্লাহর ঘর, সেখানে প্রবেশের সময় প্রিয় নবীজিকে কেন ছালাম দিতে হবে? এর জবাবে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রহঃ)বলেন:

قَالَ الْغَزَالِيُّ فِيالْإِحْيَاءِ: وَقِيلَ قَوْلُكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَحْضَرْ شَخْصَهُ الْكَرِيمَ فِي قَلْبِكَ

---

৩০০. মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ হাদিস নং ৩৪১৫;

৩০১. ইমাম নাসাঈ: সুনানে কুবরা, হাদিস নং ৯৮৪০;

৩০২. মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ১৬৬৮;

-“ইমাম গাজ্জালী (রঃ) তার এহইয়া গ্রন্থে বলেন: বলা হয়, আপনার সালাম ‘আস সালামু আলাইকা’ এর অর্থ হল, আপনার ক্বাল্বে প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর সম্মানিত সত্ত্বা হাযির বা উপস্থিত আছে।”[৩০৩]

অতএব, রাসূলে পাক (ﷺ) কে হাযির জানা নতুন কিছু নয় বরং পূর্বসূরী আইম্মায়ে কেরামের বিশ্বাসের মাঝেই এরুপ ছিল।

নবীজি (ﷺ) আরশ, জান্নাত-জাহান্নাম সবই দেখতে পান

প্রিয় নবীজি (ﷺ) জান্নাত, জাহান্নাম, হাউজে কাউসার ও আল্লাহর আরশ সবই দেখতেন, এই বিষয়টি প্রমাণের জন্য নিম্ন উল্লেখিত হাদিস গুলো প্রাণিধানযোগ্য।

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الْمَاسَرْجَسِيُّ، ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْقُهُنْدُزِيُّ، ثَنَا أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ، أَنَا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ، ثَنَا ثَابِتٌ،**عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرْ مَا تَقُولُ، فَإِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً إِيمَانِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا، فَأَسْهَرْتُ لِيلِي وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ كَيْفَ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ كَيْفَ يَتَعَادَوْنَ فِيهَا،**

-“হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূল (ﷺ) হারেছা (রাঃ) কে বললেন, হে হারেছা! আজকের ভোর বেলা কেমন হল? হারেছ বললেন, আল্লাহর কসম! আজকের ভোর বেলা সত্যিকারের ঈমানের সাথে হয়েছে। নবীজি বললেন, তুমি লক্ষ্য কর তোমার কথার দিকে, কেননা প্রত্যেক হাকিকতেরও হাকিকত রয়েছে, তোমার ঈমানের হাকিকত কি? হারেছা (রাঃ) বলেন: আমি যেন আল্লাহর আরশে আল্লাহকে সরাসরি দেখি, জান্নাতে একে অপরের সাথে কিরূপ কথা বলছে তাও দেখি, জাহান্নামে লোকদের কষ্টের দূর্ভোগ দেখছি।”[৩০৪]

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ،**عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ**

---

৩০৩. ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মিশকাত, ৯১০ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

৩০৪. তাফসিরে কাবীর, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃ:; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৬৯৪৮; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ১০১০৬; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীরে; বাহরুল ফাওয়াইদ, ১ম খণ্ড, ১০১ পৃ:; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়ায়েদ, হাদিস নং ১৯০; জামেউছ ছাগীর; জামেউল মাছানেদেউ ওয়াছ ছুনান;

وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثُ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا. فَقَالَ: انْظُرْ مَا تَقُولُ؟ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ؟ فَقَالَ:.. وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغَوْنَ فِيهَا.

-"হযরত হারেছ ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় তিনি নবী করিম (ﷺ) এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূল (ﷺ) তাকে বললেন: হে হারেছা! আজকের ভোর বেলা কেমন হল? হারেছা বললেন: আল্লাহর কসম! আজকের ভোর বেলা সত্যিকারের ঈমানের সাথে হয়েছে। নবীজি ﷺ বললেন, তুমি লক্ষ্য কর তোমার কথার দিকে, কেননা প্রত্যেক হাকিকতেরও হাকিকত রয়েছে, তোমার ঈমানের হাকিকত কি? হারেছা (রাঃ) বলেন, আমি যেন আল্লাহর আরশে আল্লাহকে সরাসরি দেখি, জান্নাতে একে অপরের সাথে কিরূপ কথা বলছে তাও দেখি, জাহান্নামে লোকদের কষ্টের দূর্ভোগ দেখছি।"[৩০৫]

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ**عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً فَمَا ذَلِكَ؟ فَقَالَ:.. وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغُونَ فِيهَا**

-"মুহাম্মদ ইবনে ছালেহ আল আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর নবী (ﷺ) আউফ ইবনে মালেক (রাঃ) এর সাথে মিলিত হলেন। ফলে তাকে বললেন, হে আউফ! আজকের ভোর বেলা তোমার কেমন হল? প্রিয় নবীজি বললেন: তুমি লক্ষ্য কর তোমার কথার দিকে, কেননা প্রত্যেক হাকিকতেরও হাকিকত রয়েছে, তোমার ঈমানের হাকিকত কি? আমি যেন আল্লাহর আরশে আল্লাহকে সরাসরি দেখি, জান্নাতে একে অপরের সাথে কিরূপ কথা বলছে তাও দেখি, জাহান্নামে লোকদের কষ্টের দূর্ভোগ দেখছি।"[৩০৬]

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

---

৩০৫. ইমাম তাবারানী: মুজামুল কাবীর, হাদিস নং ৩৩৬৭; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ১০১০৭; মুসনাদে জামে, হাদিস নং ৩২২৯; হাফিজ ইবনে কাছির: জামেউল মাসাইনদ ওয়াস সুনান, হাদিস নং ১৯৮৭; ইমাম হায়ছামী: মাযমাউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১৮৯;

৩০৬. মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩০৪২৩;

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍعَنْ زُبَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثُ بْنَ مَالِكٍ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ:.. وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي قَدْ أُبْرِزَ لِلْحِسَابِ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِي الْجَنَّةِ وَكَأَنِّي أَسْمَعُ عُوَاءَ أَهْلِ النَّارِ

-"যুবাইদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, হে হারেছ ইবনে মালেক! আজকের ভোর বেলা কেমন হল? প্রত্যেক হাকিকতেরও হাকিকত রয়েছে, তোমার ঈমানের হাকিকত কি? আমি যেন আল্লাহর আরশে আল্লাহকে সরাসরি দেখি, জান্নাতে একে অপরের সাথে কিরূপ কথা বলছে তাও দেখি, জাহান্নামে লোকদের কষ্টের দূর্ভোগ দেখছি।"[৩০৭]

এই হাদিস গুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়,হযরত হারেছা ইবনে নুমান (রাঃ) কিংবা হারেছা ইবনে মালেক (রাঃ) যদিও নবীর উম্মত তবুও তিনি আল্লাহর আরশ পর্যন্ত দেখতেন, জান্নাত-জাহান্নাম সবই দেখতেন। সুতরাং উম্মত যদি আরশ পর্যন্ত দেখেন তাহলে নবী কেন দেখবেন না?

ইমাম কাসতালানী (রঃ) এর অভিমত

বিশ্ব নন্দিত মুহাদ্দিছ ও শারিহে বুখারী, ইমাম শিহাবুদ্দিন কাসতালানী (রঃ) তদীয় কিতাবে বলেছেন,

إذ لا فرق بين موته وحياته فى مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم وعزائمهم وخواطرهم، وذلك عنده جلى لا خفاء به.

-"প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র জিবন ও ইন্তিকালের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। স্বীয় উম্মতের দেখার ব্যাপারে, তাদের অবস্থা সমূহ জানার ব্যাপারে, তাদের নিরূপণে ও তাদের খাওয়াতির হওয়ার ব্যাপারেও পার্থক্য নেই। প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কাছে ইহা সুস্পষ্ট ও কোন প্রকার অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নেই।"[৩০৮]

অর্থাৎ আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (ﷺ) উম্মতের সকল আমলের প্রত্যক্ষদর্শী ও তাদের সকল অবস্থা প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র কাছে প্রকাশিত। এমনকি রাসূলে আকরাম (ﷺ) সকল উম্মতের পরিচয় অবগত আছে।

ইমাম ইবনুল হাজ্ব আল-মালেকী ((রহঃ))'র অভিমত

৩০৭. মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩০৪২৫;

৩০৮. ইমাম কাস্তালানী: আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ৩য় খণ্ড, ৫৯৫ পৃ:;

মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকিহ্ ও মুহাদ্দিস, ইমাম ইবনুল হাজ্ব মালেকী (রঃ) (ওফাত ৭৩৭ হিজরী) তদীয় কিতাবে প্রায় অনুরূপ বলেছেন। তবে তিনি আরো সুন্দর বলেছেন,

إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ أَعْنِي فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خَفَاءَ فِيهِ.

-"প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র জীবন ও ইন্তিকালের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। স্বীয় উম্মতের দেখার ব্যাপারে, তাদের অবস্থা সমূহ জানার ব্যাপারে, তাদের নিয়ত সমূহ জানার ব্যাপারে, তাদের নিরূপণে ও তাদের খাওয়াতির হওয়ার ব্যাপারেও পার্থক্য নেই। ইহা প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কাছে সুস্পষ্ট ও কোন প্রকার অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নেই।"[৩০৯]

সুতরাং রাসূলে আকরাম (ﷺ) উম্মতের যাবতীয় অবস্থা, নিয়তসমূহ অবগত এমনকি উম্মতের যাবতীয় আমলসমূহ রাসূলে পাক (ﷺ) দেখেন ও পর্যবেক্ষণ করেন। সেই অনুযায়ী হাশর ময়দানে উম্মতের যাবতীয় বিষয়ে সাক্ষী বা প্রত্যক্ষদর্শী।

আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)এর ফাতওয়া

এ ব্যাপারে প্রখ্যাত মুফাস্সির, আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপাথি (রঃ) তদীয় তাফছির গ্রন্থে বলেছেন,

ان الله تعالى يعطى لارواحهم قوة الأجساد فيذهبون من الأرض والسماء والجنة حيث يشاؤن وينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم

-"নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে ইন্তিকালের পরে কুওয়াতের দেহ দান করেন। ঐ ক্ষমতা দিয়ে তাঁরা পৃথিবীর যেখানে খুশি সেখানে ভ্রমণ করেন, ফলে আপনজনদের সাহায্য করতে পারেন ও শত্রুদেরকে পর্যদস্থ করতে পারেন।"[৩১০]

আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রঃ) উক্ত কিতাবে অন্যত্র আরো বলেছেন,

وكذلك يجعل لنفوس بعض أوليائه فانهم يظهرون ان شاء الله تعالى فى ان واحد فى امكنة شتى بأجسادهم المكتسبة

-"যেমনিভাবে কোন কোন আল্লাহর ওলীদেরও এই ক্ষমতা বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ চাহেতু তাদের কাছে সবই প্রকাশিত এবং তাঁরা একই সময়ে একাদিক জায়গায় নূরানী দেহ নিয়ে যাইতে পারে।"[৩১১]

---

৩০৯. ইমাম ইবনুল হাজ্ব: আল মাদখাল, ১ম খণ্ড, ২৫৯ পৃ:;

৩১০. তাফসিরে মাজহারী, ১ম খণ্ড, ১৬৯ পৃ:;

৩১১. তাফসিরে মাজহারী, ৩য় খণ্ড, ২৭৩ পৃ:;

আল্লাহর সবচেয়ে অধিক প্রিয় বান্দা তাঁর হাবীব হুজুর (ﷺ), এজন্যে তিনি খোদা প্রদত্ত্ব ক্ষমতায় সারা বিশ্বের যেখানে খুশি সেখানে ভ্রমণ করবেন ইহাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এর ফাতওয়া

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর অন্যতম ফকিহ, আল্লামা ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রঃ) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন,

وَلَا تَبَاعُدَ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ حَيْثُ طُوِيَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ، وَحَصَلَ لَهُمْ أَبْدَانٌ مُكْتَسَبَةٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَجَدُوهَا فِي أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ فِي آنٍ وَاحِدٍ،

-"আর আল্লাহর আউলিয়াগণের কাছে পৃথিবীটা অনেক দীর্ঘ নয়। ওলীগণ একই মুহুর্তে একাধিক জায়গায় বিচরণ করতে পারেন এবং একই সময়ে তাঁরা একাধিক শরীরের অধিকারী হতে পারেন।"[৩১২]

এই এবারত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আল্লাহর আউলিয়া যারা তারাই একই সময় একাধিক স্থানে হাযির নাযির হতে পারে! তাহলে বলুন প্রিয় নবীজি রাসূলে পাক (ﷺ) এর হাযির নাযির হওয়ার বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে? আল্লাহর ওলীগণ যদি একই সময়ে একাদিক জায়গায় যেতে পারেন, তাহলে সারা জাহানের নবী রাহমাতুল্লিল আলামিন (ﷺ) কেন একাধিক জায়গায় যেতে পারবেনা?

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)প্রিয় নবীজি (ﷺ) হাযির-নাযির হওয়া সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করে বলেছেন। হাশর ময়দানে হযরত নূহ (আঃ) এর রেসালাত পৌঁছানোর ব্যাপারে রাসূলে আকরাম (ﷺ) ও উম্মতে মুহাম্মদীর সাক্ষীর বিষয়ে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন,

(فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ): وَالْمَعْنَى أَنَّ أُمَّتَهُ شُهَدَاءُ وَهُوَ مُزَكٍّ لَهُمْ، وَقُدِّمَ فِي الذِّكْرِ لِلتَّعْظِيمِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُ لِنُوحٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَيْضًا لِأَنَّهُ مَحَلُّ النُّصْرَةِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ إِلَى قَوْلِهِ: لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيُجَاءُ بِكُمْ): وَفِيهِ تَنْبِيهٌ نَبِيهٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضِرٌ نَاظِرٌ فِي ذَلِكَ الْعَرْضِ الْأَكْبَرِ،

-"মুহাম্মদ দঃ ও তাঁর উম্মতগণ বলবে' অর্থাৎ ইহার অর্থ হল তাঁর উম্মতগণ সাক্ষী হবে আর রাসূল (ﷺ) তাদের আত্মশুদ্ধিকারী। এখানে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)'র নাম

---

৩১২. ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মিশকাত, ১৬৩২ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ অধ্যায়ে;

তাজিমান অগ্রবর্তী করা হয়েছে। নিশ্চয় মুহাম্মদ (ﷺ) নবী নূহ (আঃ) এর রোসালাত পৌঁছানোর বিষয়ে সাক্ষী দিবেন কেননা তিনিই সেই সাহায্যের স্থানে মূল সাক্ষী। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, আর যখন আল্লাহ নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে... সেই বাণী পর্যন্ত তোমরা তাঁর প্রতি অবশ্যই ঈমান আনবে ও তাঁকে সাহায্য করবে। **এখানে একটি সুক্ষ তথ্য রয়েছে যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সেই বিশাল অবস্থানে হাযির ও হাযির।**"[৩১৩]

এখানে এই বাক্যটি হল জুমলায়ে ইসমিয়া,

أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضِرٌ نَاظِرٌ فِي ذَلِكَ الْعَرْضِ الْأَكْبَرِ،

আর বালাগাতের কায়দা মোতাবেক এই জুমলাটি 'জুমলায়ে ইসমিয়া'। আর জুমলায়ে ইসমিয়ার মধ্যে ফেলে মুজারে থাকলে অনেক সময় না থাকলেও ইস্তেমরারের ফায়দা দেয়।

সুতরাং বালাগাতের কায়দা মোতাবেক আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এঁর হাযির-নাযির হওয়ার বিষয়টি ইস্তেমরারের অর্থে তথা চলমানের অর্থ দিবে। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) চলমান অর্থে সব সময়ই হাযির-নাযির বুঝাবে।

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যার শেষের দিকে আরো লিখেছেন,

وَيَكُونَ الرَّسُولُ أَيْ: رَسُولُكُمْ وَاللَّامُ لِلْعِوَضِ، أَوِ اللَّامُ لِلْعَهْدِ، وَالْمُرَادُ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا أَيْ: مُطَّلِعًا وَرَقِيبًا عَلَيْكُمْ، وَنَاظِرًا لِأَفْعَالِكُمْ، وَمُزَكِّيًا لِأَقْوَالِكُمْ.

-"আর রাসূল হবে' অর্থাৎ তোমাদের রাসূল, এখানে লামটি আহদের জন্য। ইহার দ্বারা অর্থ হল, মুহাম্মদ (ﷺ) তোমাদের উপর সাক্ষী অর্থাৎ তোমাদের আমলসমূহ পর্যবেক্ষণকারী ও উপস্থাপনকারী, **তোমাদের সকলের আমলসমূহের নাযির ও তোমাদের কথার পরিশুদ্ধকারী।**"[৩১৪]

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) অন্যত্র আরো বলেন:

أي لأن روحه عليه السلام حاضر في بيوت أهل الإسلام

-"অর্থাৎ রাসূল (ﷺ)'র রুহ মুবারক সকল মুসলমানের ঘরে হাযির।"[৩১৫]

---

৩১৩. মেরকাত শরহে মিশকাত, ৫৫৫৩ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

৩১৪. মেরকাত শরহে মিশকাত, ৫৫৫৩ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

৩১৫. ইমাম মোল্লা আলী: শরহে শিফা, ২য় খণ্ড, ১১৮ পৃ:;

সুতরাং ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এর ফাতওয়া মোতাবেক আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত্ব ক্ষমতাবলে হাযির ও নাযির। সেই অনুযায়ী হাশর ময়দানে সাক্ষী দিবেন।

ইমাম গায্যালী (রঃ)-এর ফাতওয়া ও আক্বিদা

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত্ব ক্ষমতাবলে যেখানে খুশ সেখানেই হাযির হতে পারেন। এরই প্রেক্ষিতে আল্লামা ইসমাইল হাক্কী হানাফী (রঃ) বর্ণনা করেন:

قال الامام الغزالي رحمه الله تعالى والرسول عليه السلام له الخيار فى طواف العوالم مع أرواح الصحابة رضى الله عنهم لقد رآه كثير من الأولياء

-"হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা ইমাম গায্যালী (রহঃ)বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সাহাবীগণের রুহ সমূহকে সাথে নিয়ে ভূপৃষ্টের যেখানে খুশি সেখানে ভ্রমণ করেন, এ অবস্থায় অনেক আউলিয়াগণ তাঁকে দেখেছেন।"[৩১৬]

এখানে লক্ষ্য করুন, আল্লাহর হাবীব রাসূলে পাক (ﷺ) এর সাহাবীগণের রুহ সমূহকে সাথে নিয়ে যত্রতত্র হাযির হন। (সুবহানাল্লাহ) কেননা হাদিস শরীফে আছে মু'মীনের রুহ সমূহ ইন্তিকালের পরেও বিচরণ করতে পারেন।

ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি ((রহঃ))'র ফাতওয়া

এ ব্যাপারে হিজরী ৯ম শতাব্দির মুজাদ্দেদ, মুফাস্সির, হাফিজুল হাদিস, ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহঃ)বলেন-

فَحَصَلَ مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ النُّقُولِ وَالْأَحَادِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ، وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ وَيَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ

-"বহু হাদিস ও নকলী দালায়েল একত্রিত করে এই সিদ্ধান্ত হল, নিশ্চয় আল্লাহর নবী (ﷺ) দেহ ও রুহ সহকারে জীবিত এবং তাঁর তাসাররুফ করার ক্ষমতা আছে এমনকি তিনি যমিনের আনাচে-কানাচে যেখানে খুশি সেখানে ভ্রমণ করতে পারেন।"[৩১৭]

হাফিজুল হাদিস ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহঃ)আরো বলেছেন,

ان اعتقد الناس ان روحه ومثاله فى وقت قراءة المولد وختم رمضان وقراءة القصائد يحضر جاز

---

৩১৬. তাফসিরে রুহুল বয়ান, ১০ম খণ্ড, ১১৩ পৃ:;

৩১৭. ইমাম সুয়ূতি: আল হাবী লিল ফাতওয়া, ২য় খণ্ড, ১৮০ পৃ:; আল্লামা মাহমুদ আলুছী: তাফসিরে রুহুল মায়ানী, ২১তম খণ্ড, ২৮৬ পৃ:;

-“যদি লোকেরা এই আকিদা রাখে যে, রাসূলে পাক (ﷺ)’র রুহ মুবারক মিলাদ পাঠের সময় অথবা রমজানের কোরআন খতমের সময় অথবা নবীর শানে কাসিদা পাঠের সময় হাযির তাহলে জায়িয হবে।”[৩১৮]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীরা ঠিক অনুরুপই বিশ্বাস করেন। আল্লাহর হাবীব রাসূলে আকরাম (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যেখানে খুশি ঐখানেই হাযির হন।

ইমাম শারফুদ্দিন হুছাইন আত-ত্বীবী (রঃ) এর ফাতওয়া

ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন, ইমাম ত্বীবী (রঃ) বলেছেন এবং ইমাম মানাভী (রঃ) তদীয় কিতাবেও বলেছেন:

قَالَ الطِّيبِيُّ: وَذَلِكَ أَنَّ النُّفُوسَ الزَّكِيَّةَ الْقُدُسِيَّةَ إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدَنِيَّةِ عَرَجَتْ وَوَصَلَتْ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا حِجَابٌ، فَتَرَى الْكُلَّ كَالْمُشَاهَدِ بِنَفْسِهَا، أَوْ بِإِخْبَارِ الْمَلَكِ لَهَا،

-“ইমাম ত্বীবী (রঃ) বলেন: পবিত্র আত্বার অধিকারীগণের রুহ্সমূহ তাঁদের ইন্তিকালের পরে উপরের জগতের সাথে মিশে যায়। ফলে তাঁদের চোখের সামনে কোন পর্দা থাকে না, অতঃপর তাঁরা সব কিছু দেখতে পায় যেমনটি উপস্থিত ব্যক্তিকে দেখা যায়।”[৩১৯]

পবিত্র আত্মার অধিকারী হলে তাদের চোখের সামনে কোন পর্দা থাকে না। সৃষ্টি জগতে আমাদের প্রিয় রাসূলে চেয়ে অধিক পবিত্র আর কে আছে? সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর হাবীব হুজুর (ﷺ) সারা বিশ্বের সব কিছু দেখতে পান।

শায়খ আব্দুল হাক্ব মুহাদ্দেছ দেহলভী ((রহঃ))’র অভিমত

ভারতবর্ষের বিখ্যাত মুহাদ্দিস শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) সুপ্রসিদ্ধ ‘মাজমাউল বরকাত’ গ্রন্থে বলেছেন ঃ

وی علیه السلام بر احوال واعمال امت مطلع است بر مقر بان اوز حاضرین گاه خود مفیض وخاضر وناظر است

---

৩১৮. ইমাম সুয়ূতি: আল ইন্তেহাউল আজকিয়া ফি হায়াতিল আউলিয়া, এর সূত্রে আল্লামা মোতালিব হোসাইন সালেহী: কবর জগতে নবীজী (সাঃ) এর শান’ ৯২ পৃ:; আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী: জাআল হক্ব, ১ম খণ্ড, ২২৪ পৃ:;

৩১৯. ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মিশকাত, ৩য় খণ্ড, ১১ পৃ:; ইমাম ত্বীবী: শারহু ত্বীবী, ৯২৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়; ইমাম মানাভী: আত আইছির বি'শারহি জামেইছ ছাগীর, ১ম খণ্ড, ৫০২ পৃ:; ইমাম মানাভী: ফায়জুল কাদির, ৫৪৭৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়;

-“হুযুর আলাইহিস সালাম নিজ উম্মতের যাবতীয় অবস্থা ও আমল সম্পর্কে অবগত এবং তাঁর মহান দরবারে উপস্থিত সকলেই ফয়েয প্রদানকারী ও ‘হাযির-নাযির’।”

এখানে শায়খ আব্দুল হাক্ব মুহাদ্দেছ দেহলভী (রঃ) প্রিয় নবীজি (ﷺ) কে مفیض وحاضر وناظر است-“তিনি ফায়েজ প্রদানকারী ও হাযির নাযির।” বলেছেন।

শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) **سلوك اقرب السبل بالتوجه الى سيد الرسل** নামক পুস্তিকায় বলেন ঃ

باچندیں اختلاف وکیرت مذاهب که در علماء امت هست یك کس رادریں مسئله خلافی نیست که آں حضرت علیه السلام بحقیقت حیات بے شائبه مجاز وتوهم تایل دائم وباقي است وبر اعمال امت حاضر وناظر است ومر طالبان حقیقت راومتو جهان انحضرت رامفیض ومربی (ادخال اسان)

-“উলামায়ে উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন মতাদর্শ ও বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে, হুযুর আলাইহিস সালাম প্রকৃত জীবনেই (কোনরূপ রূপক ও ব্যবহারিক অর্থে যে জীবন, তা নয়) স্থায়ীভাবে বিরাজমান ও বহাল তবীয়তে আছেন। তিনি উম্মতের বিশিষ্ট কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত ও সেগুলোর প্রত্যক্ষদর্শীরূপে বিদ্যমান তথা ‘হাযির-নাযির’। তিনি হাকীকত অন্বেষণকারী ও মহান দরবারে নবুয়াতের শরণাপন্নদের ফয়েযদাতা ও মুরুব্বীরূপে বিদ্যমান আছেন।”[৩২০]

শাইখ মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) ‘শরহে ফুতুহুল গায়ব’ গ্রন্থের ৩৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

اما انبیاء علیهم اسلام بحیات حقیقي دنیا وی حی وباقی ومتصرف انددریں جاسخن نیست-

-“নবীগণ (আলাইহিস সালাম) পার্থিব প্রকৃত জীবনেই জীবিত, শাশ্বত জীবন সহকারে বিদ্যমান ও কর্মতৎপর আছেন। এব্যাপারে কারো দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই।”

হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ)এর অভিমত

এ জন্যেই মৌলভী আশরাফ আলী থানভী এবং মৌলভী রশিদ আহমদ গাংগুহী সাহেবের পীর, হাজী এমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রহঃ)বলেন:

---

৩২০. শায়খ আঃ হক মুহাদ্দিস দেহলভী ঃ মাকতুবাতে বর হাশিয়া আখবারুল আখিয়ার ঃ পৃ. ১৫৫

“ইয়ে আকিদাকে মাজলিছে মাওলুদমে হুজুর পুর নূর (ﷺ) রওনক আফরুজ হুতেহে। উছ আকিদাকু কুফুর অ শিরক কাহনা হুদছে বারনা হায়। ইয়ে বাদ আকলান অ নকলান মোমকিন হায়”।

অর্থাৎ হুজুর (ﷺ) কে মিলাদ মাহফিলে হাযির হন। এই আকিদাকে শিরিক বলা বাড়াবাড়ি মাত্র। এই আকিদা কুরআন-সুন্নাহ ও যুক্তি উভয় মতেই জায়েয।[৩২১]

তাই বলা যায় আল্লাহর হাবীব হুজুর (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ব ক্ষমতায় হাযির-নাযির। আর হুজুর (ﷺ) শরিয়তে জিবীত কালিন যেমনি ক্ষমতাবান ছিলেন তেমনি ইন্তিকালের পরেও ক্ষমতাবান কারণ আল্লামা ইমাম কাসতালানী (রহঃ) উল্লেখ করেন:

لا فرق بين موته وحياته -“আল্লাহর নবী (ﷺ) এর হায়াত ও মওতের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।”[৩২২]

প্রশ্নোত্তর পর্ব

নবীজি হাযির নাযির হলে দেখিনা কেন?

আহলে সুন্নাতের জবাবঃ

আমাদের দুই কাঁধে কেরামান-কাতেবীন দু'জন ফিরিশতা বিদ্যমান আছে, তাহলে তাঁদেরকে দেখিনা কেন? আল্লাহ তা'য়ালাও **مُحِيطٌ** (মুহীত) সব কিছুকে বেষ্টনকারী, তাহলে তাঁকে দেখি না কেন? আমাদের চারিপাশে অনেক ফিরিশতা বিদ্যমান, তাঁদেরকে দেখি না কেন? আমাদের চতুর্দিকে বাতাস বিদ্যমান যা দ্বারা আমরা বেঁচে আছি, তাহলে বাতাসকে দেখিনা কেন? এগুলো যদিও দেখা যায় না তাহলে কি অস্বীকার করতে পারবেন যে নেই? অবশ্যই না। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর নবী (ﷺ) অদৃশ্য নূরানী দেহ মোবারক দ্বারা তথা রুহানীভাবে সব জায়গায় হাযির হন ও হতে পারেন কিন্তু আমাদের চোখে পর্দা থাকার কারণে দেখিনা। যাদের দেখার মত চোখ আছে তাঁরা ঠিকই দেখতে পায়।

নবীজি (ﷺ) যদি সব জায়গায় হাযির-নাযির হন, তাহলে মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করলেন কেন?

আহলে সুন্নাতের জবাবঃ

---

৩২১. ফায়ছালায়ে হাফ্তে মাছায়েল, কুল্লিয়াতে এমদাদিয়া;

৩২২. ইমাম কাসতালানীঃ আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ২য় খণ্ড, ৩৮৬ পৃঃ;

প্রিয় নবীজি রাসূলে আকরাম (ﷺ) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতে গিয়েছেন এটা তাঁর জাহেরী অবস্থা। আর তিনি পৃথিবীর আনাচে কানাচে সর্বত্র ভ্রমন করেন এটা তাঁর বাতেনী বা হাকিকী অবস্থা। যা মহান আল্লাহ পাকের এক বিশেষ দান। বিষয়টি বুঝার জন্য নিচের হাদিস শরীফটি লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ **بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ: ثُلُثَا اللَّيْلِ يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَقَالَ: لَا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي أَحَدًا غَيْرِي مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي أَغْفِرُ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي أَسْتَجِيبُ لَهُ؟ مِنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي أُعْطِهِ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ**

-"হযরত রিফায়াতাল জুহানী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: নিশ্চয় রব তাবারুকু তা'য়ালা প্রতি রাতের শেষ ভাগে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে তাজাল্লি বর্ষণ করেন। অতঃপর বলতে থাকেন, আমার বান্দাদের মাঝে কে আছ আমার কাছে ক্ষমা চাও আমি তাকে ক্ষমা করে দিব, কে আছ আমার কাছে দোয়াকারী আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছ আমার কাছে প্রার্থনাকারী আমি তাকে ইহা দিব। এমনকি ফজর পর্যন্ত ডাকতে থাকেন।"[৩২৩]

এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায়, প্রতি রাতের শেষ ভাগে মহান আল্লাহ পাক পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নেমে আসেন। এখন আমার প্রশ্ন হলো, আল্লাহ'তো **مُحِيطٌ** (মুহীত) সব কিছুকে বেষ্টনকারী, তিঁনি সৃষ্টি জগতের স্থান, কাল, পাত্রের অমুখাপেক্ষী। যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেন: **إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ** - "নিশ্চয় তিনি সব কিছুর বেষ্টনকারী।" অপর আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, **وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ**- "আল্লাহর কুরসী আসমান ও যমিন ব্যাপি সব জায়গায় (আয়াতুল কুরসির অংশ)।" বাহ্যিক অর্থে বুঝা যাচ্ছে তিনি সর্বত্র বিরাজমান।[৩২৪] তাহলে বাহ্যিক অবস্থা বিচারে আরশ থেকে প্রথম আসমানে নেমে আসেন কেন? মূলত এটা হল মাযাযী অর্থে নেমে আসেন। মূলত আল্লাহ নিজেই নেমে আসেন তা নয় বরং আল্লাহর রহমতের দরজার পৃথিবীর নিকটতম দ্বার প্রান্তে খুলে দেওয়া হয়। এখানে হাকিকী অর্থে বলা হয়নি বরং মাযাযী অর্থে বলা হয়েছে। রাসূলে পাক (ﷺ) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতে গেছেন এটা প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর জাহিরী অবস্থা। আর তিনি যেখানে খুশি সেখানে হাযির-নাযির

---

৩২৩. সুনানু আবী দাউদ ত্বয়ালিছী, হাদিস নং ১৩৮৮; ছহীহ্ বুখারী শরীফ, হাদিস নং ১১৪৫ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে; ছহীহ্ মুসলীম শরীফ, হাদিস নং ৭৫৮ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে; কানজুল উম্মাল, ২য় খণ্ড, ৪৬ পৃ: তিরমিজি শরিফ, ১ম জি: ১০২ পৃ:; শিফা শরিফ, ১ম জি: ২৪৩ পৃ:; এহইয়াই উলুমুদ্দিন, ১ম খণ্ড, ৩৯৯ পৃ:;

৩২৪. মূলত আল্লাহ পাক কোথাও হাযির হওয়া লাগেনা বরং সমগ্র সৃষ্টি জগত আল্লাহ পাকের কাছে হাযির। তিনি কোন স্থান, কাল ও পাত্রের মুখাপেক্ষী নন।

সেটা তিনার বাতেনী অবস্থা। যেমন গোটা দুনিয়াটা হযরত আজরাইল (আঃ) এর কাছে থালার পিটের মত। যেখান থেকে খুশি রুহ কবজ করেন, এটা যেমন সম্ভব ও সত্য। তেমনিভাবে হযরত আজরাইল (আঃ) সকল মানুষের কাছে আসেন ও রুহ কবজ করেন এটাও সত্য ও সম্ভব। দুটাই তার বেলায় সত্য ও সম্ভব। তেমনিভাবে বরং আরো উত্তমভাবে রাসূলে আকরাম (ﷺ) মক্কা ও মদিনায় অবস্থান যেমন সত্য, তেমনিভাবে গোটা দুনিয়ার সর্বত্র তিনি হাযির নাযির হন এটাও সত্য ও সম্ভব।

নবী পাক (ﷺ) যদি সব জায়গায় হাযির-নাযির হন তাহলে ফিরিশতারা মদিনায় দরূদ পৌঁছানো লাগে কেন?

আহলে সুন্নাতের জবাবঃ

রাসূলে পাক (ﷺ) এর কাছে আমল সমূহ পৌঁছানোর বিষয়টি মূলত রাসূলে পাক (ﷺ) এর মহান মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত। যেমনটা আল্লাহ পাক সবকিছু জানেন ও দেখনে, তা স্বত্ত্বেও আল্লাহর পাকের কাছে আমল সমূহ পেশ করা হয়। যেমন হাদিস শরীফে আছে, ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রঃ) বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ، ثنا جَعْفَرٌ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، **عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، وَكَانَ يَقُولُ: وُلِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَبُعِثَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَتُرْفَعُ أَعْمَالُ بَنِي آدَمَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ**

-"হযরত মেকহুল (রঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলে পাক (ﷺ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখতেন। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, সোমবারে প্রেরিত হয়েছেন, সোমবারে ইন্তিকাল করেছেন এবং প্রত্যেক সোমবার ও বৃহস্পতিবারে আদম সন্তানের আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে তুলে নেয়া হয়।"[৩২৫]

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে আল্লাহর দরবারে আমলসমূহ পেশ হয়।"[৩২৬] সনদ হাসান-ছহীহ্।

---

৩২৫. ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খণ্ড, ১৮০ পৃ:;

৩২৬. তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৭৪৭; মিশকাত শরীফ, হাদিস নং ২০৫৬;

এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، نَا رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ أَبُو غَسَّانَ، نَا الْمِنْهَالُ بْنُ بَحْرٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، **عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ،**

-"হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে আল্লাহর দরবারে আমলসমূহ পেশ হয়।"[৩২৭] এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন: প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে আল্লাহর দরবারে আমলসমূহ পেশ হয়।"[৩২৮]

লক্ষ্য করুন, প্রতি বৃহস্পতিবার ও সোমবার আল্লাহর দরবারে বান্দার আমল পোঁছানো হয়। এখন আমার প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তো বান্দার সবই জানেন ও দেখেন এবং সবই তাঁর ইলমের মধ্যে রয়েছে; তাহলে তাঁর কাছে আবার বান্দার আমল পোঁছানো লাগে কেন? এখন আপনি যা জবাব দিবেন তাই আমার জবাব। জেনে রাখা আবশ্যক যে, উম্মতের দরুদ শরীফ শুধু মদিনায় পোঁছে তা নয় বরং দুরুদের আওয়াজসহ মদিনার রওজা শরীফে পোঁছে যায়। যেমন হাদিস শরীফে আছে: হাফিজ ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র হাফিজ ইবনে কাইয়্যুম এর রচিত কিতাবে উল্লেখ আছে,

قَالَ الطَّبَرَانِيّ حَدثنَا يحيى بن أَيُّوب العلاف حَدثنَا سعيد بن أبي مَرْيَم حَدثنَا يحيى بن أَيُّوب عَن خَالِد بن يزِيد عَن سعيد بن أبي هِلَال **عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَكْثرُوا الصَّلَاة عَليّ يَوْم الْجُمُعَة فَإِنَّهُ يَوْم مشهود تشهده الْمَلَائِكَة لَيْسَ من عبد يُصَلِّي عَليّ إِلَّا بلغني صَوته حَيْثُ كَانَ قُلْنَا وَبعد وفاتك قَالَ وَبعد وفاتي إِن الله حرم على الأَرْض أَن تَأْكُل أجساد الْأَنْبِيَاء**

-"হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন, তোমরা জুম'আর দিন আমার উপর বেশী বেশী সালাত পাঠ কর কেননা তা আমার কাছে ফিরিশতারা পেশ করে। যে কোন স্থানে আমার উপর দরূদ-সালাম পাঠ করলে তার আওয়াজ আমার কাছে পোঁছে। সাহাবীরা বললেন, ওফাতের পরেও কি?

---

৩২৭. ইমাম তাবারানী: মুজামুল আওছাত, হাদিস নং ৭৪১৯;

৩২৮. মুসনাদু আবী দাউদ ত্বায়ালিছী, হাদিস নং ২৫২৫;

দয়াল নবীজি (ﷺ) বললেন, হ্যাঁ ওফাতের পরেও। নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা নবীদের দেহ ভক্ষণ করা যমিনের জন্য হারাম করেছেন।"[৩২৯]

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, সকলের দরুদের আওয়াজ রাসূলে পাক (ﷺ) এর কাছে পৌঁছে। এ ব্যাপারে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

قيل لرسول الله ﷺ اريت صلوة المصلين عليك ممن غاب عنك ومن ياتى بعدك ما حالهما عندك فقال اسمع صلوة اهل محبتى واعرفهم

-"সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা আপনার ইন্তিকালের পরে ও দূর দেশে আসবে, তাঁদের অবস্থা কেমন হবে? প্রিয় নবীজি ﷺ বললেন, যারা আমাকে মুহাব্বত করে সালাম দিবে আমি ইহা নিজ কাঁন মোবারক দ্বারা শুনি এবং আমি তাদেরকে চিনি।"[৩৩০]

এ ব্যাপারে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

وقال النبي ﷺ أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن سائر الأيام تبلغني الملائكة صلاتكم إلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإني أسمع صلاة من يصلى علي بإذني

-"আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেছেন: তোমরা জুম'আর দিন ও রাতে আমার উপর বেশী বেশী সালাত পাঠ করো, কেননা সকল দিনেই আমার কাছে ফিরিশতারা ইহা পৌঁছে দেয় তবে শুক্রবার ব্যতিত। নিশ্চয় যারা অনুমতিতে আমার উপর সালাত পাঠ করে আমি ইহা নিজ কানে শুনি।"[৩৩১]

সুতরাং সকল দরূদ নবীজির কাছে পৌঁছানো লাগে না, বরং আল্লাহর নবী (ﷺ) মুহাব্বতের দরূদ নিজের কানেই শুনেন। সর্বোপরি পৃথিবীর কোথায় কি হয় আল্লাহর নবী (ﷺ) সব কিছুই দেখতেও পান এবং আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাসূলে পাক (ﷺ) যেখানে খুশি ওখানে হাযির হতে পারেন। সর্বোপরি রাসূলে আকরাম (ﷺ) এর কাছে দরুদ পৌঁছানো হলেও এটি রাসূলে পাক (ﷺ) এর হাযির নাযির অস্বীকার করবে না।

আল্লাহ হাযির-নাযির আবার নবীজি (ﷺ) হাযির নাযির তাহলে শিরক হবে না?

<u>আহলে সুন্নাতের জবাবঃ</u>

---

৩২৯. ইবনে কাইয়ূমঃ জালাউল আফহাম, ৭৩ পৃঃ হাদিস নং ১০৮; আজিমাবাদীঃ আওনুল মা'বুদ শরহে আবু দাউদ, ৩য় খণ্ড, ২৬১ পৃঃ; কাজী শাওকানীঃ নাইলুল আওতার, ৩য় খণ্ড, ২৯৫ পৃঃ;

৩৩০. দালায়েলুল খায়রাত;

৩৩১. নজহাতুল মাজালিছ ওয়া মুন্তাখাবুন নাফাইছ, ২য় খণ্ড, ৮৬ পৃঃ;

আকায়েদের কিতাব সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে তাদের অবশ্যই জানা আছে যে, আল্লাহকে কোথাও হাযির বলা যায় না, বরং গোটা সৃষ্টি জগত আল্লাহর কাছেই হাযির। **حاضر** (হাযিরুন) ইসমে ফায়েল। নির্দিষ্ট স্থানে একজন উপস্থিত ব্যক্তিকে **حاضر** (হাযিরুন) বলে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা নির্দিষ্ট স্থানে হাযির বলা যাবেনা। কারণ হাযির হওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট স্থান, কাল ও পাত্র থাকা শর্ত। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দৃষ্টিতে সকলেই একমত যে, মহান আল্লাহ পাক এগুলো থেকে পুত-পবিত্র। আল্লাহর কোন মেছালী দেহ, চোখ, কান ইত্যাদি নেই। তিনি নির্দিষ্ট কোন স্থানে নয়, নির্দিষ্ট কোন কালের ভিতরে নয়, নির্দিষ্ট কোন পাত্রে অবস্থানকৃত নয়। তিনি সকল চিন্তাধারার বাহিরে বেমেছাল, বেনজীর ও বেনেওয়াজ। এক কথায় যা সকল চিন্তার উর্ধ্বে তিনিই মহান আল্লাহ। **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ**-"আল্লাহর সাথে কোন কিছুর মেছাল উপমা নেই।" (সূরা শুরা: ১১)। এজন্যেই হাদিস শরীফে উল্লেখ:

حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو الْجَوْزَاءِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ الْقَيْسِيُّ، ثنا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، **عَنْ عَبْدِ اللهِ ابنِ سَلامٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ، وَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ اللهِ فَقَالَ: فِيمَ تُفَكِّرُونَ؟ قَالُوا: نَتَفَكَّرُ فِي خَلْقِ اللهِ: قَالَ: لَا تُفَكِّرُوا فِي اللهِ، وَلَكِنْ تَفَكَّرُوا فِيمَا خَلَقَ اللهُ.**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সাহাবীদের মাঝে বের হলেন। তখন তারা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন, কি নিয়ে গবেষণা করছো? তারা বললো, আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে। তখন প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, তোমরা আল্লাহর জাত নিয়ে গবেষণা করো না, বরং আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করো।"[৩৩২] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَسَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ السُّغْدِيُّ، بِعُجْمَةِ غَيْنٍ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُوسَى أَبُو رَوْحٍ، أَنَا سَيْفُ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، **عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللهِ، وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللهِ فَتَهْلِكُوا**

-"হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করিম (ﷺ) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করো কিন্তু আল্লাহকে নিয়ে গবেষণা করো না, এতে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।"[৩৩৩]

---

৩৩২. তাফসিরে ইবনে আবী হাতেম, হাদিস নং ৪৬৫৯; তাফসিরে দুররুল মানসুর, ২য় খণ্ড, ৪০৮ পৃ:; তাফসিরে রুহুল মায়ানী;

৩৩৩. আবু শাইখ ইছপাহানী: আল আজমাত, হাদিস নং ৪;

পবিত্র কোরআনের ভাষায়: **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ**-"আল্লাহর সাথে মেছাল বা উদাহরণ দেওয়ার কিছু নেই।" আর রাসূল (ﷺ) এর নির্দিষ্ট দেহ মোবারক আছে, জাহেরীভাবে তিনি নির্দিষ্ট স্থান, কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ ছিলেন, তাই নবী পাক (ﷺ) এর মাঝে হাযির হওয়ার শর্ত বিদ্যমান। সুতরাং আল্লাহর নবী (ﷺ) অদৃশ্য নূরানী দেহ মোবারক নিয়ে সব জায়গায় হাযির-নাযির থাকতে পারেন। নূরের ফেরেস্তারাও নূরানী দেহ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় হাযির হন বা আছেন। সবচেয়ে বড় কথা হল, **আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের কাছে হাযির নয় বরং আমরা সকলেই আল্লাহর কাছে হাযির।** গোটা সৃষ্টি জগতটা আল্লাহর কাছেই হাযির। এ জন্যেই মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, **إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ**

-"নিশ্চয় আসমান ও জমীনের কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নয়।" (সূরা আলে ইমরান, ৫ নং আয়াত)

[বি: দ্র: আল্লাহ তা'য়ালাকে হাকিকী অর্থে হাযির বলা যাবে না, বরং মাযাযী বা রুপক অর্থে হাযির বলতে হবে।]

আর আল্লাহর নবী (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত্ব ক্ষমতাবলে সব কিছুই দেখেন। সৃষ্টি জগতে যা কিছু বিদ্যমান তা সব কিছুই আল্লাহর দান। আল্লাহ তা'য়ালা যেমন মাওলানা, নবী পাক (ﷺ)ও মাওলানা। কিন্তু উভয় এক সমান নয়। আল্লাহ তা'য়ালা 'রাহিম' আবার কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে প্রিয় নবীজি (ﷺ) **رَؤُفٌ رَحِيمٌ** (রাউফুর রাহিম)। তাহলে কি আল্লাহ ও রাসূল (ﷺ) এক সমান? না, বরং উভয় রাহিম তবে আল্লাহ তা'য়ালা বেমেছাল, আর প্রিয় নবীজি (ﷺ) আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায় ও তাঁর ইচ্ছায় রাহিম। আল্লাহ তা'য়ালার নাম 'ওলী' আবার নবী পাক (ﷺ) 'ওলী' যেমন কোরআন পাকে আছে,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا- "নিশ্চয় তোমাদের ওলী হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) এবং যারা মু'মিন তারাও।" (সূরা মায়েদা, আয়াত নং ৫৫)

তাহলে বলুন! উভয় ওলী কি এক সমান? না, বরং আল্লাহ তা'য়ালা নিজে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে সকলের ওলী, আর নবী করিম (ﷺ) খোদা প্রদত্ত্ব মর্যাদায় ও তাঁর ইচ্ছায় সকলের ওলী। বলুন! আল্লাহ তা'য়ালাও মুমিন আবার আমরাও মুমিন, তাহলে কি আল্লাহ ও আমরা এক সমান? (নাউজুবিল্লাহ)

"আপনি সেখানে ছিলেন না যখন কলম ছুরে ফেলে" এই কথার ব্যাখ্যা কি?

পবিত্র কোরআনে আছে; **وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ**

-"আপনি সেখানে ছিলেন না যখন তারা পানিতে কলম ফেলেছিল।" এরূপ আরো আয়াত রয়েছে যেগুলো দ্বারা বুঝা যায়, নবী করিম (ﷺ) সব জায়গায় হাযির নয়।

আহলে সুন্নাতের জবাবঃ

এই আয়াতে নবীজির জেসমানী তথা স্বশরীরে উপস্থিত হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু নবীজি (ﷺ) ঐ ঘটনা দেখেনটি এরুপ বলা হয়নি। যেমন তাফসিরে সাভীতে **وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ** এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে-

وهذا بالنظر الى العالم الجسمنى لاقامة الحجة على الخصم واما بالنظر الى العالم الروحانى فهو حاضر رسالة كل رسول وما وقع من لدن ادم الى ظهر بجسمه الشريف

-"এখানে যে বলা হয়েছে যে, আপনি হযরত মূসা (আঃ) এর ঘটনাস্থলে ছিলেন না, তা জেসমানী বা শারীরিক দৃষ্টিকোন থেকে বলা হয়েছে। রুহানীভাবে হুজুর (ﷺ) প্রত্যেক রাসূলের রিসালাত ও আদম (আঃ) এর আদি সৃষ্টি থেকে শুরু করে তাঁর স্বশরীরে আবির্ভূত হওয়ার সময় পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সমস্ত ব্যাপারে মওজুদ বা হাযির ছিলেন।"[৩৩৪]

সুতরাং আল্লাহর নবী (ﷺ) যদিও সেখানে জেসমানীভাবে উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু সেখানে রুহানী ভাবে হাযির ছিলেন। যেমন পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলা আছে: **أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ**-"আপনি কি দেখেননি? আমি আদ জাতির সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলাম।" অন্য আয়াতে বলা আছে: **أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ**-"আপনি কি দেখেননি? আমি হস্তী বাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি।" (সূরা ফিল: ১ নং আয়াত)

এই **أَلَمْ تَرَ** (আলাম তারা) সম্পর্কে বিশ্বখ্যাত মুফাস্‌সির ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির আত-তাবারী (রহঃ)বলেছেন,

يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ تَنْظُرْ يَا مُحَمَّدُ بِعَيْنِ قَلْبِكَ، فَتَرَى بِهَا

-"আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-কে স্মরণ করাচ্ছেন যে, হে নবী মুহাম্মদ! আপনি কি আপনার ক্বাল্বের চোখ দ্বারা এসব দেখেননি? অর্থাৎ তিনি অন্তরের চোখ দ্বারা এগুলো দেখেছেন।"[৩৩৫]

এই আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রিয় নবীজি (ﷺ) আদ জাতি ও হস্তী বাহিনী ধ্বংসের সেই করুণ দৃশ্য দেখেছেন। অথচ আদ জাতি ও হস্তী বাহিনীর সেই ধ্বংসের সময় প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর দুনিয়ার জন্মই হয়নি। পবিত্র কোরআনেই প্রমাণ করে

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً-"রাসূল (ﷺ) তোমাদের উপর সাক্ষী। (সূরা বাকারা: ১৪৩) আর সাক্ষী কি না দেখে দেওয়া যায়?

---

৩৩৪. তাফসিরে ছাবী আলা তাফসিরে জালালাইন, ৩য় খণ্ড;

৩৩৫. তাফসিরে তাবারী, ২৪তম খণ্ড, ৬২৭ পৃ:;

তাই কুরআনের সব গুলো আয়াতের মাঝে সমযোতা করলে বুঝা যায়, আল্লাহর নবী (ﷺ) সবকিছু সব সময়ই দেখেন এবং জেসমানী ভাবে যেখানে খুশি সেখানে হাযির বা উপস্থিত হতে পারে। যেমন মেরাজের রাতে বাইতুল মোকাদ্দেছে সকল নবীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, নবীগণ পৃথিবীর যেখানে খুশি সেখানে জেসমানী ভাবেও যেতে পারে। জেসমানী ভাবে যাওয়ার অন্যতম কারণ হল সকল নবী (আঃ) স্বশরীরে জিবীত।

রাসূল (ﷺ) কিভাবে রওজা থেকে বের হয়ে হাযির নাযির হন? আহলে সুন্নাতের জবাবঃ

প্রিয় নবীজি (ﷺ) রওজা মুবারকে স্বশরীরে জিন্দা ও রিজিকপ্রাপ্ত। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের চূড়ান্ত আকিদা। তবে নবীগণ (আঃ) আল্লাহ প্রদত্ত্ব ক্ষমতাবলে স্ব স্ব মাজার থেকে যেখানে খুশি সেখানে হাযির নাযির হইতে পারেন। তার অন্যতম প্রমাণ হল, মি'রাজ রজনীতে সকল নবীগণ (আঃ) স্ব স্ব মাজার থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে হাযির হয়েছেন ও সালাত আদায় করেছেন। যেমন প্রিয় নবীজি (ﷺ) এরশাদ করেন,

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:...وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِذَا مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي،.. وَإِذَا عِيسَى قَائِمٌ يُصَلِّي أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكَمْ يَعْنِي نَفْسَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন:... আমি একদল নবী (আঃ)গণকে দেখেছি, আর হযরত মূসা (আঃ) কে দাঁড়িয়ে সালাত পাঠ করতে দেখেছি। আর যখন হযরত ঈসা (আঃ) কে দেখলাম তিনি দাঁড়িয়ে সালাত পাঠ করছেন। তিনি দেখতে অনেকটা 'উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী রা:' এর মত। আর হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে দাঁড়িয়ে সালাত পাঠ করতে দেখেছি। তিনি দেখতে তোমাদের সাথীর মত অর্থাৎ নবী করিম (ﷺ) নিজের মতই।"[৩৩৬]

---

৩৩৬. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ২৭৮; নাসাঈঃ সুনানে কুবরা, হাদিস নং ১১৪১৬; তাহাবীঃ শরহে মুশকিলুল আছার, হাদিস নং ৫০১১; মুস্তাখরাজে আবু আওয়ানাহ, হাদিস নং ৩৫০; ইমাম নববীঃ আল-মিনহাজ শরহে মুসলীম, ২য় খণ্ড, ২৩৮ পৃ:; ইবনে হাজার, আসকালানীঃ ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৮৭ পৃ:; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ৫৮৬৬;

সমস্ত নবী-রাসূলগণ মি'রাজ রাতে বাইতুল মুকাদ্দাসে হাযির হয়েছেন এবং আমাদের নবীর পিছনে সালাত আদায় করেছেন। পরবর্তীতে রাসূল (ﷺ) বোরাকের মাধ্যমে আসমানের দিকে রওয়ানা হয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, আল্লাহর হাবীব (ﷺ) আসমান সমূহে গিয়ে দেখেন সেখানেও নবীগণ যার যার স্থানে বোরাক ছাড়াই চলে হয়ে গেছেন এবং আমাদের নবীকে স্বাগতম জানালেন। সুতরাং আল্লাহর নবীগণ একই সাথে রওজা পাকে, আসমানে ও যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারেন। আর ইহা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছায়। এজন্যেই হাফিজুল হাদিস, আল্লামা ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দিন সুয়ূতি (রহঃ)বলেন,

فَحَصَلَ مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ النُّقُولِ وَالْأَحَادِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ، وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ وَيَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ

-"বহু হাদিস ও নকলী দালায়েল একত্রিত করে এই স্বীদ্ধান্ত হল, নিশ্চয় আল্লাহর নবী (ﷺ) দেহ ও রুহ সহকারে জিবীত এবং তাঁর তাছাররুফ করার ক্ষমতা আছে এমনকি তিনি যমিনের আনাচে-কানাচে যেখানে খুশি সেখানে ভ্রমণ করতে পারেন।"[৩৩৭]

তাই নবীউল আম্বিয়া হযরত রাসূলে করিম (ﷺ) রওজা পাক থেকে সমগ্র দুনিয়াকে হাঁতের তালু মুবারকের মতই দেখেন ও সেখান থেকে যেখানে খুশি সেখানে হাযির-নাযির হতে পারেন। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের চূড়ান্ত আকিদা।

ঃ প্রমাণপুঞ্জী ঃ

১. আল কুরআনুল হাকীম।

হাদিসের কিতাব সমূহ

২. বুখারী ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (১৯৪হি-২৫৬হি.) : আস্-সহীহ, দারু তওকুন নাজাত, বয়রুত লেবানন।

৩. বুখারী ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী : আত্-তারিখুল কাবীর, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ।

৪. বুখারী ঃ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী : আদাবুল মুফরাদাত : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

৩৩৭. ইমাম সুয়ূতিঃ আল হাবী লিল ফাতওয়া, ২য় খণ্ড, ১৮০ পৃ:; আল্লামা মাহমুদ আলুছীঃ তাফসিরে রুহুল মায়ানী, ২১তম খণ্ড, ২৮৬ পৃ:;

৫. আহমদ ঃ আহমদ ইবনে হাম্বল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ ইং) : আল ইলাল ওয়া মা'আরিফাতুর রিযাল, বয়রুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ ইং;
৬. বায্‌যার : আবু বকর আহমদ ইবনে ওমর ইবনে আবদুল খালেক বসরী (২১০-২৯২ হি. / ৮২৫-৯০৫ ইং) : আল মুসনাদ, বয়রুত, লেবানন, মুআস্‌সাসাতু উলূমিল কুরআন, প্রকাশ. ১৪০৯ হিজরী;
৭. বাগভী : আবু মুহাম্মদ হোসাইন ইবনে মাসউদ ইবনে মুহাম্মদ (৪৩৬-৫১৬ হি. / ১০৪৪-১১২২ ইং) : শরহে সুন্নাহ , বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ, প্রকাশ. ১৪০৭ হি / ১৯৮৭ ইং।
৮. বায়হাকী : আবু বকর আহমদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : দালায়িলুন নবুয়ত, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ ইং।
৯. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : আস-সুনানুল কুবরা, মক্কা, সৌদি আরব, মাকতাবা দারুল বায, ১৪১৪ হি. / ১৯৯৪ ইং।
১০. বায়হাকী : আবু বকর আহমাদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মূসা (৩৮৪-৪৫৮ হি. / ৯৯৪-১০৬৬ ইং) : শু'আবুল ঈমান, বয়রুত লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১০ হি. / ১৯৯০ ইং।
১১. তিরমিযী : আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাহ ইবনে মূসা (২১০-২৭৯ হি. ৮২৫-৮৯২ ইং) : আল-জামেউস সহীহ, বয়রুত, লেবানন, দারুল গুরাবিল ইসলামী, ১৯৯৮ ইং।
১২. ইবনে জা'আদ : আবুল হাসান আলী ইবনে জা'আদ ইবনে 'উবাইদী জাওহারী, বাগদাদী (১৩৩-২৩০ হি. / ৭৫০-৮৪৫ ইং) : আল-মুসনাদ, বয়রুত, লেবানন, আল মুয়াস্‌সাসায়ে নাদের, ১৪১০ হি. / ১৯৯০ ইং।
১৩. হাকিম : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩২১-৪০৫ হি. ৯৩৩-১০১৪ ইং) : আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি. ১৯৯০ ইং।
১৪. ইবনে হিব্বান : আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি. ৮৮৪-৯৬৫ ইং) : আস্‌-সিকাত, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিক্‌র, ১৩৯৫ হি. / ১৯৭৫ ইং।

১৫. হাকিম তিরমিযী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে বশীর, নাওয়াদিরুল উসূল ফি আহাদিসির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : বয়রুত, লেবানন, দারুল জীল, প্রকাশ. ১৯৯২ ইং।
১৬. হুমাইদী : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (২১৯ হি. / ৮৩৪ ইং), আল-মুসনাদ : দারুল হিজর, কায়রো, মিশর, প্রথম প্রকাশ. ১৪১৯ হি.।
১৭. ইবনে খুযায়মা : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (২২৩-৩১১ হি. / ৮৩৮-৯২৪ ইং) আস-সহীহ, বয়রুত, লেবানন, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৩৯০ হি./১৯৭০ ইং।
১৮. খতীবে বাগদাদী : আবু বকর আহমাদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী ইবনে সাবেত (৩৯২-৪৬০ হি. / ১০০২-১০৭১ ইং) : তারিখে বাগদাদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।
১৯. খাওয়ারযামী : আবদুল মু'আয়্যিদ মুহাম্মদ ইবনে মাহমুদ (৫৯৩-৬৬৫ হি.) : জা'মিউল মাসানিদ লি ইমাম আবী হানিফা, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।
২০. দারাকুতনী : আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর ইবনে আহমদ ইবনে মাহাদী মাসউদ ইবনে নু'মান (৩০৬-৩৮৫ হি. / ৯১৮-৯৯৫ ইং) : মুয়াস্‌সাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ. ১৪২৪ হি.
২১. দারেমী : আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান (১৮১-২৫৫ হি. / ৭৯৭-৮৬৯ ইং) : আস-সুনান, বয়রুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবী, প্রকাশ. ১৪০৭ হি.।
২২. আবু দাউদ : সুলাইমান ইবনে আসআছ সাজিসতানী (২০২-২৭৫ হি. / ৮১৭-৮৮৯ ইং) : আস-সুনান, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৪১৪ হি. / ১৯৯৪ ইং।
২৩. দায়লামী : আবু সূজা শেরওয়াই ইবনে শহরদার ইবনে শেরওয়াই হামদানী (৪৪৫-৫০৯ হি. / ১০৫৩-১১১৫ ইং) : আল ফিরদাউস বি মা'সুরিল খিতাব, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৮৬ ইং।
২৪. রুইয়ানী : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে হারুন (৩০৭ হি.) : আল-মুসনাদ, কায়রো, মিশর, মুয়াসসিসাতু কুরতুবী, ১৪১৬ হি.।
২৫. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (১৬৮-২৩০ / হি. ৭৮৪-৮৪৫ ইং) : আত্ব ত্ববকাতুল কুবরা, বয়রুত, লেবানন, দারে ছদীর।
২৬. সা'ঈদ বিন মানসূর : আবু ওসমান খোরাসানী (২২৭ হি.) : আস্‌-সুনান, ভারত, দারুস্‌ সালাফিয়া, ১৪০৩ হি.।
২৭. ইবনে আবী শায়বা : আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে উসমান কুফী (১৫৯-২৩৫ হি. / ৭৭৬-৮৪৯ ইং) : আল মুসান্নাফ, রিয়াদ, সৌদি আরব, মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪০৯ হি.।

২৮. তাবরানী : আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০-৩৬০ হি. / ৮৭৩-৯৭১ ইং) : মুসনাদুশ শামিয়্যিন, বয়রুত, লেবানন, মুয়াসসিসাতুর রিসালাহ, ১৪০৫ হি. / ১৯৮৫ ইং।
২৯. তাবরানী : আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০-৩৬০ হি./ ৮৭৩-৯৭১ ইং) : আল-মু'জামুল আওসাত, দারুল হারামাইন, কায়রু, মিশর।
৩০. তাবরানী : আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০-৩৬০ হি. / ৮৭৩-৯৭১ ইং) : আল-মু'জামুস সগীর, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিক্র, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ ইং।
৩১. তাবরানী : আবুল কাসেম সুলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব (২৬০-৩৬০ হি. / ৮৭৩-৯৭১ ইং) : আল-মু'জামুল কাবীর, মুসিল, ইরাক, মাতবাআতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ১৪০৪ হি. / ১৯৮৪ ইং।
৩২. তাবারী : আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে যারীর ইবনে ইয়াযীদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ ইং) : তারিখুল উমুমি ওয়াল মুলুক, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪০৭ হি.।
৩৩. তাবারী : আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে যারীর ইবনে ইয়াযীদ (২২৪-৩১০ হি./৮৩৯-৯২৩ ইং) : জা'মিউল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।
৩৪. তাহাবী : আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে সালমা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালমা (২২৯-৩২১ হি. / ৮৫৩-৯৩৩ ইং) শরহু মা'আনিল আসার, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, প্রকাশ. ১৩৯৯ ইং।
৩৫. তাহাবী : আবু জাফর আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে সালমা ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সালমা (২২৯-৩২১ হি. ৮৫৩-৯৩৩ ইং), মাশ্‌কালুল আসার, হায়দারাবাদ, ভারত, মাতবুআয়ে মজলিসে দায়েরা আল মা'আরিফ আন-নিযামিয়া, ১৩৩৩ হি. / বয়রুত, লেবানন, দারুস সাদর।
৩৬. তায়ালসী : আবু দাউদ সুলায়মান ইবনে দাউদ জারুদ (১৩৩-২০৪ হি / ৭৫১-৮১৯ ইং), আল মুসনাদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ।
৩৭. ইবনে আবী আসেম : আবু বকর আহমদ ইবনে 'আমর দাহ্‌হাক ইবনে মুখাল্লাদ শায়বানী (২০৬-২৮৭ হি. / ৮২২-৯০০ ইং) : আল আহাদ ওয়াল মাছানী, রিয়াদ, সৌদি আরব, দারুল রিয়াইয়িয়া, ১৪১১ হি. / ১৯৯১ ইং।

৩৮. ইবনে আবী আসেম : আবু বকর আহমদ ইবনে ‘আমর দাহ্হাক ইবনে মুখাল্লাদ শায়বানী (২০৬-২৮৭ হি. / ৮২২-৯০০ ইং) : আস্ সুন্নাহ, রিয়াদ, সৌদি আরব, আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, ১৪০০ হি.।
৩৯. ইবনে আবদুল বার্ : আবু ওমর ইউসূফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি. / ৯৭৯-১০৭১ ইং) : আল ইসতিয়াবু ফী মা’আরিফাতিল আসহাব, বয়রুত, লেবানন, দারুল জীল।
৪০. ইবনে আবদুল বার্ : আবু ওমর ইউসূফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি. / ৯৭৯-১০৭১ ইং) : আত-তামহীদ, মাগরীব (মারক্কো) ওয়াজরাতু উমুল আওকাফ, ১৩৮৭ হি.;
৪১. ইবনে আবদুল বার্ : আবু ওমর ইউসূফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (৩৬৮-৪৬৩ হি. / ৯৭৯-১০৭১ ইং) : জামি’উল বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাদ্বলি, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৩৯৮ হি. / ১৯৭৮ ইং।
৪২. আবদু ইবনে হুমাইদ : আবু মুহাম্মদ ইবনে নসর আল-কাসী (২৪৯ হি. / ৮৬৩ ইং) : আল মুসনাদ, কায়রো, মিশর, মাকতুবাতুস সন্নাহ, ১৪০৮ হি. / ১৯৮৮ ইং।
৪৩. ‘আবদুর রায্যাক : আবু বকর ইবনে হুম্মাম ইবনে নাফে’ সুনআনী (১২৬-২১১ হি. / ৭৪৪-৮২৬ ইং) : আল-মুসান্নাফ, বয়রুত, লেবানন, আল মাকতুবাতুল ইসলামী, ১৪০৩ হি.।
৪৪. আবদুল্লাহ বিন মুবারক : আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াদ্বেহ আল মারওয়াযী (১১৮-১৮১ হি./৭৩৬-৭৯৮ ইং) কিতাবুয যুহদ, বয়রুত,লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।
৪৫. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : আল-ইসাবাতু ফী তামীযিস সাহাবা, বয়রুত, লেবানন, দারুল জীল, ১৪১২ হি./১৯৯২ ইং।
৪৬. ইবনে কানে’ঈ : আবুল হোসাইন আব্দুল বাকী (২৬৫-৩৫১ হি.) : মু’জামুস সাহাবা, মদীনা, সৌদি আরব, মাকাতাবায়ে গুরবা আল-আসারিয়া, ১৪১৮ হি.।
৪৭. কাদ্বায়ী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ ইবনে জা’ফর (৪৫৪ হি.) : মুসনাদুশ শিহাব, বয়রুত, লেবানন, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৭ হি.।
৪৮. ইবনে মাযাহ : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ কাযভীনি (২০৯-২৭৩ হি. / ৮২৪-৮৮৭ ইং) : আস্ সুনান, বয়রুত, লেবানন, দারুল ইহ্ইয়াইল কুতুব আরাবিয়্যাহ।

৪৯. মালেক : ইবনে আনাস ইবনে মালেক ইবনে আবী 'আমর ইবনে হারেছ আসবাহী (৯৩-১৭৯ হি. / ৭১২-৭৯৫ ইং) : আল মুআত্তা, বয়রুত, লেবানন, দারুল ইহইয়াউত আত তুরাসূল আরবিয়্যাহ, ১৪০৬ হি. / ১৯৮৫ খ্রিঃ।
৫০. মুহাম্মদ শায়বানী : আবু আবদুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে ফিরকাদ কুফী (১৩২-১৮৯ হি.) : কিতাবুল আসার, করাচী, পাকিস্তান, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়া, ১৪০৭ হি.;
৫১. মুসলিম : মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরি (২০৬-২৬১ হি. / ৭২১-৮৭৫ ইং) : আস-সহীহ, বয়রুত, লেবানন, দারুল ইহয়ায়ি আত-তুরাসিল আরাবি।
৫২. মুনযিরী : আবু মুহাম্মদ আবদুল আযীম ইবনে আবদুল কাভী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালামাহ ইবনে সা'দ (৫৮১-৬৫২ হি. / ১১৮৫-১২৫৮ ইং) তারগীব ওয়াত তারহীব মিনাল হাদীসিশ শরীফ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪০৭ হি.।
৫৩. নাসায়ী : আহমদ ইবনে মাআ'ঈব (২১৫-৩০৩ হি. / ৮৩০-৯১৫ ইং) : আস-সুনান, হালব, শাম, মাকতুবুল মাতবু'আত, ১৪০৬ হি. / ১৯৮৬ ইং।
৫৪. আবূ নুয়াইম : আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান ইসবাহানী (৩৩৬-৪৩০ হি. / ৯৪৮-১০৩৮ ইং) : হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবকাতুল আসফিয়া, বয়রুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০০ হি. / ১৯৮০ ইং;
৫৫. হিন্দি : হুসামুদ্দীন, আলা উদ্দিন আলী মুত্তাকী (৯৭৫ হি.) : কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়ালি ওয়াল আফ'আল, বয়রুত, লেবানন, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, ১৩৯৯ হি. / ১৯৭৯ ইং।
৫৬. হাইসামী : আবুল হাসান নূরুদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি. / ১৩৩৫-১৪০৫ ইং) : মাযমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবা'উল ফাওয়ায়িদ, কায়রো, মিসর, দারুর রায়আন লিত তুরাছ + বয়রুত, লেবানন, দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৭ হি. / ১৯৮৭ ইং।
৫৭. হাইসামী : আবুল হাসান নূরুদ্দিন আলী ইবনে আবু বকর ইবনে সুলাইমান (৭৩৫-৮০৭ হি. / ১৩৩৫-১৪০৫ ইং) : মাওয়ারিদুয জামআন ইলা যাওয়ায়েদে ইবনে হিব্বান, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।
৫৮. আবু ই'য়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্ন ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি. / ৮২৫-৯১৯ ইং)

আল-মুসনাদ, দামিশক, সিরিয়া, দারুল মামুন লিত্ তুরাস, ১৪০৪ হি. / ১৯৮৪ ইং।
৫৯. আবু ই'য়ালা : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্ন ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হেলাল মুসিলী, তামিমী (২১০-৩০৭ হি. / ৮২৫-৯১৯ ইং) : আল মু'জাম, ফয়সালাবাদ, পাকিস্তান, ইদারাতুল 'উলুম আল আসারিইয়া, ১৪০৭ হি.।
৬০. আবু ইউসূফ : ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম ইবনে আনসারী (১৮২ হি.) : কিতাবুল আসার, সানগালা হাল, শেখপুরা, পাকিস্তান, আল মাকতাবুল আসারিয়া / বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।
৬১. শাফেয়ী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস ইবনে আব্বাস ইবনে ওসমান ইবনে শাফেয়ী কারশী (১৫০-২০৪ হি. / ৭৬৭-৮১৯ ইং) : আল-মুসনাদ, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।
৬২. সীরাজী : আবু বকর আহমদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মূসা (৪০৭ হি.) : আল-আলকাব।
৬৩. খতিব তিবরিযিঃ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ খতিব ওয়ালী উদ্দিন তিবরিযি (ওফাত. ৭৪১ হি.): মিশকাতুল মাসাবীহঃ মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, তৃতীয় প্রকাশ. ১৯৮৫ খৃ.

-ঃ শরহে হাদিস গ্রন্থ ঃ-

৬৪. বদরুদ্দীন আইনী : আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মূসা ইবন আহমদ ইবনে হুসাইন ইবনে ইউসূফ ইবনে মাহমুদ (৭৬২-৮৫৫ হি. / ১৩৬১-১৪৫১ ইং) : 'উমদাতুল ক্বারী শরহু সহীহিল বুখারী, বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিক্‌র, ১৩৯৯ হি. / ১৯৭৯ ইং।
৬৫. জুরকানী : আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকি ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমাদ ইবনে দআল-ওয়ান মিসরী, আযহারী মালেকী (১০৫৫-১১২২ হি. / ১৬৪৫-১৭১০ ইং) : শরহুল মু'আত্তা, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৪১১ হি.।
৬৬. সুয়ূতি : জালালুদ্দিন আবুল ফজল আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে উসমান (৮৪৯-৯১১ হি. / ১৪৪৫-১৫০৫ ইং) : শরহুস সুনান ইবনে মাযাহ, করাচী, পাকিস্তান, ক্বদীমি কুতুবখানা।
৬৭. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : ফাতহুল বারী বি শরহে সহীহুল বুখারী, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'আরিফ।

৬৮. কাস্তাল্লানী : আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল মালিক ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হোসাইন ইবনে আলী (৮৫১-৯২৩ হি. / ১৪৪৮-১৫১৭ ইং) : ইরশাদুস্ সারী শরহু সহীহিল বুখারী< বয়রুত, লেবানন, দারুল ফিকর, ১৩০৪ হি.।

৬৯. মুবারকপুরী : আবুল 'উলা মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবদুর রহীম (১২৭৩-১৩৫৩ হি.) : তুহফাতুল আহ্ওয়াযী বি শরহে জামে'উত তিরমিযী, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

৭০. মোল্লা আলী ক্বারী : নুরুদ্দীন ইবনে সুলতান মুহাম্মদ হারভী হানাফী (১০১৪-১২০৬ ইং) : মিরকাতুল মাফাতিহ শরহে মিশকাতুল মাফাতিহ, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২২ হি.।

৭১. মানাভী : আবদুর রউফ ইবনে তাজুল আরেফিন ইবনে আলী ইবনে যায়নুল আবেদীন (৯৫২-১০৩১ হি. / ১৫৪৫-১৬২১ ইং) : ফয়জুল কাদির শারহিল জামেউস সগীর, মিশর, মাকতাবা তিজারিয়া কুবরা, ১৩৫৬ হি.।

৭২. নববী : আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুরী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুম'আহ ইবনে হাযাম (৬৩১-৬৭৭ হি. / ১২৩৩-১২৭৮ ইং) : শরহুন নববী আলা সহীহিল মুসলিম, বয়রুত, লেবানন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া।

-ঃ ফিক্হ ঃ-

৭৩. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী (ওফাত. ১২৫২ হি.) : রুদ্দুল মুখতার আ'লা দুররুল মুখতার, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, দ্বিতীয় প্রকাশ. ১৪১২ হি.

৭৪. ইবনুল হাজ্ব: আল্লামা মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ ইবনুল হাজ্ব মালেকী (৭৩৭ হি.): আল-মাদখাল, দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৭৫. সুয়ূতি: ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন সুয়ূতি (৯১১ হি.): আল-হাভীলিল ফাতওয়া: দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২০ হি.

৭৬. মিযানুল কোবরা: ইমাম আবদুল ওহ্হাব বিন আহমদ বিন আলী আহমদ শা'রানী (ওফাত. ৯৭৩ হি.): মুস্তাফা আলবাব, মিশর।

৭৭. ফাতওয়ায়ে হাদিসিয়্যাহ: শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজার হাইতামী (ওফাত. ৯৭৪ হি.): দারু ইহইয়াউশ তুরাসূল আরাবী, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪১৯ হি.

৭৮. হাশীয়ায়ে শালবিয়্যাহ: আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ শালবী (ওফাত. ১০২১ হি.), দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।

৭৯. দুররুল মুখতারঃ আল্লামা আলাউদ্দিন হাসকাফী (ওফাত. ১০৮৮ হি.): দারুল মা'রিফ, বয়রুত, লেবানন, প্রকাশ. ১৪২০ হি.
৮০. ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ আল্লামা হুমাম মাওলানা শায়খ নিযামুদ্দীন বলখী (ওফাত. ১৪০৩ হি.): দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
৮১. ফাতওয়ায়ে রযভিয়্যাহঃ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খাঁন ফাযেলে বেরলভী (ওফাত. ১৩৪০ হি.), রেযা ফাউন্ডেশন, লাহোর, পাকিস্তান।
৮২. বাহারে শরীয়তঃ মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী (ওফাত. ১৩৬৭ হি.): মাকতাবাতে রযভিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান।

-ঃ আসমাউর রিজাল ঃ-

৮৩. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : তাক্বরীবুত তাহযীব, শাম, দারুর রশীদ, ১৪০৬ হি. / ১৯৮৬ ইং।
৮৪. আসকালানী : আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ ইবনে কিনানী (৭৭৩-৮৫২ হি. / ১৩৭২-১৪৪৯ ইং) : তাহযীবুত তাহযীব, দায়েরাতুল মা'রিফ, নিযামিয়া, ভারত, ১৩২৬ হি.
৮৫. মিয্‌যী : আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে যকি আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে ইউসুফ ইবনে আলী (৬৫৪-৭৪২ হি. / ১২৫৬-১৩৪১ ইং) : তাহযিবুল কামাল, বয়রুত, লেবানন, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, ১৪০০ হি./১৯৮০ ইং।
৮৬. যাহাবীঃ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.) : মিযানুল ই'তিদাল, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'রিফ, ১৩৮২ হি.
৮৭. মুগলতাঈঃ মুগলতাঈ ইবনে কুলাইজ ইবনে আব্দুল্লাহ বাকজিরী মিশরী হানাফী, ইকমালু তাহযিবুল কামাল, আল-ফারুকুল হাদিসিয়্যাহ, বয়রুত, লেবানন।
৮৮. যাহাবীঃ শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ (৬৭৩-৭৪৮ হি.) : তারিখুল ইসলাম, দারুল গুরাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন, দারুল মা'রিফ, প্রকাশ. ২০০৩ খৃ.
৮৯. নাসিরুদ্দীন আলবানী (১৪২০ হি./১৯৯৯ খৃ.) : সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দ্বঈফাহ ওয়াল মাওদ্বআহ, দারুল মা'রিফ, রিয়াদ, সৌদিআরব, প্রকাশ. ১৪২০ হি.
৯০. নাসিরুদ্দীন আলবানী (১৪২০ হি./১৯৯৯ খৃ.) : ইরওয়াউল গালীল, মাকতুবাতুল ইসলামী, বয়রুত, লেবানন।

সমাপ্ত